UNIVERSITY

No. 8B
128 Pages
T. P. M.

Price
0-6-0

35

খাতা নং ১

শ্রীশ্রীললিতমাধব নাটকের
বঙ্গানুবাদ

প্রথম অঙ্ক

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার।

১। যাহা অসুর-রমণীগণের স্তনরূপ চক্রবাক ও মুখরূপ কমলসমূহকে ম্লান করিয়া নিখিল সুহৃদ্‌রূপ চকোরবৃন্দের আনন্দ বিধান করে, শ্রীমুকুন্দের সেই পরিপূর্ণ যশঃশশী চিরকাল আপনাদের প্রীতিপ্রদান করুক ॥১॥

আরও

২। সুদির অর্থাৎ হর্ষদায়ক যে শ্রীকৃষ্ণ নানাদিগ্‌গতা শ্রীরাধা-প্রমুখ অষ্ট নায়িকাকে প্রগাঢ় শৃঙ্গাররসদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া, কস্তূরী-কুঙ্কুমাদি-রচিত পত্রভঙ্গীর মাধুর্যাতিশয়-সম্পত্তিদ্বারা সর্বদা রামাবলী অর্থাৎ সুন্দরী গোপরামা-গণের ভূষণ সম্পাদন করেন এবং স্বীয় পীন বক্ষঃস্থলে অতুলকান্তি ভানুজাকে (বৃষভানুতনয়া শ্রীরাধাকে) ও সমুজ্জ্বল চন্দ্রাকৃতিকে (অর্ধচন্দ্রাকার নায়িকা-নখচিহ্নকে, অথবা, উজ্জ্বলা চন্দ্রাবলীকে) ধারণ করিয়া বিলাস করেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। পক্ষান্তরে যে কৃষ্ণরূপ সুদির (মেঘ) ঘনরস (অর্থাৎ বারিবর্ষণ) দ্বারা অষ্ট দিগ্‌বধূর অভিষেক সম্পাদন পূর্বক পত্রমুকুলের শোভাতিশয্য সম্পত্তিদ্বারা আরামাবলী অর্থাৎ উপবন-সমূহের ভূষণ সম্পাদন করিয়া, দীর্ঘ বিশাল

জ্যোতি
বক্ষোদেশে ভানুজা অর্থাৎ সূর্য্য~~জনি তা~~র অতুল প্রভাকে
অবরোধ
~~এবং~~ ও উজ্জ্বল চন্দ্রের আকৃতিকে ~~অবরুদ্ধ~~ করিয়া বিচরণ
করে, তাঁহাকে নমস্কার করি। (বস্তুনির্দেশ, আশীর্বাদ ও নমস্কাররূপ
অভিপ্রেত নাটকের অভিনয়কার্য্যের নির্বিঘ্নে সমাপ্তির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ) —
(থোরক) (নান্দী) পাঠের অনন্তর

সূত্রধার — অধিক নান্দী-পাঠের প্রয়োজন নাই; (চারিদিকে
দৃষ্টিপাত করিয়া) হে নটগণ! যিনি নিরন্তর বৃন্দাবনের
নিকুঞ্জবেদিকায় অবস্থান বিষয়ে রসজ্ঞ এবং প্রস্ফুটিত
ঊর্দ্ধনালযুক্ত কমল-রাজিদ্বারা বিভূষিত ব্রহ্মকুণ্ডের
তীরসমীপবর্ত্তী ভূমিভাগের অধিপতি, গোপীশ্বররূপে
সুপ্রসিদ্ধ সেই ভগবান্ চন্দ্রচূড় মহাদেবের স্বপ্নো-
পলব্ধ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি দীপাবলী-উৎসবের
নিমিত্ত
আরম্ভকালে গোবর্দ্ধনের আরাধনার ~~জন্য~~ শ্রীরাধাকুণ্ডের
তীরভাগে শ্রীরাধা-মাধবের মন্দিরের সম্মুখে
সমবেত বৈষ্ণবগণকে স্বপ্রণীত ললিতমাধব-নামক
নাটকের অভিনয়দ্বারা পরিতোষিত করিতে উদ্যুক্ত
সেই হেতু এই
হইতেছি। ~~অতএব~~ অভীষ্ট দেবতার নিকটে প্রার্থনা
করিতেছি—

৩। যিনি ক্ষিতিতলে আবির্ভূত হইয়া প্রচুররূপে
বিজ্ঞ প্রেমসুধা বিস্তার করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের

অধীশ্বররূপে সর্ব্বসম্পদ লাভ করিয়াছেন, যিনি তমোরাশি-
দূরীভূত করিয়াছেন এবং নিখিল জগতের চিত্তকে বশীভূত
করিয়াছেন, সেই শ্রীশচীনন্দননামক চন্দ্র আমার
যে কোন অপূর্ব্ব মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৩॥

(আকাশে কর্ণপাত করিয়া) কী বলিতেছেন? ওহে!
তুমি এই অতিশয় সাহসের কার্য্যে যত্নবান হইয়াছ
কেন?– এই কথা? হাঁ, এই কথা যে সত্য, তাহা
আমি জানি; তথাপি আমি এ বিষয়ে পরাধীন।
শ্রবণ করুন:—

৪। এই গুণশালিনী সজ্জন-সভাই বা কোথায়, আর
মূর্খমতি শ্রীকর্ণনামক আমিই বা কোথায়! পরন্তু আমি
গুরুজনবিষয়ক মহান্ গৌরবের দ্বারা বশীকৃত হইয়াছি;
অতএব ~~যিনি~~ শরণাগতগণের আনন্দদায়ক, সেই করুণাসিন্ধুর
সদ্বৃত্তি করুণাই অদ্য আমার একমাত্র অবলম্বন ॥ ৪॥

(সম্মুখভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া) হে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মনিরত
মধুকরগণ! আপনারা অনুগ্রহ করুন; একমাত্র আপনাদের
কৃপা অবলম্বন করিয়াই আমি নিঃশঙ্কভাবে এই কার্য্যে
উদ্যত হইয়াছি! যেহেতু–

৬। প্রশান্তকান্তি পরমভাগবতগণ সর্বত্রই দোষরাশিকেও সদ্গুণরূপে পরিণত করেন। বিষ্ণুপদাশ্রিত (আকাশস্থিত, পক্ষে ভগবৎপদাশ্রিত), সন্তাপকতা-বর্জিত (চন্দ্রাদি) মৃদুস্বভাব জ্যোতিঃপদার্থসমূহ দোষাবলীকে (রাত্রিসমূহকে, পক্ষে - দোষসমূহকে) অলঙ্কৃত করিয়া থাকে ॥ ৬॥

(এই বলিয়া শিরোদেশে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক) যিনি পুরাকালে এ জগতে পরমহংসগণের আচরিত ধর্মমার্গ উপদেশ করিবার নিমিত্ত সনকাদি (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার — এই চারিজন) সিদ্ধপুরুষগণের তৃতীয় (অর্থাৎ সনাতন) রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনিই একাকী ভক্তগণের মধ্যে ভক্তিরসবিষয়ক সম্পূর্ণ রহস্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত (শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিরূপে) অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই পরিপূর্ণ বিশ্বগুরুকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৭॥

সম্প্রতি আমি অনিন্দনীয়া সঙ্গীতবিদ্যায় বিদ্যাধরীতুল্যা সুনিপুণা ও আমার মাননীয়া বৃদ্ধা নটবৃন্দেশ্বরীকে এই রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত করাইতে ইচ্ছা করিতেছি।

(রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশপূর্বক) নটী — বৎস! আমি সম্প্রতি নাট্যাভিনয়ের আরম্ভকালে অনুষ্ঠেয় মাঙ্গলিক কৃত্যের সম্পাদনে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিনা।

সূত্রধার — আর্য্যে! আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন?
দেখুন, দেখুন —

৭॥ সম্প্রতি শারদীয় উৎসব সুশোভনরূপে সমাগত হইয়াছে, আর বৈষ্ণববৃন্দের সভাও শোভা পাইতেছে! এই গোবর্দ্ধনগিরিও শ্রীকৃষ্ণের সুচির অমল কীর্ত্তি-প্রবাহ প্রকাশ করিতেছেন। অধিক আর কী বলিব? আমাদের সম্মুখে মধুরমূর্ত্তি মাধব সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন! সেইহেতু এ সময়ে এস্থলে দিব্য বিশুদ্ধ কান্তি আপনার এই সমাগম অতিশয় সুশোভনই হইয়াছে ॥৭॥

নটী — বৎস! মহানুভব ব্যক্তিবিশেষের কোন বিপত্তি উপস্থিত হওয়ায়ই আমার এই আতঙ্ক রাশির উদয় হইয়াছে; পরন্তু ইহা সাধারণ লোকের আচরণের ন্যায় নহে॥

সূত্রধার — আর্য্যে! মহানুভবগণের বিপদ্‌রাশি সর্ব্বদা অনৈকান্তিক অর্থাৎ অস্থায়িরূপেই সমাগত হয়; কারণ —

৮॥ ভক্ত জন দৈববশতঃ অরণ্য, দিগন্তর, স্বর্গ বা পাতাল যেখানেই গমন করুন না কেন, ভগবান্ অবশ্যই তাঁহাকে স্বীয় পদপ্রান্তে আনয়ন করেন, কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না ॥৮॥

~~তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না ॥ ৮ ॥~~

নটী— বৎস ! তুমি যথার্থই বলিয়াছ; কিন্তু স্নেহ স্বভাবতঃই বিবেককে অপহরণ করে বলিয়া আমি মোহগ্রস্তা হইয়াছি ॥

সূত্রধার— আর্য্যে ! বলুন, কাহার প্রতি আপনি স্নেহাসক্তা হইয়াছেন।

নটী— বৎস ! কলানিধি-নামক এক চারণ-কুলনন্দন আছেন।

সূত্রধার— তাঁহাকে কে না জানে ? যেহেতু—

৯। উক্ত কলানিধি উত্তম নৃত্যকলাসমূহে সুনিপুণ, নানাবিধ-সদ্গুণশালী, নবযৌবনোন্মুখ ও রণাঙ্গনে শত্রুবৃন্দের পরাজয়-সম্পাদনে দৃঢ়মতি বলিয়া ভূতলে বিখ্যাত ॥ ৯ ॥

নটী— বিধাতার অনুগ্রহে বৃদ্ধবয়সে আমি তারা-নাম্নী একটি দৌহিত্রী রূপে লাভ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিয়া পূর্ব্বক সেই অলৌকিকী কন্যাটিকে কলানিধিকে হস্তে সম্প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

সূত্রধার— অযোগ্য বরের ও কন্যার মিলন সম্পাদন করিলে লোকনিন্দা হইবে— এই ভয়ে এবং যোগ্য বরের ও কন্যার মিলন সম্পাদন করিলে লোকে প্রশংসা হইবে— এই লোভে,

বিধাতা দুর্ঘট হইলেও পরস্পর অনুরূপ বরের ও কন্যার মিলন বলপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥১০॥

নটী — রাজ্যের অধিকারী কিরাত-রাজ তারাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার অভিলাষী হইয়া, নৃত্য-দর্শনের ছল করিয়া কলানিধিকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহার পরাভবের চেষ্টা করিতেছেন।

সূত্রধার — আর্য্যে! আমাকে জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া জানিবেন। সেইহেতু আমি বর্ত্তমান লগ্ন অনুসারে বিচার করিয়া আপনার নিকট এ বিষয়ের ফলাফল বর্ণন করিতেছি। (এই বলিয়া, বিচারপূর্ব্বক হর্ষসহকারে) অহো! এ বিষয়ে আপনার কোন চিন্তার কারণ নাই।

যেহেতু — কলানিধি রঙ্গস্থলে নৃত্যপ্রদর্শন করিতে করিতে কিরাত-রাজকে নিহত করিয়া শুভ-লগ্নে তারার পানিগ্রহন করিবেন ॥ ১১ ॥

(নেপথ্যে) অহো! ইনি কে, যিনি কংসরাজের ভয়ে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পানিগ্রহনের কথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া — 'নটতা কিরাত-রাজম্' ইত্যাদি বাক্যছলে উহা জ্ঞাপন করিয়া চিন্তা-কাতরা আমাকে আশ্বস্তা করিতেছেন ?

সূত্রধার — (নেপথ্যের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া)

দেখুন, দেখুন —

১২। যিনি মুনিবর সান্দীপনির মাতা ও বীণাবাদনপ্রিয় শ্রীনারদ ঋষির সাধ্বী শিষ্যারূপে ভূতলে পরিচিতা, কাশপুষ্পের ন্যায় শুভ্রকেশবিশিষ্টা ধন্যা সেই পৌর্ণমাসী-দেবী শ্রীমতী গার্গীর সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে আমাদের সৌভাগ্যে সত্বর রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন ॥১২॥

সেইহেতু আসুন, আমরা শীঘ্র উত্তর ভূমিকা অর্থাৎ এই অভিনয়ের পরবর্তী বেশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গমন করি। (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)।

ইতি প্রস্তাবনা (অর্থাৎ (অভিনয়ারম্ভবিষয়ক কথা) বা আমুখ)।

(শ্রীমতী গার্গীর সহিত সংলাপপূর্বক)

(অতঃপর পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী — ("হন্ত! রাধা-মাধবয়োঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্য পাঠ করিয়া, গার্গীর প্রতি) বৎসে! গার্গি! শ্রবণ কর —

১৩। শ্রীরাধার মৃদু হাস্য-কৌমুদীরূপ সুরধুনীর প্রবাহটি শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল-কটাক্ষ-রূপা তরঙ্গশালিনী যমুনার সংমিশ্রণে যুক্তবেণীরূপে পরিণত হইয়াছে; আর, উক্ত পুণ্য তীর্থের অমৃত পান করায় আমাদের অন্তঃকরণে সন্তোষ রূপ যে তুষাররাশির উদয় হইয়াছে, তাহার কণামাত্র দ্বারাই সমস্ত সন্তাপরাশি দূরীভূত হওয়ায় আমরা সম্প্রতি যেন সপ্ত ভুবন অতিক্রম করিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ লোকে অবস্থান করিতেছি ॥১৩॥

গার্গী — আর্য্যে! অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ আপনার চেষ্টাতেই সম্পন্ন হইয়াছে; তবে আবার কেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহের ইচ্ছা করিতেছেন?

পৌর্ণমাসী — বৎসে! অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার এই বিবাহটি মায়ার বিলাসমাত্র; অন্যথা ব্রহ্মার বররূপ অমৃতাভিষেকে সমৃদ্ধ বিন্ধ্যগিরির তপস্যারূপ কুসুম-দ্বারা প্রথিতা ও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের স্নিগ্ধতাসম্পাদক মাধুর্য্য-মকরন্দশালিনী এই শ্রীরাধিকা-রূপিণী বৈজয়ন্তীকে প্রাকৃত পুরুষ কীরূপে পাণিতলে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে?

~~প্রাকৃত পুরুষ কিরূপে পানি তলে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।~~

গার্গী — উক্ত বরদানটি কীরূপ?

পৌর্ণমাসী — (ব্রহ্মা বিন্ধ্যগিরিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন) হে বিন্ধ্য! তোমার অভিলাষানুসারে তাদৃশ কন্যা-যুগল জন্মগ্রহণ করিবেন — যাঁহারা গুণদ্বারা ভুবন-মণ্ডলের বিস্ময় উৎপাদন করিবেন এবং যাঁহাদের জামাতা মহাদেবেরও বিজয়ী হইবেন ॥ ১৪ ॥

গার্গী — পুত্রাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বিন্ধ্যগিরি-কর্তৃক কন্যালাভ অভীষ্ট হইল কেন?

পৌর্ণমাসী — মহাদেবের ন্যায় জামাতা লাভ করিয়া গৌরীর পিতা গিরিরাজের গর্বের উদয় হওয়ায় তাঁহার প্রতি স্পর্দ্ধাহেতুই বিন্ধ্যগিরিরও তাদৃশ কন্যালাভে অভিলাষ হইয়াছিল।

গার্গী — অহো! এই বিন্ধ্যগিরি নিজ-জ্ঞাতির উৎকর্ষ কোনরূপেই সহ্য করিতে পারেন না; যেহেতু ইনি পূর্ব্বেও সুমেরু পর্ব্বতকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, কিন্তু অগস্ত্য-মুনিকে প্রণাম করিয়া আর বর্দ্ধিত হইতে পারেন নাই।

পৌর্ণমাসী — হাঁ! মনস্বিগণের স্বভাবই এইরূপ।

গার্গী — শ্রীরাধিকাকে বিন্ধ্যপর্বত হইতে কোন্ ব্যক্তি গোকুলে আনয়ন করিলেন?

পৌর্ণমাসী — জাতহারিণী পূতনা।

গার্গী — আর্য্যে! জাতহারিণীগণ বালক-গণকে ভক্ষণই করে; ও যাহা হউক, এই কল্যাণী বালিকা যে পরিত্রাণ লাভ করিলেন ইহা অত্যন্ত ভাগ্যের কথা।

পৌর্ণমাসী — বৎসে! কংস অলৌকিক কুমারগণের সংহারের ও কুমারীগণের অপহরণের নিমিত্তই সেই পূতনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

গার্গী — রাজা কংসের এই উভয় কার্য্যে প্রবৃত্তি হইল কেন?

পৌর্ণমাসী — দেবকীর কন্যা দেবীর বাক্যহেতু।

গার্গী — সেই বাক্য কীরূপ?

পৌর্ণমাসী — হে কংস! যিনি পুরাকালে যুদ্ধক্ষেত্রে উন্নত চক্রদ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, যাঁহার পাদপদ্মযুগল দেবতাগণেরও বাঞ্ছিতরূপে সজ্জনসমাজে সুবিদিত এবং যিনি জগতের আদি কারণ, সেই পরম পুরুষ অদ্য আনন্দরূপ সুধা-সিন্ধুর প্রবাহদ্বারা প্রণয়ি-গণের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া চন্দ্রোদয়কালে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥১৫॥

(আরও)
১৬। উত্তম মাধুর্য্যসম্পদে আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা, অষ্ট মহাশক্তি আগামী বা পরশ্ব দিবসে ভূতলে প্রকট হইবেন; তন্মধ্যে দুইটি ভগিনী গুণসমূহের আধার ও অতিশয় মনোজ্ঞা হইবেন; আর, মহাদেবের ও বিজয়ী কোন রাজেন্দ্র এই উভয়ের পাণিগ্রহণ করিবেন ॥১৬॥

গার্গী — উক্ত উভয়ের মধ্যে অপর ভগিনীটির বার্ত্তা কি?

পৌর্ণমাসী ১৭। মন্ত্রপ্রয়োগে সুনিপুণ, বিন্ধ্যগিরির পুরোহিত কর্ত্তৃক (পশ্চাৎ দিক্ হইতে) বিতাড়িতা ও ভীতি-বিহ্বলচিত্তা সেই পূতনার হস্ত হইতে প্রথমা কন্যাটি বিদর্ভ-দেশগামিনী নদীর প্রবাহে পতিতা হইয়াছিলেন ॥১৭॥

গার্গী — আর্য্যে! আমার পিতা (গর্গ ঋষি) সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও শ্রীরাধাকে দুর্ব্বাসার বরে রাজা বৃষভানুর ঔরসজাত কন্যারূপে উৎপন্না বলিয়া বলেন কেন?

পৌর্ণমাসী ১৮। ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে বিষ্ণুমায়াই চন্দ্রভানুর ও বৃষভানুর পত্নীর গর্ভ হইতে এই বালিকাযুগলকে আকর্ষণপূর্ব্বক বিন্ধ্যপত্নীর জঠরে লইয়া-গিয়াছিলেন ॥১৮॥

গার্গী (আশ্চর্য্যসহকারে) — বালিকাযুগলের পিতা মাতা ইহা জানেন কি ?

পৌর্ণমাসী — হাঁ! নিশ্চয়ই জানেন। দুর্ব্বাসা-ঋষি নিজে যে উপকার করিয়াছেন, তাহা বালিকাযুগলের পিতামাতাকে না জানাইয়া কীরূপে নিবৃত্ত হইতে পারেন?

গার্গী — এই সকল বৃত্তান্ত আপনি কীরূপে জানিয়াছেন ?

পৌর্ণমাসী — গুরুদেবের উপদেশরূপ অনুগ্রহেই আমি এই সকল জানিতে পারিয়াছি এবং সেইহেতুই শ্রীরাধার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি।

গার্গী — ইহা নিশ্চিত যে, আপনি নিহতা সেই পূতনারাক্ষসীর ক্রোড়ে একমাত্র রাধিকাকেই পাইয়াছিলেন।

পৌর্ণমাসী — কেবল রাধিকা নহেন, আরও পাঁচটি বালিকাকে তাঁহার সঙ্গে লাভ করিয়াছি।

গার্গী — তাঁহারা কে কে ?

পৌর্ণমাসী — ১৯ শ্রীরাধার সখী মনোহর-মুখচন্দ্রশালিনী ললিতা, চন্দ্রাবলীর সহচরী সুন্দরী পদ্মা, উত্তমচরিত্রা ভদ্রা, মঙ্গলদায়িনী শৈব্যা ও মনোহরকান্তি শ্যামা; ইঁহারা সকলেই তোমার পরিচিতা।

গার্গী — ইঁহাদিগকে কে গোপীগণের নিকটে অর্পণ করিলেন ?

পৌর্ণমাসী — ইহা এই কুমারীগণের পাঁচটিকে আমি গোপনে সত্বর গোপীগণের হস্তে বিভাগ করিয়া অর্পণ করিয়াছিলাম; পরে হে নরপতি! এইটি তোমার জামাতা বৃষভানুর কন্যা — এই বলিয়া উত্তমগুণশালিনী শ্রীরাধাকে যশোদার ধাত্রী মুখরার নিকটে সমর্পণ করিয়াছিলাম ॥২০॥

গার্গী — শ্রীরাধার দ্বিতীয়া সখী বিশাখাও গোকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন — ইহা নিশ্চয়ই?

পৌর্ণমাসী — না না, ইনি যমুনার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, সেই অবস্থায় জটিলা ইঁহাকে পাইয়াছেন।

গার্গী — জানিনা, বিন্ধ্যগিরির জ্যেষ্ঠা কন্যাটি নদীর প্রবাহে ভাসিয়া গেলে কে তাঁহাকে পাইয়াছেন।

পৌর্ণমাসী — বিদর্ভরাজ ভীষ্মক তাহাকে লাভ করিয়াছেন।

গার্গী — হায়! হায়! ভগিনীযুগলের বিচ্ছেদকারী দৈবের এ কি নিষ্ঠুর ব্যবহার!

পৌর্ণমাসী — বৎসে! দৈবই পুনরায় উভয়ের মিলন সঙ্ঘটন করিবেন বলিয়া ইহা তাহার করুণাই বলিয়াই মনে করিও।

গার্গী — তাহা কিরূপ?

পৌর্ণমাসী— করালার নাতিনী চন্দ্রাবলীই বিদর্ভের সেই প্রথমা কন্যা; দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর আদেশে গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুহাবাসী জাম্ববান পঞ্চবর্ষবয়স্কা এই কন্যাকে বিদর্ভ রাজধানী কুণ্ডিননগর হইতে লইয়া আসিয়াছেন।

গার্গী— (স্বগত) আমি পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি যে, চন্দ্রভানু প্রভৃতির কন্যাগণ ও ভীষ্মক প্রভৃতির কন্যাগণ তত্ত্বতঃ এক হইলেও বিগ্রহাদিদ্বারা ভিন্নরূপেই বিরাজমান; প্রথমাবস্থায় ইঁহাদের একবিগ্রহত্ব-সম্পাদন নিশ্চয়ই মায়ার বিলাসমাত্র; যাহা ইহারা পশ্চাৎ জানিতে পারিব। এখন ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবার প্রয়োজন নাই। (প্রকাশ্যে) গোবর্দ্ধনপ্রমুখ গোপগণের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহও নিশ্চয়ই মায়াকর্তৃক সংঘটিত হইয়াছে?

পৌর্ণমাসী — [অর্থাৎ নিশ্চয়ই] অথবা নয়ত কি? পতিস্বামী প্রাকৃত গোপগণের উক্ত কুমারীগণের প্রতি পত্নী জ্ঞানে যে মমতা রহিয়াছে, কেবলমাত্র উক্ত ~~মমতাই পত্নীত্বের~~ মমতাতেই পত্নীত্বের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। বস্তুত: ইঁহাদের দৈহিক সম্পর্কাদি দূরের কথা, উক্ত প্রাকৃত গোপগণের দর্শনও কুমারীগণের পক্ষে সম্ভবপর হয়না।

গার্গী — এই নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্ত অষ্ট কুমারীর প্রবল অনুরাগ আশ্চর্যজনক নহে।

পৌর্ণমাসী — কেবল এই অষ্ট কুমারীর কথা বলিতেছ কেন? এই গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন্ [মৃগনয়নার অর্থাৎ] সুলোচনার অনুরাগ না রহিয়াছে?

গার্গী — ইহা সত্যই বলিয়াছেন; যেহেতু সম্প্রতি শতাধিক ষোড়শ সহস্র গোকুল-কুমারী [অর্থাৎ গোপকন্যা] — "হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে দেবি! আপনি শ্রীনন্দ-নন্দনকে আমাদের পতি করুন; আপনাকে প্রণাম করি" এই মন্ত্রজপকারিনী চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ~~কুমারী~~ পক্ক কন্যার সহিত মিলিত হইয়া চণ্ডিকার অর্চ্চনা করিতেছেন।

পৌর্ণমাসী — হে গুনবতি! শ্রীগর্গমুনি বলিয়াছেন যে,
কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী সেই কামাখ্যাদেবী (অর্থাৎ কাত্যায়নী) কুমারীগনকর্তৃক
পূজিতা হইয়া তাঁহাদের অভিলাষিত বিষয় প্রদান করেন।
ব্রজসুলোচনাগন উক্ত বাক্য বিশ্বাস করিয়াই এই
কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিতেছেন।

গার্গী — কে শ্রীরাধাকে সূর্য্যদেবের আরাধনায় নিযুক্ত
করিয়াছেন?

পৌর্ণমাসী — তোমার পিতৃদেবই।

গার্গী — আর্য্যে! আমি পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি যে,
কুমারীগনের ভাবী পতির সহিত সংসর্গ ভবিষ্যতে
বিরহেরই কারন হয়।

পৌর্ণমাসী — বৎসে! সত্যই বলিয়াছ, এই হেতুই আমি
কিশোরীগনের শিরোমনিস্বরূপা শ্রীরাধাকে ও চন্দ্রাবলীকে
(অর্থাৎ বাধা দিবার নিমিত্ত) অভিমন্যুর জননী জটিলাকে ও
গোবর্দ্ধনের জননী ভারুণ্ডাকে আগ্রহ সহকারে নিযুক্ত
করিয়াছি।

গার্গী — আপনি এই দুই সহোদরাকে একত্র করেন না
কেন?

পৌর্ণমাসী — দুষ্ট কংসের যে সকল চর সর্ব্বদা গোকুলে

বিচরণ করিতেছে, আমাদের তাহাতে সন্দেহ হইবে — এই আশঙ্কায়।

গার্গী — এই অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত অপর কেহ জানেন কি?

পৌর্ণমাসী — না, না; তবে কেবলমাত্র আমার উপদেশ-হইতেই দেবকী ও রোহিণী ইহা অবগত হইয়াছেন।

(নেপথ্যে) ॥২১॥ হে পদ্মে! তুমি যক্ষ হইতে গাত্রোত্থাপন কর; হে ভদ্রে! তুমি এখন ময়ূরপুচ্ছের মুকুটরচনা ত্যাগ কর; হে শ্যামে! তুমি মাল্যরচনা হইতে নিবৃত্তা হও; হে ললিতে! তুমি আর এখন কুঙ্কুম পেষণ করিও না; হে বিশাখে! তুমি শারী পক্ষিণীকে পাঠদান-কার্য্য হইতে নিবৃত্তা হও; হে শৈব্যে! তুমি এখন কবরী-সংস্কার ত্যাগ কর; যেহেতু, ঐ দেখ — ধেনুগণের খুর হইতে উত্থিত ধূলিরূপ আবির-রাশি পূর্ব্ব দিক্‌কে ছাইয়া ফেলিয়াছে ॥২২॥

পৌর্ণমাসী — বৎসে! দেখ, দেখ —

॥২৩॥ রজঃ অর্থাৎ ধূলিরাশি (পক্ষান্তরে রজোগুণ) শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াছে এবং সম্মুখে তাঁহাদের তমঃ অর্থাৎ অন্ধকারের (পক্ষান্তরে তমোগুণের) উদয় করাইতেছে। অতএব ব্রজসুন্দরীগণের গমনপথ অথবা শ্রীকৃষ্ণাবার্ত্তনামার্গ সর্ব্বতোভাবে আবির ও অগোচর বলিয়া মনে হইতেছে ॥২৩॥

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ অর্থাৎ সন্ধান প্রদান করিতেছে এবং

তমঃ অর্থাৎ সায়ংকালীন অন্ধকার (পক্ষে তমোগুণ) সম্মুখভাগে তাঁহাকে লাভ করাইয়া দিতেছে; সেইহেতু এই সুলোচনাগণের গমনপথ (অথবা, উপাসনামার্গ) সর্বতো প্রকারে নিকটে ও (বলিয়া) দুর্গম মনে হয় ॥ ২৩ ॥

(২৪) গার্গী — (সংস্কৃত ভাষায়) উত্তমবংশজাতা (উৎকৃষ্ট বংশী হইতে উৎপন্না) কাকলী অর্থাৎ সূক্ষ্ম মধুর ধ্বনিকণা (অর্থাৎ স্বামি-প্রেরিত হইয়া তৎকর্তৃক নির্দেশ না পাইয়াও স্বামীর অভিপ্রেত প্রয়োজনসাধিকা) যে নিসৃষ্টার্থা, সুনিপুণা দূতী শ্রীরাধার লজ্জা দূর করিয়া গৃহ হইতে বনে আকর্ষণ করে, তাহার জয় হউক ॥ ২৪ ॥

(২৫) (নেপথ্যে) হে ধন্যে! তুমি বাম নেত্রে কজ্জল ধারণ না করিয়া, হে পদ্মে! তুমি পদে বলয় ধারণ করিয়া, হে সারঙ্গি! তুমি একটিমাত্র নূপুর ধারণ করিয়া, হে পালি! তুমি স্খলিত-মেখলা হইয়া, হে লবঙ্গি! (ললাটে) তুমি গণ্ডদেশে তিলক করিয়া, হে কমলে! তুমি নেত্রদেশে অলক্তক ধারণ করিয়া (অর্থাৎ অনুরাগ প্রযুক্ত তোমরা সকলেই বিপরীত প্রসাধন হইয়া) এত সত্বর ধাবিত হইও না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী এখনও অনেক দূরেই মধুর ধ্বনি করিতেছে ॥ ২৫ ॥

(২৬) গার্গী — নীলাম্বররুচিধারী (নীল আকাশের শোভাবর্দ্ধক, পক্ষান্তরে — নীল আকাশের ন্যায় শোভাধারী), গোপবৃন্দরূপ নক্ষত্র-রাজি-পরিবেষ্টিত, শুভ্র কিরণমণ্ডলে সুমধুর, (পক্ষান্তরে — শুক্লবর্ণ গাভীগণের দ্বারা মনোহর), শ্রীমান্ গোকুলচন্দ্র উদিত হইয়াছেন ॥ ২৬ ॥

(২৭) পৌর্ণমাসী — (আনন্দ প্রকাশ করিয়া) দেখ, গোপিকাগণের প্রেমলক্ষ্মীর বিবর্তন-বিলাসরূপী শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে বিহার

করিতেছেন। তিনি হস্তের অগ্রভাগে নীলবর্ণ ও সরল যষ্টি ধারণ করিয়াছেন। পীতবর্ণ পট্টবস্ত্রদ্বারা তাঁহার কটিদেশ মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। আর, তিনি নিরন্তর বিচ্ছুরিত কান্তিপ্রবাহদ্বারা নীলপদ্মকেও তিরস্কার করিতেছেন ॥ ২৭॥

সেইহেতু আমরা এখন যশোদার নিকটে গমন করি।

(প্রস্থান)

ইতি অঙ্কমুখ* সমাপ্ত।

* নাটকের সরস অংশের অভিনয়ারম্ভের পূর্বে নাতিমুখ্য পাত্রদ্বয়ের সংলাপ-দ্বারা নাটকের মুখ্য পাত্রগণের অংশসমূহের সংক্ষেপে প্রারম্ভিক পরিচয়।

(প্রথম অঙ্ক)

(অনন্তর বয়স্যগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ — সখে! মধুমঙ্গল! দেখ, দেখ,
এই সুচারুকণ্ঠী ধেনুগণ প্রচুর তৃণরাজির ভক্ষণে শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছে, নিরন্তর হম্বা হম্বা শব্দ করিয়া তাহাদের মুখ ক্লান্ত হইতেছে, আর তাহাদের নয়নশোভা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; এইরূপে তাহারা প্রেমসৌভাগ্যে গোকুলগমনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে ॥২৮॥

মধুমঙ্গল — সৌভাগ্যক্রমে এই স্নেহপরায়ণা গাভীগণ, দুর্গম বনপথে ভ্রমণকাতর এই ব্রাহ্মণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিতেছে।

রাম — দেখ, দেখ —
এই ধেনুগণ সবেগে সম্মুখভাগে তিন চারি পদ অগ্রসর হইয়াই পুনরায় গ্রীবা বক্র করিয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিতেছে; এইরূপে ইহারা পথমধ্যে নিজ-নিজ-বৎসগণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক প্রেমানুবন্ধ-হেতু অস্থির হইয়া পড়িয়াছে ॥২৯॥

১৩০।

শ্রীকৃষ্ণ — পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ দেখ, কালের
পরিণামবশতঃ শারীরিক শক্তির ক্ষয় হওয়ায়
নিরালম্ব আকাশ ভাগে চলিতে অসমর্থ হইয়া সূর্য্যদেব
অতিশয় শিথিল কর (কিরণ, পক্ষান্তরে হস্ত) দ্বারা
ভাণ্ডীর-তরুর অগ্রভাগকে অবলম্বন করিয়া অস্তাচলের
শিখরদেশ আশ্রয় করিতেছেন ॥৩০॥

রাম — দেখ, দেখ —

৩১॥ আমরা সম্প্রতি গিরি-শৃঙ্গের অনুকরণকারী বিশাল
উৎপালিকায় (অর্থাৎ ঘুঁটের) স্তূপসমূহদ্বারা সমাচ্ছন্ন ও
শুষ্ক গোময়ের চূর্ণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত ব্রজের নিকটে
উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৩১॥

সেই হেতু চল, আমরা এখন কালিন্দী নদীতে অবগাহন
করিয়া প্রবল পরিশ্রম দূর করি। (এই বলিয়া
সহচরগণের সহিত বলদেবের প্রস্থান।)

শ্রীকৃষ্ণ — সখে! মধুমঙ্গল! দেখ, দেখ —

৩২॥ চন্দ্র উদিত হইতেছে; তাহার শরীরটি উজ্জ্বল ও
কামরসের তরঙ্গে আপ্লুত; বিগলিত নবীন চন্দ্রকান্ত-
মণিসমূহ তাহার পাদ্য দান করিতেছে; রত্নপূর্ণ
চঞ্চল তরঙ্গময় সমুদ্র তাহার অর্ঘ্য রচনা করিতেছে

এবং দিগ্বধূগণ তাহার উদ্দেশ্যে পরিস্ফুট নক্ষত্র-রাজিস্বরূপ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে ॥৩২॥

মধুমঙ্গল — প্রিয়বয়স্য! এই কলঙ্কযুক্ত গগন চন্দ্রের দর্শনে প্রয়োজন কী? ঐ দেখ, লতাজালের অন্তরালে ষোড়শ সহস্র নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের উদয় হইয়াছে!

শ্রীকৃষ্ণ — (লতাজালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সখে! তুমি সত্যই বলিয়াছ; চন্দ্রের সহিত ইহাদের অনেক অংশে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ইহারা একটি কার্যদ্বারাই চন্দ্রকে বিলুণ্ঠিত অর্থাৎ পরাভূত করিয়াছে।

যেহেতু — ব্রজসুন্দরীগণের মুখের ন্যায় চন্দ্র নিত্য নূতন সুধারসে পরিপূর্ণ, নিরন্তর জনগণের নয়ন-প্রিয়, নিজকান্তিদ্বারা কমলকাননের মালিন্যকারী, শুচি (চন্দ্রপক্ষে শুক্লবর্ণ, ব্রজসুন্দরীপক্ষে শুদ্ধ) ও সকল কলাপূর্ণ হইয়াও এই চন্দ্র কুরঙ্গধর (মৃগাঙ্ক) বলিয়া সুলোচনা ব্রজসুন্দরীগণের সুরঙ্গধর (সুবিলাসযুক্ত) এই বদনরাজিকর্তৃক পরাজিত হইয়াছে ॥৩৩॥

মধুমঙ্গল — বয়স্য! তুমি যে উৎকর্ণ হইয়াছ, ইহা সঙ্গত; যেহেতু কদম্বকুঞ্জের দক্ষিণদিকে কোনও ললনা আকর্ষণমন্ত্র পাঠ করিতেছে।

~~রমণী অমরত্বলাভ মন্ত্র পাঠ করিতেছে।~~

শ্রীকৃষ্ণ — (৩৪) শোভায় বিশ্বপাবনী পাবিকা অর্থাৎ ক্ষুদ্র বংশী বিশেষই এইরূপ বিলাস করিতেছে; যে পাবিকার শব্দ আরম্ভ হইলে আমার বংশীও স্তব্ধ হইয়া থাকে।।৩৪।।

(কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ঔৎসুক্যসহকারে) —

শ্রী নবীন-লতিকাসদৃশী ভদ্রা ও তাহার বীণা — এই উভয়েই আমার ধৈর্য্য দূর করিতেছে; ভদ্রার স্তন দুইটি তুম্বীফল-সদৃশ, বীণারও উভয় দিকে স্তনসদৃশ দুইটি তুম্বীফল সংযুক্ত; ভদ্রার অধরটি প্রবালের (নবপল্লবের, অথবা প্রবাল ধাতুর ন্যায়) আরক্ত শোভা ধারণ করিয়াছে; এইরূপ বীণাটিও প্রবাল অর্থাৎ তদীয় দণ্ডের শোভা ধারণ করিয়াছে; এবং ভদ্রা যেরূপ কলে অর্থাৎ মধুর ভাষণে অথবা কলায় অর্থাৎ সঙ্গীতাদি বিদ্যায় উল্লাসযুক্তা, সেইরূপ বীণাটিও কলে অর্থাৎ মধুর ভাষণে উল্লাস-যুক্তা ।। ৩৫ ।।

মধুমঙ্গল — বয়স্য! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে, যমুনার মধ্যে কোন একটি কচ্ছপী (শ্রীরাধার বীণা, পক্ষে কচ্ছপ-স্ত্রী) কুন্ কুন্ শব্দ করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ (হাস্য সহকারে) —
হে সখে! এস্থলে শ্যামলার উত্তম বীনাটি নিরন্তর
কাম-কেলি-নাট্যাভিনয়ের নান্দীশব্দ রূপে শব্দব্রহ্মের
বিলাসলোভা বীরন করিয়া আমার অতিশয় প্রীতির
সঞ্চার করিতেছে ॥৩৬॥
(এই বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমন করিয়া সহর্ষে) —
হে সখে! পদ্মার মনিবন্ধাস্থিত বলয়-সমূহ অবিকল
ময়ূর শিঞ্জনরূপ কলবিলাস দ্বারা নিকট হইতেই আমার
অতিশয় প্রীতি বর্দ্ধন করিতেছে ॥৩৭॥
(এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে) সখে!
অদ্য এস্থলে চন্দ্রাবলীর সৌরভ প্রকাশ পাইতেছে না
কেন? সেইহেতু চল, বামদিকে করালার গৃহপার্শ্ববর্ত্তী
উদ্যান-বাটিকায় গমন করি। (এই বলিয়া পরিভ্রমন
করিতে লাগিলেন।)
মধুমঙ্গল — (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) — এই যে
উপানন্দের পুত্র সুভদ্রের পত্নী কুন্দলতা এদিকে
আসিতেছেন।
(প্রবেশপূর্ব্বক) কুন্দলতা — হে শ্রীকৃষ্ণ! এই অশোক-
তরুকে অকালে পুষ্পসমৃদ্ধ হইতে দেখিয়াও ইহার
প্রশংসা করিতেছ না কেন?

~~প্রতিরোধ করিতেছ না কেন?~~

শ্রীকৃষ্ণ (অশোকতরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত ভাবে) অকালে অশোকের এই পুষ্পবিকাশ নিশ্চয়ই চন্দ্রাবলীর সুনিপুন চরন বিন্যাসের (অশোকের উপরে দোহদ-নিমিত্ত পদাঘাতের) আশ্চর্য্য ফল। (এই বলিয়া ঔৎসুক্যসহকারে অভিনন্দনপূর্ব্বক)—

অশোক-বনের অভ্যন্তরে উত্থিত, কলহংসের কূজন অপেক্ষাও মনোহর, চন্দ্রাবলীর কনক-নূপুরের গম্ভীর শিঞ্জনসমূহ আমার কর্নকুহরে আনন্দপ্রদান করিতেছে॥ ৩৮॥

কুন্দলতা — হে সুন্দর! চন্দ্রাবলী ভারুণ্ডার ~~গৃহগহ্বর~~ গৃহাভ্যন্তরে নিরুদ্ধা হইলেও আমি চাতুরীসমূহদ্বারা তাহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ — ভারুণ্ডা কিহেতু নিরর্থক এই কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিল?

কুন্দলতা — কেবল ভারুণ্ডাই নহে; পরন্তু জটিলা-প্রভৃতি বৃদ্ধাগনও সকলেই এরূপ আচরন প্রকাশ করিতেছেন।

(পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলী প্রবেশ করিয়া)

চন্দ্রাবলী (সংস্কৃত-ভাষায়) ৩৯ হে সখি! এই বৃদ্ধা আমার প্রতি তর্জনই করুক, আর লোক-নিন্দারূপ রাহু আমার কুলচন্দ্রকে গ্রাসই করুক, আমার নয়নরূপ ভ্রমর-যুগল মধুসূদনের মুখকমলের দর্শনরূপ মধুর লোভ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেনা ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ (চন্দ্রাবলীর নিকটে যাইয়া সানন্দে) —

৪০। হে সুন্দরি! এই উজ্জ্বল শশী তোমার মুখের ভ্রূভঙ্গীবিলাস-দ্বারা পরাজিত ও ভীত হইয়া বিষ্ণুপদে (আকাশে, পক্ষে—শ্রীহরির চরণে) আশ্রয় গ্রহন করিয়াছিল; পরন্তু সেখানেও ধৈর্য্য ধারনে অক্ষম হইয়া, (তোমার) বিজয়ী মুখেরই সেবার নিমিত্ত দ্বিজরাজিরূপে (দন্তসমূহরূপে) পরিনত হইয়া 'দ্বিজরাজ'—এই আখ্যা লাভ করিয়াছে; আর, তুমিও এইহেতুই 'চন্দ্রাবলী' নামে পরিচিতা হইয়াছ ॥ ৪০॥

কুন্দলতা ৪১ হে শ্রীকৃষ্ণ! আমার দেবর-পত্নী এই চন্দ্রাবলী তোমার বক্ষঃস্থিত মুক্তামালার মধ্যগত রত্নমধ্যে প্রতিবিম্বিতা হওয়ায় গর্ব্বযুক্তা হইয়া তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৪১॥

শ্রীকৃষ্ণ — হে কুন্দলতে! চন্দ্রাবলী কীরূপে তোমার দেবর-পত্নী হইল?

কুন্দলতা — হে গোকুল-যুবরাজ! গোবর্দ্ধনমল্ল ইহার অলীক (মিথ্যা) স্বামী, আমার দেবরই (অর্থাৎ তুমিই) সত্য স্বামী।

চন্দ্রাবলী (ভ্রূভঙ্গী সহকারে তদভিমুখী হইয়া) — ধৃষ্টে! কুন্দলতাই চিরদিন ভ্রমরকে আকর্ষণ করে।

কুন্দলতা — দেবর! নিকুঞ্জের এই অধিষ্ঠাত্রী বলিতেছেন যে, বৃন্দাবনের এই ভ্রমরটি রসিক নহে; যেহেতু এই প্রফুল্লা পদ্মালীর (পদ্মশ্রেণির, পক্ষে পদ্মার সখী চন্দ্রাবলীর) মধু পান করিতেছেনা।

পদ্মা — অয়ি! অলীক-শঙ্কাকারিণি! তুমি শান্ত হও। জঙ্গলে বিচরণশীল ভ্রমরের নিকটে বিশাখা-সহচরীই (শাখাশূন্য কিন্টীর ফুল, পক্ষে বিশাখার সহচরী শ্রীরাধাই) সুলভ; অম্বুজোৎপন্না (জলজাত, পক্ষে সুধা-সমুদ্ভূতা) পদ্মালী (পদ্মশ্রেণি, পক্ষে চন্দ্রাবলী) সুলভ নহে।

কুন্দলতা — অয়ি চন্দ্রাবলি! তোমার অভিপ্রায় আমি জ্ঞাত আছি; তবে আর লজ্জা কর কেন? অতএব নিজের পীনোন্নত স্তনসংলগ্ন হারের দ্বারা শ্রীহরির বক্ষঃস্থলের শোভা বর্দ্ধন কর।

চন্দ্রাবলী (অসূয়া সহকারে) — কুন্দলতে! নিজকণ্ঠস্থিত

একাবলী (একনহরীযুক্ত হার) দ্বারা তুমিই (দেবর কৃষ্ণকে) অলঙ্কৃত কর।
কুন্দলতা — মাধব! তুমি চন্দ্রাবলীর কর্ণলতাকে সুখকণ্ঠ কর।
চন্দ্রাবলী — কুন্দলতে! ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি সম্প্রতি প্রিয়জনের দর্শনের নিমিত্ত উৎসুক, ~~হইয়াছেন, অতএব তুমি তাঁহার~~ গমনপথের বাধা হইওনা।
কুন্দলতা — সখি! তোমা অপেক্ষা ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়া আর কে আছে?
পদ্মা — ওগো, রাধার সখি! তুমি আর কথা বলিওনা।
শ্রীকৃষ্ণ — হে কমলনয়নে! তোমার অগোচরে কখনও কিঞ্চিন্মাত্র বাধা আমার হৃদয়ে থাকেনা, পরন্তু রাধাই সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে ॥৪২॥
(এই বলিয়া তাড়াতাড়ি শঙ্কার সহিত 'বাধা' ও 'রাধা' — এই পদ দুইটিকে উল্টাইয়া, অর্থাৎ 'রাধা আমার হৃদয়ে থাকেনা, বাধাই সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে', এইরূপে পাঠ করিলেন।)
পদ্মা — মহাপুরুষগণ কখনও মিথ্যা কথা বলেননা।
(নেপথ্যে) কুন্দলতে! জাল, জাল; তুমি কি সত্যই জাননা যে গোবর্দ্ধন (তন্নামক গোপ) প্রচুর বালির ন্যায় কঠিন?

কুন্দলতা — হায়! হায়! প্রচণ্ডস্বভাবা জরতী চণ্ডভাব ধারণ করিয়াছে।

চন্দ্রাবলী — সখি পদ্মে! ঐ বৃদ্ধা বাঘিনীর ন্যায়ই গর্জন করিতেছে; সেই হেতু চল, আমরা প্রস্থান করি। (এই বলিয়া লজ্জার সহিত প্রস্থান।)

কুন্দলতা — আমি এখন গোকুলেশ্বরীর অনুসরণ করি। (এই বলিয়া কুন্দলতার প্রস্থান।)

শ্রীকৃষ্ণ (অগ্রসর হইয়া উৎকণ্ঠাসহকারে) ৪৩। কামকেলির অভ্যাসকালে বিশাখার নিতম্বদেশ হইতে স্খলিত মেখলার অনর্গল কল-ধ্বনি আমার হৃদয়ে কন্দর্পের ধনুকের টঙ্কার-ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে ॥৪৩॥

(বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখে! কুন্দলতা সত্যই বলিয়াছেন; যেহেতু অদ্য শ্রীরাধার মাধুর্যের লেশমাত্রও অনুভূত হইতেছে না; অতএব এখন আমি মাতারই সন্তোষ উৎপাদন করি। (এই বলিয়া প্রস্থান।)

(তদনন্তর পৌর্ণমাসী, গার্গী ও রোহিণী প্রভৃতি কর্তৃক পরিবেষ্টিত যশোদার প্রবেশ।)

যশোদা — হায়! সখি রোহিণি! জানি না, বৎস আমার আজ কেন এত বিলম্ব করিতেছে।

(কুন্দলতার প্রবেশ)

কুন্দলতা (মৃদু হাস্য সহকারে) — মা! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না; সুন্দর বিমানে আরূঢ়া আকাশাশ্রিতা সুররমণীগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পবর্ষণদ্বারা তাঁহার উপাসনা করাতেই তিনি বিলম্ব করিতেছেন (পক্ষে — মানহীনা, বিবিধবসনযুক্তা সুন্দরী রমণীগণ কুসুমসদৃশ হাস্যদ্বারা তাঁহার উপাসনা করাতেই তিনি বিলম্ব করিতেছেন)।

রোহিণী — হাঁ! আমিও সেদিন দেখিয়াছি যে, (চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধা — এই) কুমারীযুগলের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া দেবরমণী ও অপ্সরোগণ ও নিজেদের সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব ত্যাগ করিয়াছে।

যশোদা — ভগবতি! নবমালিকারূপিণী চন্দ্রাবলী ও মাধবীরূপিণী রাধা, এই উভয়ে গুণসৌরভদ্বারা আমার সকল আশা (সকল অভিলাষ, পক্ষে — সকল দিক্) পূরণ করিতেছে; তন্মধ্যেও কনিষ্ঠা বৎসা স্বীয় সৌন্দর্য্যমকরন্দদ্বারা আমার নেত্ররূপ ভ্রমরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

পৌর্ণমাসী — গোকুলেশ্বরি! সকল গোকুলবাসীরই এইরূপই বৃত্তান্ত।

গার্গী — কুন্দলতে! তোমরা কেন প্রতিদিন রাধাকে গোকুলেশ্বরীর গৃহে লইয়া যাও?

যশোদা — রাধার প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য উপভোগ করিলে
দীর্ঘজীবন লাভ হয় দুর্বাসা মুনি রাধাকে এইরূপ বর দান
করিয়াছেন শুনিয়া আমিই তাহাকে নিজগৃহে আনাইয়া
থাকি।

পৌর্ণমাসী — গোকুলেশ্বরি! শ্রীকৃষ্ণের আশঙ্কা করিয়াই
জটিলা এ বিষয়ে খেদ প্রকাশ করে।

যশোদা (হাস্য করিয়া) আমার এই স্তন্যপায়ী বৎস
হইতে তাহার আশঙ্কার কী কারণ থাকিতে পারে?

কুন্দলতা (অনুচ্চস্বরে) ব্রজেশ্বরীর পুত্রটি সত্যই স্তন্যপায়ী;
যেহেতু ইনি গোবর্দ্ধন গিরিকে লইয়া কন্দুক-ক্রীড়া করেন।

পৌর্ণমাসী (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া হর্ষসহকারে) —
৪৪। ব্রজরাজের গৃহিনীরূপ খনি হইতে উৎপন্ন এই
হরিমনি অর্থাৎ শ্যামবর্ন মনিটি (পক্ষান্তরে চন্দ্রটি) নির্মল
ব্রহ্মাণ্ডরাজের মুকুটে আরোহন করিবার যোগ্যতা
বিস্তার করিয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে ॥৪৪॥

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ — মা! তুমি নয়নযুগলের অশ্রু মার্জন কর;
এই যে আমি তোমার সম্মুখে রহিয়াছি।

রোহিনী (প্রদীপরাজি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নির্মঞ্ছন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন) —

৪৫ হে বৎস! তোমার এই মাতা ধেনুগণের আগমনপথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অতিকষ্টে এই দীর্ঘ দিবসের শেষ দুইটি প্রহর যাপন করিয়াছেন; তুমিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন; সেইহেতু এখন স্নেহপরায়ণা এই মাতাকে আলিঙ্গনদ্বারা উজ্জীবিত কর ॥৪৫॥

শ্রীকৃষ্ণ (মাতার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া) মা! আমাকে মণিময় অলঙ্কার দাও (এই বলিয়া বাল্যভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন)।

পৌর্ণমাসী — ৪৬ হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার গণ্ডদেশে গৈরিক ধাতুদ্বারা যে বিচিত্র তিলক রচিত হইয়াছিল, ধেনুগণের খুরোত্থিত ধূলিজালে তাহা আচ্ছন্ন হইয়াছে; মাতা যশোদা স্বীয় স্তনকলস হইতে ক্ষরিত ও স্নেহাশ্রুমিশ্রিত দুগ্ধধারাদ্বারা সম্প্রতি ঐ ধূলিরাশি ক্ষালন করিয়া তোমার নবীন অভিষেক-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছেন ॥৪৬॥

কুন্দলতা (পরিহাসযুক্ত মৃদুহাস্য সহকারে) শ্রীকৃষ্ণ! ব্রজেশ্বরীর স্তন্যসুধা পান কর; যেহেতু সারাদিন কুঞ্জে কুঞ্জে বহু কেলি করিয়া (পক্ষান্তরে বধূগণের সহিত কেলি করিয়া) বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছ।

যশোদা — বৎসে ! তুমি হাসিতেছ কেন ? দেখ, এমনও ইঁহার কৌমার দশা অতীত হয় নাই ; সেইহেতু গুনশালে দোষ কি ?

কুন্দলতা — ভগবতি ! ব্রজেশ্বরী সত্যই বলিতেছেন ; যেহেতু এই শ্রীকৃষ্ণ এখনই ~~বালকগণের সহিত (বালকগণের সহিত)~~ বালকগণের (পক্ষান্তরে বালা অর্থাৎ রমণীগণের) সহিত যথারামে ক্রীড়া করেন ।

যশোদা — ভগবতি ! যথারাম কাহাকে বলে ?

(শ্রীকৃষ্ণ লজ্জাও ভ্রূভঙ্গীর সহিত কুন্দলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন) =

পৌর্ণমাসী (হাসিয়া) গোপেশ্বরি ! উহা একটি নৃত্যলীলা-বিশেষ ।

কুন্দলতা (শ্রীকৃষ্ণের কানের নিকটে) —

৪৭। হে তারাকান্ত (চন্দ্র, পক্ষে তারার অর্থাৎ শ্রীরাধার অধীশ্বর) ! পঞ্জরে আবদ্ধা চকোরী তৃষ্ণায় কাতরা হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ সন্তাপ ভোগ করিতেছে ; সেইহেতু তুমি অশোক-বনের প্রতি পাদক্ষেপ কর ॥৪৭॥

(শ্রীকৃষ্ণ ভ্রূভঙ্গী দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিলেন) =

(নেপথ্যে) ৪৮। হে বৎস ! তোমার মুখচন্দ্রের অদর্শনে প্রচণ্ড সন্তাপের উদয়হেতু আমার হৃদয় প্রজ্বলিত হইতেছে ! সেইহেতু তুমি সত্বর আসিয়া আলিঙ্গনরূপ শীতল চন্দনলেপ প্রদান কর ॥৪৮॥

শ্রীকৃষ্ণ — আমার মঙ্গলাভিলাষী পিতৃদেব (ব্রজরাজ শ্রীনন্দ) এই যে সম্মুখ ভাগে অবস্থান করিতেছেন; সেইহেতু আমি এখন তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করি। (এই বলিয়া যশোদাপ্রভৃতির সহিত প্রস্থান।)

কুন্দলতা — অহো! সৌভাগ্যক্রমে ললিতা শ্রীরাধাকে বকুলবনে লইয়া আসিতেছে।

(তদনন্তর ললিতার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা — সখি! ললিতে! তুমি এই সমাগতা রজনীর প্রশংসা কর; যেহেতু সে তোমাদের কোন এক সুখের আশাকে অঙ্কুরিত করিতেছে।

ললিতা — রঞ্জন করে বলিয়াই ইহার নাম 'রজনী'।

কুন্দলতা (নিকটে আসিয়া) — ললিতে! অদ্য সন্ধ্যাকালে তোমরা নিশ্চয়ই ঈষদ্ বিকসিত নয়নকমলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন কর নাই।

রাধা (রোমাঞ্চসহকারে) — ললিতে! যাঁহার নাম 'কৃষ্ণ' বলিয়া শুনিতেছি, তিনি কে? যিনি কেবলমাত্র কর্ণগোচর হইয়াই আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

কুন্দলতা — সখি! অলৌকিক বস্তুর স্বভাবই এই যে, তাহা নিরন্তর আস্বাদিত হইলেও সর্ব্বদা অভুক্ত বস্তুর ন্যায়ই অনুভূত হয়।

ললিতা — কুন্দলতে! কেবল অলৌকিক বস্তুরই নহে, পরন্তু প্রগাঢ় অনুরাগেরও ইহাই স্বভাব যে, তাহা নিজের নিকটবর্ত্তী জনকেও সর্ব্বদা নবনবরূপে অনুভব করাইয়া থাকে।

রাধা — ললিতে! তুমি আমার কথার উত্তর না দিয়া অন্য কথা বলিতেছ কেন?

ললিতা — (সংস্কৃত ভাষায়) ৪৬। সখি! ব্রজরাজের কুলনন্দন এক অপূর্ব্ব নবীন যুবকই 'কৃষ্ণ' নামে পরিচিত; — যাঁহার বংশীধ্বনি পরম পাতিব্রতা ললনা কুলেরও নীবিবন্ধনের স্খলন কার্য্যে কৌতুকশালী হইয়া জগতে জয়যুক্ত হইতেছে ॥ ৪৬

রাধা (অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে) — কুন্দলতে! আমার এই দীন শ্রবণযুগলের অতিথি সেই কৃষ্ণ অনেকালের নিমিত্তও কি এই একটি দুর্ভাগা নয়নেরও গোচর হইবেন না?

কুন্দলতা — অয়ি! তৃষ্ণাতুরে! গতকল্য সন্ধ্যাকালে বিশাখা যে কৃষ্ণের সহিত তোমার মিলন করাইয়াছিলেন!

রাধা — হাঁ! আমার প্রিয়সখী তুমি ভালই স্মরণ করাইয়া দিয়াছ; যেহেতু তখন তোমাদের সেই গোকুলযুবরাজ বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় একবার মাত্র এই হতভাগিনীর নয়নের চমৎকার উৎপাদন করিয়াছিলেন।

(তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ — ললিতার এই মনোরম কঙ্কন-ঝঙ্কার চটকের কলরবকে তিরস্কার করিয়া বেতসী-কুঞ্জের নিকটে আমার চিত্তে এক রঙ্গের সম্মিলন ঘটাইয়াছে ॥৫০॥

(পুনরায় ঐদিকে কান দিয়া পুলকিত ভাবে) —

প্রিয় আকাশে কামদুন্মত্ত সারস-পাখিগনের কলরবকে স্তব্ধ করিয়া শ্রীরাধার এই কিঙ্কিনীর ঝঙ্কার উদ্দিত হইতেছে এবং তাহা আমার হৃদয়ে বিকার-পুঞ্জ সঞ্চার করিতেছে ॥৫১॥

রাধা (চমৎকারের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) প্রিয় সুন্দরি! আমার সম্মুখে এই অপূর্ব শিল্পকর্মা কে? যিনি এককালে সুতীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ কটাক্ষরূপ টঙ্ক (পাষানভেদক অস্ত্র) - দ্বারা কুলের বরাঙ্গনাগনের পাতিব্রত্যধৈর্যরূপ প্রস্তর-রাজির ভেদ এবং গোষ্ঠের অভ্যন্তরভাগে লক্ষ লক্ষ মরকতমনির সন্নিবেশ করিতেছেন ॥৫২॥

ললিতা — সখি! ইনিই তোমার সেই প্রাননাথ।

রাধা (আকুল-ভাবে পুনরায় সংস্কৃত ভাষায়) সুন্দরি! এই যে ইনি অমৃত প্রবাহদ্বারা নয়নযুগলকে অভিষিক্ত করিতেছেন, ইনিই কি ইনিই কি সেই গোপিকারূপ কুমুদিনী-কুলের চন্দ্র? ইনিই কি সেই গোকুলে আবির্ভূত যৌবরাজ্যের উৎসব? ইনিই কি সেই আমার চিত্তকোকিলের বিনোদনকারী সেই ঋতুরাজ বসন্ত? কেওা

শ্রীকৃষ্ণ (আশ্চর্য সহকারে) ৫৪। এ কোন চমৎকার-কারী বিদ্যা বারম্বার রস-লহরীর বিস্তারদ্বারা আমার চিত্তে তৃষ্ণার সঞ্চার করিতেছে? অহো! বুঝিয়াছি, ইহা সুবিস্তৃত কটাক্ষ-লীলায় মাধুর্যবাহিনী কোন এক কল্যাণ-দীর্ঘিকা ॥ ৫৪॥

(পুনরায় লক্ষ্য করিয়া) অহো! আমার ধারণা সত্যই বটে; কারণ, যেহেতু যাহাতে শৈবালরাজি (রোমরাজি), পরস্পর মিলিত চক্রবাকযুগল (স্তনদ্বয়), পাঁচটি প্রফুল্ল পদ্ম (হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ), মূলভাগে অবনত মৃণাল-যুগল (অংসদেশে অবনত বাহুদ্বয়) ও অতিচপল শফরীদ্বয় (নয়নযুগল) প্রকাশিত রহিয়াছে, বিশুদ্ধ অনুরাগরূপ সলিলে পরিপূর্ণা ইহা সেই দীর্ঘিকাই ব্রজপুরে আমার সম্মুখে বিরাজমানা * ॥ ৫৫॥

রাধা — সখি! জানিনা, কেন আমার ঘূর্ণনের উদয় হইতেছে; সেইহেতু তুমি আমার হস্তের অবলম্বন দান কর অর্থাৎ হস্ত ধারণ কর।

ললিতা — সখি! আশ্বস্তা হও। (এই বলিয়া রাধার বাহু নিজস্কন্ধে ধারণ করিলেন।)।

শ্রীকৃষ্ণ (নিকটে যাইয়া) —

(স্বগত) অয়ি! রাধিকে! চন্দ্র তোমার সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া চিত্তে ও কৃশ হইয়া এই বদনমণ্ডলের অনুরূপ সৌন্দর্য্যলাভের আশায় গঙ্গার জলপ্রবাহে অবগাহন পূর্ব্বক মহাদেবের জটাজালরূপ অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তপস্যায় নিরত হইয়াছে ॥ ৫৬॥

(এই বলিয়া ক্রমশ: নিকটে যাইতে লাগিলেন।)

রাধা (কটাক্ষদ্বারা লক্ষ্য করাইয়া) ললিতে! আমাকে রক্ষা কর।

শ্রীকৃষ্ণ (স্বগত) হে সুন্দরি! তোমার অতিকৃষ্ণ অপাঙ্গদ্বারা এই কৃষ্ণ বশীকৃত হইয়াছে; যেহেতু সে তোমার অপাঙ্গের ম্লানদশায় ম্লানতা ও উৎফুল্লদশায় উৎফুল্ল ভাব লাভ করিতেছে ॥ ৫৭॥

রাধা (গদ্‌গদবচনে) — কুন্দলতে! তুমি এই সুন্দর-শিরোমণিকে নিবারণ কর; যেহেতু এই মন্দভাগিনী গুরুজনের অধীনা।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা — অরে মহামোহন! তুই এই গোকুলের সকল বধূকেই ধর্ম্মপথভ্রষ্ট করিয়াছিস্; আমার পুত্রের পুণ্যবলে

কেবলমাত্র এই নববধূটিই অবশিষ্ট রহিয়াছে; সেই হেতু সতী নামের উচ্চারণের নিমিত্তও এই একটিকে এমন রক্ষা কর, ইহাকে আর নষ্ট করিও না।

(এই বলিয়া রাধাকে লইয়া ললিতার ও কুন্দলতার সহিত প্রস্থান)।

শ্রীকৃষ্ণ — অহো! প্রিয়তমা চলিয়া গেল! অতএব আমিও এখন ধেনুগণকে একত্র করিবার নিমিত্ত গমন করি।

(এইরূপে সকলের প্রস্থান)।

ইতি শ্রীললিতমাধবে সায়ং উৎসব নামক প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(তদনন্তর বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) —

১। সম্প্রতি দূরদৃষ্টিসম্পাত: এই রজনীর ক্ষয়ের লক্ষণ স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইতেছে ; যেহেতু, আমার প্রতি চন্দ্র এখন নিজ-কান্তির সঙ্কোচ করিয়া ও নত (নিম্নদিকে গমনোন্মুখ) হইয়া বারুনীকে ইচ্ছা করিতেছে (বরুনের অধিষ্ঠিত পশ্চিম দিকে অস্তগমনের ইচ্ছা করিতেছে ; পক্ষে — বারুনী নামক মদিরা-পানের ইচ্ছা করিতেছে)। উক্ত চন্দ্রের গুরু (বৃহস্পতি) স্বীয় অগৌরব লাভ করিয়া অতিশয় গ্লানি উপভোগ করিতেছেন ; আর, নক্ষত্রমণ্ডলীরূপ নিখিল পরিবার-বর্গও ক্রমশ: কৃশ হইয়া তিরোধানের ইচ্ছা করিতেছে ॥১॥

(চতুর্দিকে বিচরণ করিয়া)

২। রজনীর এই শেষভাগে ব্রজমধ্যে দধি-মন্থনকার্য্য আরম্ভ হওয়ায় মন্থন-ভাণ্ডসমূহ হইতে উত্থিত এই গুরুগম্ভীর ধ্বনি অমরাবতীর মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দেবগণকে সমুদ্রমন্থনোৎসবের স্মরণ করাইয়া দিতেছে ॥২॥

(সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে)

৩। ঐ যে মালতীনাম্নী গোপিকা দধিমন্থন করিতেছে ; ইহাতে দধির পরিস্ফুট ফেনরাশি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পুষ্পরাজিকে

বিচিত্র করিয়াছে ; মন্দনী-ভাণ্ড হইতে গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে ; বারম্বার মন্থন-রজ্জুর আকর্ষণের ফলে তৎপরতা-হেতু তাহার করযুগল একবার আকুঞ্চিত ও একবার প্রসারিত হইতেছে ; আর, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কঙ্কন-সমূহের পরস্পর সংঘর্ষনে শিঞ্জন উত্থিত হইতেছে ॥৩॥

(পার্শ্বভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাস্য সহকারে) —

৪। অভিসারের প্রধান সম্পদ্‌স্বরূপ অন্ধকাররাশি ক্রমশঃ বিলীন হওয়ায় বিষণ্ণহৃদয়া পালীনাম্নী গোপিকা মস্তক অবনমিত, শিথিল বেণীদ্বারা স্কন্ধদ্বয় আবৃত ও মুখ আচ্ছাদিত করিয়া, নৈশজাগরণহেতু মন্দ-মন্থর নয়নযুগল কোনো দিকে অল্প-অল্প নিক্ষেপ করিতে করিতে চকিত ভাবে সত্বর কুঞ্জ হইতে ব্রজে প্রবেশ করিতেছে ॥৪॥

(পুনরায় অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্যসহকারে) —

৫। ঐ যে শ্যামলানাম্নী গোপিকা কটিদেশে শ্রীকৃষ্ণের নাভি-কমলের সহচর পীত বসন, হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৎস-চিহ্নের ক্রোড়দেশাঙ্কিত সুবিশাল হার, কর্ণে তাঁহারই মকর-চিহ্নযুক্ত কুণ্ডল ও গণ্ডদেশে তাঁহারই হস্তরচিত পত্রভঙ্গী ধারণ করিয়া গোকুলের অভিমুখে গমন করিতেছে ॥৫॥

(পুনরায় অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া খেদের সহিত) —

৬/ ঐ যে পদ্মা-নাম্নী গোপী নিজগৃহে আসিয়াছেন; আহা! উঁহার কবরী-বন্ধন একটুকুও শিথিল হয় নাই, অধর-বিম্বের শোভা এখনও রক্তিমাযুক্ত রহিয়াছে, এবং গণ্ড প্রভৃতি স্থানে বিন্যস্ত পত্রভঙ্গীসমূহের বিলাস কিঞ্চিন্মাত্রও ম্লান হয় নাই; কিন্তু ইহার মুখচ্ছবি বিষাদময়; অতএব মনে হয় এই অলস-তনু গোপিকাটি আজ নিশ্চয়ই বিপ্রলব্ধা (কান্তকর্তৃক বঞ্চিতা) হইয়াছেন ॥৬॥

(নেপথ্যে)

৭/ হে কৃষ্ণ! অদ্য যখন নিকটে নবমল্লিকালতা পুষ্পিত হইয়া প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিয়াছিল, তখন আমাদের এই সখীও প্রফুল্লভাব ধারণ করিলেন; পরে যখন শেফালী কুসুম স্খলিত হইতে লাগিল, তখন তিনিও ভূতলে পতিতা হইলেন! তৎপর যখন কুমুদবন মুদ্রিত হইল, তখন তিনিও নয়ন নিমীলন করিলেন! অতঃপর আর কি বক্তব্য আছে? তবে তুমি এখন আর প্রণয়চ্ছলে তাঁহার প্রতি উপহাস করিও না ॥৭॥

বৃন্দা — ইহা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পদ্মার সহচরীগণের তিরস্কারবাক্য।

(নেপথ্যে) আমি প্রতপ্ত অঙ্গাররাশির ন্যায় সন্তাপকর চিন্তা-রাশিদ্বারা হৃদয়ে পীড়িতা হইয়া ভূতলে উপবেশনপূর্ব্বক অতিকষ্টে এই রাত্রি যাপন করিয়াছি ॥ ৮ ॥

বৃন্দা — অহো! পূজনীয়া পৌর্ণমাসী যে সম্মুখে রহিয়াছেন।

(পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী — ('আমি প্রতপ্ত অঙ্গাররাশির ন্যায়' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক) — অহো! বনদেবী যে এখানে সম্মুখে রহিয়াছেন; সেইহেতু ইঁহার নিকটে যাইতেছি।

বৃন্দা (প্রণাম করিয়া) — ভগবতি! সম্প্রতি আপনার চিন্তার কারণ কি?

পৌর্ণমাসী — বৎসে! মথুরাপুরী হইতে মন্ত্রিপ্রবর উদ্ধব আমাকে জানাইয়াছেন যে, ভোজকুল-কলঙ্ক দুষ্ট নরপতি কংস অরিষ্ট ও কেশী-নামক দৈত্যদ্বয়কে আহ্বান করিয়া সাদরে এরূপ আদেশ করিয়াছে — 'হে বন্ধুযুগল! কুমারীগণের অপহরণকারিণী পূতনা নন্দের গোকুলে কোন এক দিব্য বালককর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে — এইরূপ কিংবদন্তীর প্রচার হইয়াছে; সেইহেতুই আমি Rumor আমার নিশ্চিত বিপদ্-রাশির ও কুমারীর নিশ্চিত সম্পদ্‌রাশির কারণস্বরূপ কোন এক দিব্য বালকের সেখানে Rumor

যত্নসহকারে এ বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবে।

অবাস্থিতির আশঙ্কা করিতেছি ; আর, সম্প্রতি বৃন্দাবনরূপ অংশই বিশেষভাবে গোকুলরূপে পরিচিত ; এই হেতু তোমরা

বৃন্দা — তার পর, তার পর ?

পৌর্ণমাসী — ~~সম্প্রতি~~ তদনন্তর রাধা কৃষ্ণের অদ্ভুত প্রভাব লক্ষ্য করিয়া কেলীকুটিলা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বিশ্বাসপূর্ব্বক রাজার নিকটে যাইয়া যথার্থ তত্ত্ব নিবেদন করিলে রাজা স্বয়ং রাধার ~~জন্য~~ নিমিত্ত গোকুলকে অবরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

বৃন্দা — (সভয়ে) তার পর, তার পর ?

পৌর্ণমাসী — ~~অতঃপর~~ তদনন্তর অরিষ্টাসুর যাইয়া রাধার বিবাহের প্রবাদ নিবেদন করিলে ~~আশ্বস্ত~~ সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হইয়া রাজা নিজের পরমসুহৃদ্ শঙ্খচূড়-নামক দুষ্ট যক্ষকে শ্রীরাধার অপহরণের ~~জন্য~~ নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছে।

বৃন্দা — আপনার এ বিষয়ে চিন্তা সঙ্গতই বটে ; তবে ইহা সত্য যে, ~~দুষ্ট~~ দুষ্ট যক্ষকর্ত্তৃক এই শ্রীরাধা আক্রান্তা হইলে ত্রিলোকেরই সন্তাপ উপস্থিত হইবে।

যেহেতু —

৭। যাহারা গুণসৌরভে জগতে সকলের উপরে বিরাজমান, সেই কুমারীগণ মলয়ানিলের স্পর্শে পীড়িত হইয়া কাহার না চিত্তপীড়া উৎপাদন করে ? চিত্রা (তন্নাম্নী তারা, পক্ষে — চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যের প্রাণকারিণী রাধা) মন্দকর্ত্তৃক (শনিগ্রহ-কর্ত্তৃক, পক্ষে — দুষ্টজনকর্ত্তৃক) আক্রান্তা হইয়া ~~[illegible]~~ স্বয়ং

বারম্বার অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিয়া জগতেরও ক্লেশ-
দায়িনী হয় ॥ ৭॥

(কুন্দলতার প্রবেশ)

কুন্দলতা (উদ্বিগ্নভাবে) – ভগবতি! আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য!

পৌর্ণমাসী – কী আশ্চর্য্য?

কুন্দলতা – আমি গোবর্দ্ধনমল্লের গৃহপ্রান্তে উজ্জ্বল সূর্য্য
দেখিতে পাইলাম।

বৃন্দা (আনন্দসহকারে) – ভগবতি! আপনি আর চিন্তা
করিবেন না; যেহেতু শ্রীরাধার দীর্ঘকাল আরাধনা দ্বারা
এবং সূর্য্যের ও বৃষভানুর পরস্পর সৌহার্দ্দ হেতু অনুরক্ত হইয়া
স্বয়ং সূর্য্যদেব রাধাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত
হইয়াছেন।

পৌর্ণমাসী – ইহা সূর্য্য নহে; পরন্তু এই ব্যক্তিই কংসের
পক্ষপাতী শঙ্খচূড়নামক যক্ষ।

কুন্দলতা – এই ব্যক্তি দৃষ্টিবিক্ষোভকারী কিরণমালায় দুর্দ্ধর্ষ
বলিয়া, ইহাকে যক্ষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারেনা।

পৌর্ণমাসী — ইহার এই কিরণমণ্ডল অন্য হইতে
সংক্রান্ত, পরন্তু স্বাভাবিক নহে।

কুন্দলতা — কোথা হইতে ইহা সংক্রামিত হইয়াছে?

পৌর্ণমাসী — স্যমন্তকাখ্যিত মণি হইতে।

বৃন্দা — এই মহারত্ন সে কোথা হইতে লাভ করিল?

পৌর্ণমাসী — কুবেরের কোষাগারের রক্ষিগণের
অধ্যক্ষ এই শঙ্খচূড় কোষাগারের ~~রত্নকোষের~~ প্রাণস্বরূপ
এই মণিটিকে অপহরণ করিয়াছে।

বৃন্দা — আশ্চর্য্য! অদ্য রবিবারে রাধা নিশ্চয়ই সূর্য্যমণ্ডপে ~~মন্দিরে~~
গমন করিবেন; সেই হেতু ~~অতএব~~ আপনি তাঁহাকে সেখানে যাইতে
নিষেধ করুন।

কুন্দলতা — বৃন্দে! শ্রীরাধা যে অনেককাল পূর্ব্বেই গৃহ
হইতে সূর্য্যমণ্ডপে চলিয়া গিয়াছেন।

পৌর্ণমাসী — কুন্দলতে! সেই হেতু ~~অতএব~~ তুমি সত্বর যে কোন
উপায়ে কৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিকটে লইয়া যাও। আর
আমরাও বলদেবকে তাহার নিকটে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ~~জন্য~~
গমন করি। (এই বলিয়া বৃন্দার সহিত পৌর্ণমাসীর প্রস্থান ~~চলিয়া~~
~~গেলেন।~~)

ইতি বিষ্কম্ভক*।

* নাটকের সরস অংশের অবতারণের পূর্ব্বে নাটকের নাতিমুখ্য পাত্রদ্বয়ের মুখে সংক্ষেপে বর্ণিত নীরস অংশ।

কুন্দলতা (ইতস্ততঃ পদচারণ করিয়া) — এই যে জটিলা, ললিতা ও বিশাখাকর্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়া শ্রীরাধা এদিকে আসিতেছেন।

(অনন্তর পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা (স্বগত) — হৃদয়! তুমি আর উদ্বিগ্ন হইও না; এখানে তোমার প্রিয়জনদর্শন দুর্ঘট।

কুন্দলতা — রাধে! তুমি কুশলে মঙ্গলময় প্রভাতেই এখানে মিলিত হইয়াছ।

জটিলা (ক্রোধের সহিত) — চঞ্চলে! তুমি উচ্চস্বরে 'রাধে রাধে' বলিও না; শুনিতে পাইলে কৃষ্ণ এখানে উপস্থিত হইবে।

ললিতা (সহাস্যমুখে) — আর্য্যা সংগত কথাই বলিতেছেন।

জটিলা — ললিতে! আমি সূর্য্যমণ্ডপ-লেপনের নিমিত্ত অগ্রে যাইতেছি। (এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন)।

রাধা — কুন্দলতে! তুমি কি জান— আমাদের পক্ষে দর্শন দুর্লভ, তোমার সেই দেবরটি কোথায় বাস করেন, আর কোথায়ই বা ক্রীড়া করেন?

কুন্দলতা — অয়ি লুব্ধে! তুমি দিবারাত্র তাঁহার সহিত বিহার করিয়াও এইরূপ উৎকণ্ঠিতা হইতেছ?

রাধা — স্বামি! উপহাস করিওনা; তোমরাই ধন্যা; যেহেতু তোমরা নিরন্তর নয়ন-পুট পূর্ণ করিয়া বারম্বার সেই অদ্ভুত অমৃত প্রবাহ পান করিতেছ! পরন্ত আমরা পুণ্যের লেশমাত্রও অর্জ্জন করি নাই বলিয়া আমাদের নিকটে ইহা শ্রবণেও সুদুর্ল্লভ।

কুন্দলতা — রাধে! ইহাকেই অমৃতসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের ~~ইহাই~~ তৃষ্ণাবস্থা উক্তি বলা যায়।

রাধা — আমি পরদুঃখানভিজ্ঞে! একটি সত্য বল দেখি, সেই শুভ মুহূর্ত্ত কখনও উপস্থিত হইবে কি যে কালে স্বপ্নেও তাঁহার ক্ষণমাত্র দর্শনলাভ আমার পক্ষে সুলভ হইবে? অথবা দুর্ল্লভ বস্তুর ~~জন্য~~ নিমিত্ত লালসা করিবার প্রয়োজন কি? কুন্দলতে! প্রসন্না হও, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর; আজ সেই শ্যামল জ্যোৎস্না যে পান করিয়াছে, তোমার সেই ~~সুন্দর~~ সৌভাগ্যবান বামলোচনের কটাক্ষই ক্ষণকাল এই মন্দভাগ্য ও খেদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি অর্পণ কর।

কুন্দলতা (ঈর্ষাযুক্তার ন্যায় দৃষ্টিপাত করিয়া) — তোমাদের ন্যায় পরপুরুষ-লোলুপাগণের সহিত বাক্যদ্বারাও সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই। (এই বলিয়া বেগে জটিলার নিকট যাইয়া) আর্য্যে! যিনি সূর্য্য-পূজা করিবেন, অগ্রে সেই ব্রাহ্মণের সন্ধান করিতেছেন না কেন?

জটিলা — বৎসে! সত্যই বলিয়াছ; এ বিষয়ে তুমিই একটু অনুগ্রহ কর। একজন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিয়া এস।

কুন্দলতা — আর্য্যা যেরূপ আদেশ করিলেন। (এই বলিয়া প্রস্থান।)

ললিতা — সখি! রাধে! এই দেখ, আর্য্যা মণ্ডপ লেপন করিয়াছেন; সেইহেতু ভগবান্ সূর্য্যদেবকে বন্দনা কর।

রাধা (সূর্য্যকে প্রনাম করিয়া) — ভগবন্! আমার অভীষ্ট-বস্তুর দর্শন সম্পাদন করুন।

(অনন্তর মধুমঙ্গল ও কুন্দলতার অগ্রে অগ্রে বিপ্র-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ (সম্মুখে রাধাকে দর্শন করিয়া অপরের অগোচরে) —

১০। যিনি আমার চিত্তরূপ করিরাজের বিহারের উপযোগিনী স্বর্ণসরসী, যিনি আমার নয়নরূপ চকোরযুগলের শারদীয়া বিমল-জ্যোৎস্না এবং যিনি আমার হৃদয়রূপ আকাশতলের আভরণস্বরূপ তারকাবলি, সেই এই শ্রীরাধিকাকে আমি উন্নত মনোরথের সাহায্যে লাভ করিলাম ॥১০॥

রাধা (দূর হইতে কৃষ্ণকে কিঞ্চিৎ দর্শন করিয়া জনান্তিকে সংস্কৃত ভাষায়) ১১ হে সখি! মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিলাস-

শালী, নবজলদকান্তি এই নির্ভীক যুবা কে ? কোথা হইতেই বা এই বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন ? হায় ! ইনি যে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত কটাক্ষরূপ তস্করগণের দ্বারা আমার চিত্তভাণ্ডার হইতে ধৈর্য্যধনকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতেছেন ॥ ১১ ॥

(পুনরায় দর্শন করিয়া) হা ধিক্, হা ধিক্, এ কি প্রমাদ ! ললিতে ! দেখ, দেখ, এই ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিয়া আমার দগ্ধ হৃদয় আকুল হইয়া উঠিয়াছে ! সেইহেতু অগ্নিতে প্রবেশই আমার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত !

ললিতা — সখি ! সত্যই বলিয়াছ ; ইনি শ্রীকৃষ্ণের সমানবর্ণ বলিয়াই ভ্রম জন্মাইতেছেন।

রাধা (পুনরায় দর্শন করিয়া, সংস্কৃত ভাষায়) হে সখি ! ইনি নিশ্চয়ই বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ হইবেন ; অন্যথা ইহার দর্শনে আমার এই অন্তরাত্মা বিগলিত হইবে কেন ? চন্দ্রকান্তমণিবিরচিত বেদি চন্দ্রের কৌমুদীসংস্পর্শ ব্যতীত কখনও স্বেদধারা প্রকাশ করেনা ॥ ১২ ॥

বিশাখা — সখি ! উত্তম বলিয়াছ ; বস্তুতঃই ইনি শ্রীকৃষ্ণ।

কুন্দলতা — আর্য্যে ! জটিলে ! এই শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণযুগলকে দর্শন করুন।

মধুমঙ্গল — জটিলে! আমি সূর্য্যপূজায় বিশেষ অভিজ্ঞ;
অতএব প্রথমে মণ্ড-লড্ডুক উপহার আনয়ন কর।
জটিলা — অরে চঞ্চল ব্রাহ্মণ! তুই কৃষ্ণের সহচর;
সেই হেতু এস্থান হইতে দূর হ। এই শান্ত। স্নিগ্ধস্বভাব
ব্রহ্মচারীই (আমার পুত্র) বধূকে পূজা করাইবেন।
কৃষ্ণ — হায় বৃদ্ধ-গোপি! রাজপুরীতে যাহার দুশ্চরিত্রের
কথা সুপ্রসিদ্ধ, এই বিপ্রবালক কি সেই গোপরাজপুত্রেরই
সখা? তাহা হইলে এস্থান হইতে ইহার বিতাড়নই সঙ্গত।
জটিলা — আর্য্য! বধূকে দিয়া শীঘ্র সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করাউন।
কৃষ্ণ (রাধার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া) — কল্যাণি! তোমার
নাম কি?
জটিলা (শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে) ইহার এই নাম।
কৃষ্ণ (যেন বিস্মিত হইয়া) — অহো! ইনিই সেই পুণ্যবতী?
তাহা হইলে ইঁহার পাতিব্রত্য ত সুবিখ্যাত!
জটিলা — একমাত্র আমার এই বধূই গোকুলের কীর্তি
রক্ষা করিয়াছে।
কৃষ্ণ — পাতিব্রতে! তুমি জলকুণ্ড গ্রহণ কর, আমি
মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি।
(রাধা কম্পসহকারে জলকুণ্ড গ্রহণ করিলেন)

কৃষ্ণ — আমি চপল-নয়নে / রাধে! তোমার এই বিম্বাধর আমার চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিতেছে এবং আমি তজ্জন্য অতিশয় বিষাদযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি! অতএব এই দীনজনের প্রতি নিভৃতে কুটিল কটাক্ষ-বিলাস বিস্তার কর; সূর্য্যদেবকে নমস্কার ॥৬৩॥

জটিলা — কুন্দলতে! ব্রাহ্মণবালক এ কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিল! ইহা ত পূর্ব্বে আর শুনি নাই?

মধুমঙ্গল — (অট্টহাস্য সহকারে) বৃদ্ধে! তোমার জ্ঞান গোয়ালিনীরই অনুরূপ! তুমি কেবল গোচারণের 'হী হী' ধ্বনিই জান! আমাদের বেদবিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা কোথায়? তবে শুন, কৌসুমেষবী শাখার তৃতীয়বর্গের এই ঋক্, ইহা ললনাগণের মঙ্গলকরী (কৌসুমেষবী — কুসুমেষু অর্থাৎ কামদেবের সম্বন্ধিনী শাখার, তৃতীয়বর্গের — ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের মধ্যে তৃতীয় বর্গের অর্থাৎ কামের)।

(সকলের হাস্য)

জটিলা (লজ্জার সহিত) — আচ্ছা তাহাই হউক; তুমি ভাল করিয়া পূজা করাও; আমার পুত্র যেন কোটি ধেনুর অধীশ্বর হয়।

১৪।
কৃষ্ণ — হে ধন্যে! প্রতিমার পূজা সমাপ্ত হইল, এখন তুমি প্রগাঢ় হর্ষ ও ভাবসংস্কারে আকাশের দীপ্তি পদ্মবন্ধু সূর্যের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদান কর। (পক্ষে — উদারস্বভাবা তুমি পীতবসনে দীপ্তিকরী, জীবগণের বন্ধু আমার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দান কর) ॥১৪॥

(রাধা সঙ্কোচ ভাবের অভিনয় করিতে লাগিলেন)।

কুন্দলতা (সংস্কৃত ভাষায়) —

১৫। হে রাধে! সম্প্রতি কন্যারাশির উপভোগকারী, পূর্বদিক্‌স্থিত, মিত্রকে অর্থাৎ সূর্যদেবকে বিকসিত পদ্মপুষ্প দ্বারা বিচিত্র অর্ঘ্য প্রদান কর। (পক্ষে — কন্যাগণের উপভোগকারী, সম্মুখস্থিত, মিত্রকে অর্থাৎ নিজ বন্ধুকে সুন্দর হাস্যরূপ পদ্মপুষ্পদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান কর) ॥১৫॥

(রাধা কটাক্ষদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন)।

কৃষ্ণ — ১৬। হে কল্যাণি! সূর্যের এই পূজাবিধি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, তুমি এখন রক্তবর্ণ উত্তম পুষ্পাঞ্জলি-দ্বারা ইষ্টদেবের (সূর্যদেবের) সন্তোষ বিধান কর। (পক্ষে — অনুরাগযুক্ত সুশোভন মনোরূপ পুষ্পাঞ্জলিদ্বারা ইষ্টদেবের অর্থাৎ আমার আনন্দ বিধান কর) ॥১৬॥

(রাধা বন্ধূকপুষ্পের অঞ্জলি প্রদান করিলেন)।

মধুমঙ্গল — জটিলে! এখন সুমধুর পক্বান্ন দক্ষিণা দাও; আমরা আশীর্বাদ-বাক্য উচ্চারণ করিব।

কৃষ্ণ — অরে ঔদরিক বাচাল ব্রাহ্মণবালক! তুই চুপ কর; গোকুলবাসিগণের মিত্রতা-লাভই আমার দক্ষিণা।

জটিলা (হর্ষসহকারে) — হে বটুবর! আমার গৃহে চল। সেখানে ব্রাহ্মণগণের অভীষ্ট (ভোজ্য) বস্তু ভোজন করাইয়া মণিমুক্তা দক্ষিণা দিব।

মধুমঙ্গল (আনন্দের সহিত) — আর্য্যে! তুমি যে ব্রাহ্মণগণকে অভীষ্ট ভোজ্য প্রদানের ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাতে তুমি সপ্তপুত্রের মাতা হও।

কৃষ্ণ — বৃদ্ধে! তুমি এই বিপ্রবালককে ভোজন করাও; আমি পৌর্ণমাসীর নিকটে যাইয়া গুরু গর্গমুনির আদেশ জ্ঞাপন করি।

কুন্দলতা — সেই আদেশ কিরূপ?

কৃষ্ণ — মাতঃ! পূর্ণিমে! যে বৃষভানু-নন্দিনী আপনার স্নেহ-ভাজন, অদ্য তাঁহার অতিশয় অনিষ্টের সম্ভাবনাহেতু কল্পতরুর মূলে রক্ষোভয়নাশক মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করুন।

কুন্দলতা (দুঃখিতের ন্যায় অন্যের অলক্ষ্যে জটিলার প্রতি) — আর্য্যে! সৌভাগ্যক্রমে কল্পবৃক্ষ আমাদের নিকটেই রহিয়াছে;

সেইহেতু অতএব আপনি যাইয়া ভগবতী পৌর্ণমাসীকে এস্থানে প্রেরণ করুন এবং এই ব্রাহ্মণ বালককেও ভোজন করাউন। আমরা গর্গমুনির এই শিষ্যকে কিছু কাল এস্থানে রাখিতেছি।

(জটিলার মধুমঙ্গলের সহিত প্রস্থান)

কুন্দলতা (মৃদুহাস্য সহকারে) — রাধে! আমায় পুরস্কার দাও ; যেহেতু তোমার সেই দুর্লভ প্রার্থিত বিষয়টি আমি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়াছি।

রাধা (কুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া) — কুন্দলতে! আমার প্রার্থিত বিষয়টি কি?

কুন্দলতা — ভ্রূভঙ্গী কর কেন? আমি সূর্য্যপূজার কথাই বলিতেছি।

কৃষ্ণ — কুন্দলতে! সম্প্রতি দাক্ষিণা দান করা ও পদ্মিনী-দয়িত-যাগ (সূর্য্যপূজা, পক্ষে — পদ্মিনীজাতীয়া রমণীর প্রিয়তমের পূজা) সমাপ্ত হউক।

কুন্দলতা — রাধে! তুমি রবি পূজায় অভিজ্ঞ এই পুরোহিতকে দাক্ষিণা দ্বারা পরিতুষ্ট কর (পক্ষে — তুমি এই রতিকর্ম্ম-নিপুণকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ ; অতএব দাক্ষিণ্য দ্বারা সন্তুষ্ট কর)।

বিশাখা (ঈষৎ হাসিয়া) — কুন্দলতে! তুমি দক্ষিণাপ্রদানে অভিজ্ঞা বলিয়া তুমিই দক্ষিণা দাও; যেহেতু তুমি নিপুণ এই নিজ দেবরটিকে পুরোহিত করিয়া আনিয়াছ।

ললিতা — বিশাখে! পূজাবিষয়ে অভিজ্ঞা কুন্দলতা নিশ্চয়ই এই পুরোহিতকে অভীষ্ট দক্ষিণা দান করিয়াছে।

কৃষ্ণ — ললিতে! ইনি আমার পূজনীয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ বলিয়া আমি ইঁহার আচার্য্য-অনুষ্ঠান করি নাই।

রাধা — সখি! ললিতে! পূজন ত' সূর্য্যরূপেই নির্ব্বাহিত হইয়াছে তবে তোমরা এখন পর্য্যন্ত আর কী নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছ?

কৃষ্ণ — শ্রীরাধিকার মুখ চন্দ্রের ন্যায় আমার দৃষ্টির আনন্দদান করিতেছে; যেহেতু উহা চন্দ্রের ন্যায় কামভাবের উদ্বোধন করে এবং ক্রমশঃ কলাবিলাস-সমূহের বিস্তার করে॥১৭॥

(নেপথ্যে) হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার বিয়োগহেতু দুর্লভ হইল।১৮॥

কৃষ্ণ — (কম্পিত ভাবে উচ্চস্বরে) ওহে! কে দুর্লভ হইল?

(পুনরায় নেপথ্যে) গোপগণ যত্নসহকারে অন্বেষণরত হইলেও যে পশুগণ, তাহারাই (দুর্লভ হইল)॥১৮॥

কৃষ্ণ — ললিতে! আমি সখীগণের অনুসন্ধান করিয়া নিজের বেশবিন্যাসপূর্বক তোমাদের নিকটে আসিতেছি; ততক্ষণে প্রিয়াকে সেস্থানে রত্নসিংহাসনে লইয়া যাও।

(এই বলিয়া প্রস্থান।)

ললিতা — সখি! সম্মুখে পদবিন্যাস কর।

রাধা — ললিতে! প্রসন্না হও, প্রসন্না হও; আমি বড়ই লজ্জাকুলা হইতেছি।

(সংস্কৃত ভাষায়) সখি! সায়ংকাল প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; গুরুজনও আমার চরিত্রবিষয়ে সর্বদা সন্দেহ করেন। জগতে আমার নিন্দাবাদও প্রবল; অথচ আমি সরলা কুলবালা। এদিকে তোমার সেই সুহৃদটি নিখিল গোপবালাগণের বল্লভ ও অতিশয় চপল; সেইহেতু, হে সখি! আমি নতভাবে যাচ্ঞা করিতেছি, আমাকে সেই নির্জন স্থানে লইয়া যাইও না ॥১৭॥

কুন্দলতা — রাধে! তোমার সতীধর্ম যে অবিচলিত, তাহা জানি; সেইহেতু নিজেকে আর প্রচারের প্রয়োজন নাই।

বিশাখা (প্রণয়যুক্ত অসূয়াসহকারে) — কুন্দলতে! তোমার ন্যায় অন্য কোন্ কুলবতী ত্রিসন্ধ্যা বংশীদ্বারা আহূত হয়?

কুন্দলতা (পরিহাসের হাসির সহিত ও সংস্কৃত ভাষায়) —

২০। হে সখি! আমি প্রসন্ন চিত্তে এবং সদয় ভাবে সর্ব্বদা শত শত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছি যে, তোমার পাতিব্রত্য অখণ্ড-ভাবে বিরাজ করুক ও যাহাতে, নিখিল মাধুর্য্যের পরিণাম-স্বরূপ বংশীধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলেও তোমাদের চিত্ত যেন কিঞ্চিন্মাত্রও ধৈর্য্যচ্যুত না হয় ॥২০॥

(সকলে কল্পবৃক্ষের দিকে গমন করিতে লাগিলেন।)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ ২১। মৃগনয়না এই শ্রীরাধা স্বীয় নয়নযুগলের কুটিল বিলাসভঙ্গীরূপ জাল বিস্তার করিয়া, সর্ব্বদিক বিহ্বল আমার এই চিত্তমৃগকে বন্ধন করিয়াছেন ॥২১॥

রাধা (অন্যের অগোচরে) — কুন্দলতে! ঐ দেখ, গুঞ্জামালার কী সৌভাগ্য! (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) —

২২। হে গুঞ্জামালিকে! তুমি রসহীনতা হেতু জগতে কঠিনদেহা বলিয়া বিখ্যাত ও তোমার অভ্যন্তরে গূঢ়রূপে ছিদ্র বর্ত্তমান রহিয়াছে ও আর তোমার মুখও অতি মলিন। হায়! তথাপি তুমি শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে দর্পভরে বিহার করিতেছ! অনুরাগ মানবগনের কোন দোষকেই বা না আচ্ছাদন করে? ২২॥

কুন্দলতা (অনুচ্চস্বরে) – রাধে! তোমার কঠোর স্তনযুগের দ্বারা বিমর্দিতা হইয়া এই হীন গুঞ্জামালা শ্রীহরির বক্ষে কীরূপে স্থির থাকিতে পারে?

(নেপথ্যে)

আকাশে নিজ প্রভাদ্বারা নক্ষত্ররাশিকে পরাভূত ও অন্ধকারবিনাশী চন্দ্র সূর্যকে তিরস্কার করিয়া যেরূপ অনুরাধা-নাম্নী অপূর্বা ও মনোহারিণী তারার উদয় হয়, সেইরূপ শ্রীহরির বক্ষঃস্থলরূপ আকাশে নিজ কান্তিদ্বারা সপ্তবিংশতি মুক্তাগ্রথিত হারকে পরাভূত ও উত্তম সূত্রযুক্ত পুষ্পমাল্য-যুগলকে তিরস্কার করিয়া, ~~সৌন্দর্যদায়িনী ও জগতের অপূর্বা~~ জগতে অপূর্বা ও সৌন্দর্যদায়িনী এই শ্রীরাধা বিরাজমানা রহিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

কুন্দলতা (নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) – বৃন্দে! তুমি সূর্য ও চন্দ্র উভয়েরই তিরোধান বর্ণন করিতেছ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্যবিষয়ে অজ্ঞতাই প্রকাশ করিতেছ; যেহেতু লক্ষ সূর্যের পরাভবকারী চন্দ্রাবলী-নামের উপরে তারার সৌরস্য স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে।

ললিতা ও বিশাখা – অয়ি কুটিলচিত্তে! তুমি বৃথা উপহাস করিয়া প্রিয়সখীকে লজ্জা দিতেছ কেন?

কুন্দলতা (সংস্কৃত ভাষায়) — [২৪।] সখি! লজ্জা ত্যাগ করিয়া কুঞ্জে প্রবেশ কর; তোমার অনন্ত মঙ্গল হউক এবং কামশিল্পসমৃদ্ধিক্ষেত্রে অতিশয় সমর-নিপুণারূপে তোমার খ্যাতি হউক; আর, প্রভাতে তোমার সহচরীগণ মুরারির সম্মুখে তোমার বিজয়কীর্তি-গাথাসমূহ উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করুক ॥২৪॥

কৃষ্ণ (মৃদু হাস্য করিয়া) — [২৫।] এই জগতে অর্ধেন্দু সুশীতল শীতলতার আধার [illegible] প্রকাশ সুন্দরীর বদন ... তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণরূপে পীত হইয়া সকলেরই অন্তরের তৃষ্ণাকে উপশম করে বটে, পরন্তু শ্রীরাধার মুখচন্দ্রের এই যে কান্তি-সুধাধারা, ইহা অতিশয় অদ্ভুত ও বিচিত্র — যাহা নিরন্তর পান করিলেও আমার প্রবল পিপাসার বিস্তার করিতেছে ॥২৫॥

রাধা (অন্যের অলক্ষ্যে সংস্কৃত ভাষায়) — [২৬।] আমি চঞ্চলনয়নে!

চঞ্চল মকরকুণ্ডলে উদ্ভাসিত প্রফুল্ল গণ্ডযুগলশালী এই মুখপদ্ম যে পর্যন্ত আমার প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণই আমার অন্তরে গুরুবর্গ হইতে ভয়ের উদয় হয় এবং ততক্ষণই আমার হৃদয়ে কুলমর্যাদার বিকাশ হইয়া থাকে ॥২৬॥

কুন্দলতা — সুন্দর! তুমি রাধিকাকে এই রত্নসিংহাসনে আরোহণ করাও।

(শ্রীকৃষ্ণ দূর্বোধকে আচমন করিলেন)

ললিতা — সখি! লোকে আশঙ্কা করিবে; সেইহেতু শঙ্খ-বলয় সমূহের ধ্বনি সম্বরণ কর।

(শঙ্খচূড়ের প্রবেশ)

শঙ্খচূড় — (লতাজালের অন্তরালে থাকিয়া) — গোবর্দ্ধন-মল্ল যাহার লক্ষণসমূহ বলিয়া দিয়াছে, এই সেই কুমারী রত্নসিংহাসনে বিরাজ করিতেছে; সেইহেতু এমন অবসর বুঝিয়া নিজের কর্তব্য-কর্মের অনুষ্ঠান করিব।

কৃষ্ণ — প্রিয়ে! ক্ষণকাল আমার ঊরুদেশরূপ নীলকান্তমণি-পীঠকে অলঙ্কৃত কর।

রাধা — হে গোকুল-যুবরাজ! তোমাদের ন্যায় উত্তম পুরুষগণের পক্ষে কুলবালাগণের ধর্ম্মনাশ করা উচিত নহে।

(নেপথ্যে) — হা নাতিনি রাধিকে! তুমি দীর্ঘকাল যাবৎ কোথায় গিয়াছ?

কৃষ্ণ — কুন্দলতে! মুখরা বিলাপ করিতেছেন কেন?

কুন্দলতা (হাস্য করিয়া) — মোহন! যেখানে তোমার ন্যায় নিকুঞ্জনাগর লীলাময় কটাক্ষতরঙ্গের বিস্তার করে, সেখানে যুবতীজনের বিলাপের অভাব কি?

(মুখরার প্রবেশ)

মুখরা (সম্মুখে রাধাকৃষ্ণকে দেখিয়া, স্বগত) — হায় দুর্দ্দৈব! তুমি এই হরি-চন্দন (দেবতরু বিশেষ, পক্ষে হরিরূপ চন্দন) ত্যাগ করিয়া এরণ্ডবৃক্ষের সহিত এই কল্পলতার মিলন ঘটাইলে কেন? (প্রকাশ্যে) হায় বৎসে! তুমি এই লম্পট-শিরোমণির ক্রীড়া-মৃগীরূপে পরিণতা হইলে?

ললিতা (ছল করিয়া) — আর্য্যে! দেখুন, এই কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক আমাদের বিড়ম্বনা ঘটাইতেছে।

মুখরা — অরে লম্পট! দাঁড়া, দাঁড়া!

কৃষ্ণ (স্বগত) — এই যুবতীর স্বভাব বড়ই কঠোর! সেইহেতু আমি এখন অন্তর্হিত হইতেছি। (এই বলিয়া অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন।) (অদৃশ্যভাবে লুক্কায়িত)

মুখরা (চীৎকার করিয়া) — ললিতে! এই ধূর্ত্তকে ধর, ধর।

ললিতা — হুঁ! এখন পলাইতেছ কেন?

WEIGHTS AND MEASURES.

INDIAN BAZAAR WEIGHT.

4 Sikis = 1 Tola.
5 Sikis = 1 Kancha.
4 Kanchas or 5 Tolas = 1 Chatak.
4 Chataks = 1 Powah.
4 Powahs = 1 Seer.
5 Seers = 1 Pasari.
8 Pasaris or 40 Seers = 1 Maund.

JEWELLER'S WEIGHT.

4 Dhans = 1 Rati.
6 Ratis = 1 Anna.
8 Ratis = 1 Masha.
12 Mashas or 16 Annas = 1 Tola or Bhari.

INDIAN TIME

60 Anupal = 1 Vipal.
60 Vipal = 1 Pal.
60 Pal = 1 Dundo.
60 Dundo = 1 Deen.
7 Deen = 1 Hafta.
30 Deen = 1 Mahina.
12 Mahina = 1 Baras.

INDIAN LIQUID MEASURE

4 Chataks = 1 Powah.
4 Powahs = 1 Seer.
40 Seers = 1 Maund.

INDIAN MONEY TABLE

3 Pies = 1 Pice
2 Pice = 1 Half-anna.
6 Pies = 1 Half-anna.
4 Pice = 1 Anna.
12 Pies = 1 Anna.
16 Annas = 1 Rupee.

INDIAN MONEY TO STERLING

1 Anna = 1 Penny.
12 Annas = 1 Shilling.
1 Rupee = 1 Shilling & 6 Pence.
13 Rupees & 5 Annas = 1 Pound.

CEYLON MONEY TABLE

100 Cents = 1 Rupee.

BENGAL BAZAAR WEIGHT

5 Chataks = 1 Kunka.
2 Kunkas = 1 Khunchi.
2 Khunchis = 1 Rek.
2 Reks = 1 Pali.
2 Palis = 1 Done.
2 Dones = 1 Kati.
8 Katis = 1 Arhi.
20 Arhis = 1 Bish.
16 Bishes = 1 Kahan.
16 Palis = 1 Maund.
8 Dones = 1 Maund.
20 Dones = 1 Sali.

BENGAL LINEAL MEASURE

3 Jaubs = 1 Anguli.
4 Angulis = 1 Musti.
3 Mustis = 1 Bitasti.
2 Bitastis = 1 Hat.
2 Hats = 1 Gaz.
2 Gazes = 1 Dhanu.
2000 Dhanus = 1 Kosh.
4 Koshes = 1 Yojan.

BENGAL GRAIN MEASURE

5 Chataks = 1 Koonkee.
4 Koonkees = 1 Raik.
32 Raiks = 1 Maund.

BENGAL PHYSICIAN'S WEIGHT

4 Dhans = 1 Rati.
10 Ratis = 1 Masha.
12 Mashas = 1 Tola.

BENGAL CLOTH MEASURE

3 Angulis = 1 Girah.
8 Girahs = 1 Hath.
2 Haths = 1 Gaz.

BENGAL MEASURE OF LAND SURFACE

20 Square Cubits (or Gandas) = 1 Chatak.
16 Chataks = 1 Katha.
20 Kathas = 1 Bigha.

BOMBAY BAZAAR MEASURE

36 Tanks = 1 Tipari.
2 Tiparis = 1 Seer.
4 Seers = 1 Payli.
16 Paylis = 1 Phara.
8 Pharas = 1 Kandi.
25 Pharas = 1 Muda.

BOMBAY MEASURE OF LAND SURFACE

39¼ Square Cubits = 1 Kathi.
20 Kathis = 1 Pand.
20 Pands = 1 Bigha.
6 Bigahs = 1 Rukeh.
20 Rukehs = 1 Chahur.

BOMBAY CLOTH MEASURE

2 Angulis = 1 Tasu.
24 Tasus = 1 Gaz.

MADRAS LOCAL WEIGHT

180 Grains = 1 Tola.
3 Tolas = 1 Palam.
8 Palams = 1 Seer.
5 Seers = 1 Vis.
8 Vis = 1 Maund.
20 Maunds = 1 Kandi.

MADRAS BAZAAR MEASURE

8 Ollaks = 1 Paddi.
8 Paddis = 1 Markal.
5 Markals = 1 Phara.
80 Pharas = 1 Garee

UNITED PROVINCES MEASURE OF LAND

20 Kachvansi = 1 Bisvansi.
20 Bisvansis = 1 Bisva.
20 Bisvas = 1 Bigha.

PUNJAB MEASURE OF LAND

9 Sarsi = 1 Marla.
20 Marlas = 1 Kanal.
4 Kanals = 1 Bigha.
2 Bighas = 1 Ghuma.

BRITISH AVOIRDUPOIS WEIGHT

16 Drams = 1 Ounce.
16 Ounces = 1 Pound.
14 Pounds = 1 Stone.
2 Stones = 1 Quarter.
4 Quarters = 1 Hundred-weight.
20 Hundred-weights = 1 Ton.

CAPACITY

4 Gills = 1 Pint.
2 Pints = 1 Quart.
4 Quarts = 1 Gallon.
2 Gallons = 1 Peck.
4 Pecks = 1 Bushel.
8 Bushels = 1 Quarter.

BRITISH LINEAL MEASURE

12 Inches = 1 Foot.
3 Feet = 1 Yard
5½ Yards = 1 Pole.
40 Poles = 1 Furlong.
22 Yards = 1 Chain.
10 Chains = 1 Furlong.
8 Furlongs = 1 Mile.
1760 Yards = 1 Mile.

BRITISH MONEY TABLE

4 Farthings = 1 Penny.
12 Pence = 1 Shilling.
20 Shillings = 1 Pound.
2 Shillings = 1 Florin.
2 Shillings & 6 Pence = 1 Half-crown

BRITISH MEASURE OF LAND

144 Sq. Ins. = 1 Sq. Foot
9 Sq. Feet = 1 Sq. Yd.
1210 Sq. Yds. = 1 Rood.
4 Roods = 1 Acre.
640 Acres = 1 Sq M.

BRITISH TABLE OF TIME

60 Seconds = 1 Minute.
60 Minutes = 1 Hour.
24 Hours = 1 Day.
7 Days = 1 Week.
4 Weeks = 1 Month.
12 Months = 1 Year.
365 Days = 1 Year.
366 Days = 1 Leap Year.
52 Weeks = 1 Year.

UNIVERSITY

Out of Six Khatas

No. 8B Khata No. II

128 Pages

T. P. M.

Price

0-6-0

শ্রীললিতমাধব-নাটকের
বঙ্গানুবাদ

দ্বিতীয় অঙ্ক (Contd.)

মুখরা (দৌড়িয়া যাইয়া সম্মুখে কৃষ্ণ দেখিয়া তর্জ্জনের সহকারে) — রে কৃষ্ণবাসী লম্পট! ভাগ্যক্রমে তোকে পাইয়াছি, ভাগ্যক্রমে তোকে পাইয়াছি।

কৃষ্ণ (আতঙ্কসহকারে স্বগত) — হায়! এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকল্পা জরতী কীরূপে আমাকে দেখিতে পাইল?

(মুখরা মস্তক সঞ্চালন করিয়া করিয়া বারম্বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।)

কৃষ্ণ (স্বগত) — জরতীর নিশ্চয়ই ইহা আকাশকুসুমদর্শন।

মুখরা — আহা! এ যে ঘন অন্ধকার!

(কৃষ্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন।)

মুখরা (অন্য দিকে যাইয়া) — হাঁ! এইবারই তোকে পাইয়াছি। (পুনরায় তাকাইয়া সভয়ে) রে ধূর্ত্ত! তুই যে বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি বহুরূপী, পৌর্ণমাসী ইহা সত্যই বলেন; যেহেতু এখন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত ও ভীষণ এই রূপদ্বারা আমাকে ভয় দেখাইয়া চলিয়া যাইতেছিস্!

শঙ্খচূড় — ভাগ্যক্রমে মূর্ত্তিমান্ পরাক্রমপুঞ্জস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামক এই বালকের দৃষ্টিকে বঞ্চনা করিয়াছি।

(এই বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।)

সকলে — (শঙ্খচূড়কে দর্শন করিয়া সভয়ে) আর্য্যে! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

সুখদা (সক্রোধে) — রে শ্যামলক! তোর এরূপ কার্য্য উচিত নহে।

ললিতা — হায়! বুদ্ধিহীনে! এইরূপ দারুণ ব্যক্তিকেও তুমি 'কৃষ্ণ' বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ?

শঙ্খচূড় — সুহৃদবর কংস-নরপতির অভিলাষ সার্থক করিবার ~~জন্য~~ নিমিত্ত এই পাপিনীকে সিংহাসনের সহিতই মস্তকে করিয়া লইয়া যাইব। (সেইরূপ করিয়া নির্গত হইল)

সকলে — (হতবুদ্ধি ও আকুল হইয়া) হা! কৃষ্ণ! তুমি কোথায় আছ?

কৃষ্ণ (কুঞ্জ হইতে নির্গত হইয়া বিষাদসহকারে) —

হে সুন্দরি! আমি অগণিত মনোরথবশে আকুল হইয়া, ~~তোমাকে~~ বিশেষ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তোমাকে শারদ-কৌমুদী-বিমণ্ডিত বৃন্দাবনের এই কুঞ্জমধ্যে আনয়ন করিয়াছিলাম; কিন্তু হায়! জানিনা, প্রতিকূল দৈব ~~কি হেতু~~ শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে সম্প্রতি সহসাই এখানে উপস্থিত হইয়া কি হেতু তোমাকে এখান হইতে দূরে লইয়া গেল (এই বলিয়া ক্রোধের সহিত ইতস্ততঃ পদ-সঞ্চালন করিতে) — আর্য্যে! ভয় পাইবেন না; এই আমি নিকটেই রহিয়াছি।

মুখরা (অশ্রুপূর্ণনয়নে) — চন্দ্রমুখ! বিজয়লক্ষ্মী তোমাকে স্বয়ং বরণ করুক।

~~কৃষ্ণ (আক্ষেপসহকারে) — আরে দুষ্ট! রাধার প্রতি বারম্বার অপরাধকারী তোমার সম্মুখে আমি যে এখন প্রকার শাস্তি বিধান করিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।~~

কৃষ্ণ (বিক্রম প্রকাশ সহকারে) রে রে দুষ্ট! তুই শ্রীরাধার প্রতি যে অপরাধ করিয়াছিস, তাহার বিনিময়ে আমি যে তোর প্রতি বারম্বার সর্বপ্রকার শাস্তির বিধান করিতে পারিবনা, ইহাই অতিশয় পরিতাপের বিষয়। যেহেতু সর্বপাপহারিণী নির্বাণদাত্রী মুক্তিরূপা কালরাত্রি সর্বকর্মের বিঘাত করিয়া তোর প্রতি অগ্রসর হইতেছে! হায়! এমতাবস্থায় আমি আর কী করিব? (তাৎপর্য — শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিধনহেতু মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী বলিয়া তাদৃশ পাপীর ও আর নরকাদি শাস্তিভোগের অবসর না থাকায় পূর্বোক্তরূপ খেদ প্রকাশ পাইয়াছে) ॥২৮॥

কুন্দলতা — ললিতে! দেখ, দেখ, সম্প্রতি এই দুরাত্মা হতাশ হইয়া রাধাকে পরিত্যাগপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ করিতেছে।

(নেপথ্যে) ২৯। # স্থূল তালতরুসদৃশ উন্নত ভুজযুগলশালী ও
গিরিতটের ন্যায় সুবিস্তৃত কঠোর বক্ষোযুক্ত এই অধিপ মল্লই
কোথায়, আর নবীন তমালতরুর কোমলের ন্যায় সুকোমল ও
কন্দর্পতুল্য মনোহর এই শিশুই বা কোথায়? এস্থলে তাহার
সহায়তা-বিষয়ে সুনিপুণ অপরও কেহ নাই! সেই হেতু
হায় হায় গোষ্ঠেশ্বরি! আমি না জানি তোমার তপস্যার
পরিণামের কিরূপে উদ্দিষ্ট হইবে ॥ ২৯ ॥

(এই কথা শুনিয়া সকলে মোহের অভিনয় করিলেন।) #

(হঠাৎ পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী — বৎসে ললিতে! দুঃখিত হইও না; এই দুষ্ট
স্ফুলিঙ্গ শীঘ্রই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে বলিয়া মনে কর।

(নেপথ্যে) ৩০। # বিশাল ভুজযুগলের পরাক্রমভঙ্গীদ্বারা
বিকট ভাবাপন্ন শত্রুশরীরের মর্দ্দনহেতু প্রগল্ভতাযুক্ত,
শিখিপুচ্ছচূড়াধারী শ্রীকৃষ্ণ অরণ্যমধ্যে ক্রীড়া করিতে
করিতে, উদ্গত দন্তাঙ্কুরহেতু অগ্রভাগে কুটিল ও ভয়ানক
বদন-পঞ্জরশালী শঙ্খচূড়ের মুকুট হইতে
দণ্ডের অগ্রভাগদ্বারা সূর্য্যমণ্ডলসদৃশ প্রদীপ্ত রত্নটিকে
আকর্ষণপূর্ব্বক হরণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

পৌর্ণমাসী — সৌভাগ্যহেতু বৃষ্ণাকর্ষণহেতুলেই ইহার জীবনেরই আকর্ষণ করা হইয়াছে। সেইহেতু এই মৃত শরীরটি অদ্য বৃন্দাবনের শৃগালগণের পারণোৎসবের উপযোগী হইবে। (পুনরায় বিশেষভাবে দর্শনপূর্বক সহর্ষে) দেখ, দেখ, রক্ষামণিটি স্খলিত হওয়ায় এই যক্ষ বিনাশ প্রাপ্ত হইল। (পুনরায় নেপথ্যে) কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ মুষ্টিদ্বারা অনায়াসে সত্বর এই পাপাত্মা যক্ষের সমগ্র জীবনরূপ বিত্তকে দণ্ডরূপে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১॥

পৌর্ণমাসী — (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সানন্দে) যুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ দ্বারা প্রগল্ভতা প্রদর্শনপূর্বক শত্রুকে বধ করিয়া, পুষ্পবর্ষণকারী দেবগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া এই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নয়নযুগলের আনন্দ বিধান করিতেছেন। শত্রুর প্রতি ক্রোধার হেতুবশতঃ তাঁহার সুন্দর চূড়াটি স্খলিতপ্রায় হইয়াছে ॥ ৩২॥

বিশাখা — ভগবতি! ঐ দেখুন, পুণ্যশ্লোক রামকে অগ্রবর্তী করিয়া সহচরগণ সকলেই এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

পৌর্ণমাসী — ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণ রামকে এই রমণীয় উত্তমমণিটি প্রদান করিলেন।

ললিতা — ঐ দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণকে বিদায় দিয়া একাকীই শ্রীরাধার অনুসরণ করিতেছেন।

পৌর্ণমাসী — দেখ, দেখ মুকুন্দ আমাদের নিকটে আগমন করিতেছেন ও ভয়কাতরা শ্রীরাধা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। তিনি চঞ্চল অগ্রভাগযুক্ত মনোহর ময়ূরপুচ্ছ-চূড়া ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বদনমণ্ডলে শ্রমজনিত ঘর্মজলকণার প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণ (পূর্বোক্ত প্রকারে বেশে প্রবেশ করিয়া) — হা কমলনয়ন! হা গোবিন্দ! হা গোকুল-রাজ-নন্দন! আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর — এইরূপে যিনি আর্তনাদ করিয়াছিলেন, আমি সেই চঞ্চলনয়না শ্রীরাধাকে কোনরূপেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না ॥ ৩৪॥

পৌর্ণমাসী — (নিকটে আসিয়া) হে যশোদানন্দন! তুমি অদ্য আমার চিন্তারূপ শল্য দূর করিয়াছ (এই বলিয়া শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন।)

মুখরা — (দুই হস্তে শ্রীকৃষ্ণের মুখ মার্জন করিয়া) হে বীর! সৌভাগ্যবশতঃ অদ্য তোমাকর্তৃক তোমার আরাধিকা রাধিকা রক্ষিতা হইয়াছে।

(প্রবেশপূর্বক) মধুমঙ্গল — প্রিয়বয়স্য! বলদেব শ্রীরাধাকে এই উত্তম মণিটি প্রদান করিয়াছেন।

কৃষ্ণ — সর্ব্বমণি শ্রেষ্ঠ ও কৌস্তুভের আত্মীয় (সদৃশ) এই মণিটি শ্রীরাধার কণ্ঠভূষণেরই উপযোগী।

ললিতা — তুমি যেরূপ আদেশ করিবে, তাহাই হইবে।

কৃষ্ণ — তবে এখন চল, অদ্যকার এই দুষ্টদমনের কার্য্য দ্বারা আমরা পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করি। (এই বলিয়া প্রস্থান।) ‡ (এইরূপ সকলের প্রস্থান।) ‡

ইতি শ্রীললিতমাধব নাটকে শঙ্খচূড়বধনামক
দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

(অনন্তর বৃন্দার সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী — অহো! রজনীর এই শেষ মুহূর্ত্ত কেন অতীত হইল? দেখ, দেখ দূর হইতে সূর্য্যরূপ শরভের প্রকাশছায়া উদয়-গিরির তটভাগকে উদ্দীপ্ত হইতে দেখিয়া চন্দ্ররূপ সিংহ ত্রাসহেতু চন্দনপিণ্ডের ন্যায় পাণ্ডুভাব ধারণ করিয়া অস্তাচলে প্রবেশ করিতেছে ॥১॥

বৃন্দা — ভগবতি! মহাসমুদ্রের মন্থনের ন্যায় এক কোলাহল-ঘটা শ্রবণ করিয়া ব্যস্তভাবে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি; সেই হেতু বলুন ইহা কী?

পৌর্ণমাসী — বৎসে বৃন্দে! ইহাও কি তোমার কর্ণ-সমীপে উপস্থিত হয় নাই?

বৃন্দা — ভগবতি! তাহা কী?

পৌর্ণমাসী — বৃষাসুরের বিনাশহেতু যাহার শৌর্য্যরাশি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই কেশীদৈত্যকে গতকল্য শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব পরাক্রমসহকারে নিধন করিয়া গোষ্ঠে বিরাজমান হইলে, রাজা-কংসের আদেশে অক্রূর নন্দভবনে আগমন করিয়াছেন; সেই রাজসেবক অদ্য সূর্য্যোদয় হইলেই অগ্রজসহ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবেন।

বৃন্দা (ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থান করিয়া দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস-পরিত্যাগ-পূর্বক বিহ্বলভাবে) ২॥ হায়! অক্রূর যদি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যান, তাহা হইলে আমি আর কাহার নিমিত্ত বনমধ্যে নবীন কুঞ্জ নির্মাণ করিব? আর কিহেতুই বা তন্মধ্যে আগ্রহসহকারে পুষ্পশয্যা রচনা করিব আর কিহেতুই বা অসময়ে সৌরভযুক্তা লতাকে উৎফুল্ল করিব? ॥২॥

পৌর্ণমাসী – (ব্যথিতভাবে) ৩॥ প্রভাত হইবার ভয়ে ভয়-কাতরা ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন-পরায়ণা সুলোচনা গোপীগণ অক্রূরের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া আকুল-নয়নে রাত্রি জাগরণ করিতেছে। এতদবস্থায় এই সমগ্রা রজনী ক্ষণকালের ন্যায় (এমন) সম্পূর্ণভাবে অতীত হইয়া গেল। হা দৈব! তোমাকে ধিক্‌। ॥৩॥

বৃন্দা (অশ্রুবর্ষণসহকারে) ৪॥ হায়! অক্রূররূপী এই মন্দর-পর্বত ভ্রম (গোকুলে ভ্রমণ, পক্ষান্তরে সমুদ্রমধ্যে ঘূর্ণন) লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপী চন্দ্রকে হরণ ও বিরহ-দুঃখরূপ কাল-কূটের বিস্তার করিয়া এই সুবিস্তৃত গোকুলরূপ সাগরকে বিক্ষোভিত করিল ॥৪॥

পৌর্ণমাসী – বৎসে! চল, এখান হইতে আমরা নন্দমহারাজের পুরদ্বারে গমন করি।

(এই বলিয়া পাদ সঞ্চালন পূর্ব্বক সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে) হায় ! এই যে নন্দরাজমহিষী শ্রীযশোদা বুদ্ধির ব্যাকুলতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের যাত্রাকালোচিত কোন প্রকার মাঙ্গলিক কর্ম্মে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেছেন না। কিম্বা, যাত্রাপথের উপযোগী কোন প্রকার পাথেয় ও উপহার প্রদান করিতেছেন না। পরন্তু নয়নজলে ধূলিরাশিকে পঙ্কিল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিরন্তর রোদন করিতেছেন ॥ ৫॥

বৃন্দা — শৈব্যার প্রতি তাঁহার সখীর উক্তি আর্য্যা শুনিয়াছেন কি ?

পৌর্ণমাসী — বৎসে ! তাহা কিরূপ ?

বৃন্দা — হে বিমুখে ! তুমি যে এখনও অনবরত দধিমন্থন করিতেছ, ইহাতে মনে হয়, তুমি আভীর-পল্লীর করুণ বিলাপধ্বনি কিছুই শুনিতে পাইতেছনা ! হায় ! সখি ! রাজা কংসের দূত মন্দমতি অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের কর্ণপ্রান্তে না জানি কোন্ মন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে মথুরায় গমনের নিমিত্ত ত্বরা-যুক্ত (ব্যগ্র) করিতেছে ॥ ৬॥

পৌর্ণমাসী — বৎসে ! শৈব্যার বিমোহ-হেতু তুমি ব্যাকুলা হওয়ায় শ্যামলার বিলাপের সম্বন্ধে কোন কথাই জানিতে পার নাই ।

৭৪

বৃন্দা— হাঁ! আপনি সত্যই বলিয়াছেন; অতএব তাহা বর্ণন করুন।

পৌর্ণমাসী— (শ্যামলার উক্তি) হে হৃদয়! ঐ দেখ, রবিমণ্ডল উদয়-গিরি হইতে সত্বর উদ্গত হইলে অক্রূর হৃষ্ট হইয়া রথমধ্যে যাত্রাকালীন মাঙ্গলিক বচন পাঠ করিতেছে; অতএব রথের এই অশ্বগন যে পর্যন্ত খুরসমূহের অগ্রভাগ-দ্বারা ধরনীতল বিদারন করিতে করিতে তোমার বিদারক হয়, তাহার পূর্বেই তুমি স্বয়ং বিদীর্ণ হও॥ ৭॥

বৃন্দা— এখন ভদ্রা কী বিলাপ করিতেছে, তাহা আমরা শুনি।

(নেপথ্যে) হে জীবন-বিহঙ্গ! ঐ দেখ, সম্মুখে তোমার প্রিয়তম সত্বর রথের উপবেশনস্থানে আরোহন করিতেছেন! হায়! তথাপি তুমি এই মৃতপ্রায় শরীররূপ নীড় পরিত্যাগ করিতেছনা॥ ৮॥

পৌর্ণমাসী— (বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বৎসে! চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যাহ্নকালে পরিধানের উপযোগী মালা রচনা করিতেছে; এমতাবস্থায় পদ্মার যে উক্তি তাহার হৃদয়ে শল্য অর্পন করিল, তাহা শ্রবন কর।

(নেপথ্যে) হে চপলে! ঐ দেখ, তোমার সঙ্গ-প্রিয়

চক্রপানি শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে রথে আরোহন করিয়াছেন! হায়!
তথাপি তুমি এখনও পুষ্পমাল্য রচনায় ব্যগ্রা রহিয়াছ?
হায় বধিরে! চন্দ্রাবলি! গোপীগনের গভীর উচ্চস্বর-
যুক্ত দীর্ঘ বিলাপসমূহ কি চতুর্দিক হইতে কি তোমার কর্ণ বিবরে
প্রবেশ করিতেছে না? ॥৯॥

পৌর্ণমাসী (উদ্বেগের সহিত) হায়! হায়! সখীর এই অপ্রিয়
বাক্য শ্রবন করিয়া চন্দ্রাবলী সহসা ব্যাকুলা হইয়া
পড়িয়াছেন; তাঁহার করকমল হইতে অর্দ্ধগ্রথিত মাল্য
স্খলিত হইয়া পড়িতেছে! আর, স্বয়ংও এক অদ্ভুত তন্দ্রাভাব
ধারন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন ॥১০॥

বৃন্দা - দেখুন, দেখুন! চন্দ্রাবলীকে এই অচৈতন্য দশাতেই
রথের অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া পদ্মা বিলাপ করিতেছে।
(নেপথ্যে) হে হতাশে! ক্ষনকালের নিমিত্ত চিত্ত স্থির কর;
নয়নকোন একটু বিস্তার কর; হায় হায়! নির্দয় অক্রূর
রথের অশ্বগনকে মথুর গমনের নিমিত্ত উদ্যত করিতেছে ॥১১॥

পৌর্ণমাসী - হায় বৎসে! শ্রীরাধাকে দেখিতে না পাইয়া
আমি বড়ই অস্থির হইয়াছি।

বৃন্দা (দক্ষিন দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) - হা ধিক্! ঐ দেখুন,
১২ বিশাখাপ্রভৃতি সখীগন শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের

মথুরাযাত্রার কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না; আবার
প্রকাশ না করিয়াও থাকিতে পারিতেছে না!
এই অবস্থায় তাহারা এক নিবিড় জড়তাজালে আক্রান্ত হইয়া
চারিদিকে পরস্পরের কানে-কানে অধীরভাবে কথা বলিতেছে॥ ১২॥

পৌর্ণমাসী (খেদসহকারে) হে সুলোচনে! নিমেষ-জনিত
বিঘ্নকর্তৃক যাঁহার দর্শনসুখ এবং বাধাপ্রাপ্ত
হইলেই তুমি তৎকালে নিমেষরহিতা মীন-বধূগণের
প্রশংসা করিয়া থাক, হায় রাধে! সেই শ্রীকৃষ্ণ দৈববশতঃ অদ্য
মথুরায় গমন করিলে, তদীয় প্রণয়খণ্ডিত-হৃদয়া তোমার যে
কী দশা হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ১৩॥

বৃন্দা — দেখুন, দেখুন, চারিদিকে আকস্মিক কলরবহেতু
শ্রীরাধা হরিণীর ন্যায় চঞ্চলদৃষ্টিযুক্তা হইয়া পুরীর বাহিরের
পথে উপস্থিত হইয়াছেন।

পৌর্ণমাসী — অহো! শ্রীরাধা সম্প্রতি দিব্যোন্মাদরূপা
উদ্ঘূর্ণাদিদশা লাভ করিয়াছেন; যেহেতু বহুলভাবে
পরস্পর অসংলগ্না, বিবিধ ভাষাময়ী বাণী উচ্চারণ
করিতেছেন।

(নেপথ্যে) হে সখি! বন্ধুগণের সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনকে রথের
উপরিভাগে বিরাজমান দেখিয়া আমার শরীর স্খলিত হইতেছে
কেন? পৃথিবীই বা ঘুরিতেছে কেন? আর, এই কদম্ববৃক্ষসমূহই
বা নৃত্য করিতেছে কেন? ॥১৪॥

~~নৃত্য করিতেছে কেন? ॥১৪॥~~

পৌর্ণমাসী — এখন ললিতা কী বলিতেছে, তাহা আমরা শ্রবণ করি।

(নেপথ্যে) সখি! রাধে! বিপন্না হইও না; ইহা পর্ব্বত-পরিক্রমার আরম্ভমাত্র।

পৌর্ণমাসী — শ্রীরাধিকার উক্তি শুনা যাইতেছে।

(নেপথ্যে) হে সখি! আমি এখনই এই ব্যাপার সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারিয়াছি; তুমি আর চতুরতা-দ্বারা ইহার কতটাই বা গোপন করিবে? এই দীন জনের শ্রীহরি বিরহব্যথা উপস্থিত হইবে না; কারণ, আমার প্রাণই কি কণ্ঠদেশে নির্ব্বন্ধ হইয়াই বাস করিবে? ॥১৫॥

~~বৃন্দা — বিশাখা যেন কিছু বলিবেন বলিয়া দেখা~~

বৃন্দা — ভগবতি! দেখা যাইতেছে, বিশাখা যেন কিছু বলিতে উৎসুক হইয়াছেন।

(নেপথ্যে) হে সখি! তোমার প্রিয়তম কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া প্রদোষকালেই তোমার সহিত মিলিত হইবেন; অতএব তুমি আর বিস্ময়াকুলা হইয়া মূর্চ্ছা অবলম্বন করিও না; কারণ, তুমি সহনশীলা ললনাগণের অগ্রগণ্যা ॥১৬॥

পৌর্ণমাসী — ঐ শুন, শ্রীরাধা কী বলিতেছেন।

(নেপথ্যে) হে সখি! তুমি আমার গুণ কীর্তন করিতে করিতে শুষ্কমুখী হইয়া এই হতাশ জনের প্রতি আর আশ্বাস রচনা করিও না; ঐ দেখ, রথচক্রের প্রান্তভাগ নিরন্তর অতিকঠিনা ভূমির ও মধ্যভাগকে বিদারণ করিতেছে (পক্ষান্তরে— আমার অতি দুষ্ট সহিষ্ণুতার অভ্যন্তর বিদারণ করিতেছে)॥১৭॥

পৌর্ণমাসী — অহো! কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রায় সন্ত্রস্তচিত্তা হইয়া চকোর-নয়না শ্রীরাধা এক অপূর্ব অধৈর্যদশা অবলম্বন করিলেন।

বৃন্দা — হায়! শ্রীরাধা কখনও বা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে রথের সম্মুখে গড়াগড়ি করিতেছেন; কখনও বা শ্রীহরির মুখের প্রতি অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন; কখনও বা দন্তদ্বারা তৃণ উত্তোলন করিয়া বলদেবের সম্মুখে ভূ-পাতিত হইতেছেন! এইরূপে তিনি কাহাকে না করুণা-সাগর-গর্ভে নিমগ্ন করিতেছেন? ॥১৮॥

পৌর্ণমাসী (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) হায় হায়! যিনি প্রিয়সখীগণের সম্মুখেও কখনও শ্রীকৃষ্ণের অধর-গত সৌরভের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, সেই শ্রীরাধাই যে সম্প্রতি

গুরুবর্গের সম্মুখেও কোনরূপ লজ্জার ভাব ধারন
করিতেছেনা, তাহাই আমার চিত্তে অত্যন্ত পরিতাপ
জন্মাইতেছে ॥১৯॥

(পুনরায় নিরীক্ষন করিয়া) সখিমধ্যে শ্রীরাধার দুঃখপূর্ন
বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল—
অরবিন্দ-যুগলের মকরন্দবর্ষনের ন্যায় ক্রমশঃ প্রগাঢ়
অশ্রুবিন্দুসমূহ বর্ষন করিতেছে ॥২০॥

বৃন্দা — ভগবতি! এই ব্রজকিশোরীগনের প্রানসমূহ
নিশ্চয়ই অদ্য প্রানেশ্বরের সহিতই প্রস্থান করিবে।

পৌর্নমাসী — বৎসে! দেখ, দেখ, শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত
বার্ত্তা-বাহক উপস্থিত হইল। হে সুচরিত্রাগন! তোমরা
এই দুঃখপূর্না কয়েকটি রাত্রি সত্বরই অতিবাহিত করিবে;
অতঃপর আমার সহিত পুনরায় তোমাদের মঙ্গলময় সমাগম
ঘটিবে। হায়! অঘরিপু শ্রীহরি এইরূপে সুদীর্ঘ
আশা-পাশদ্বারা ব্রজসুলোচনাগনের প্রানরূপ হরিন-
কুলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন ॥২১॥

বৃন্দা — (ব্যথিত ভাবে) সখি! কমল-নয়ন শ্রীহরি গোষ্ঠ
হইতে মথুরাপুরীর প্রতি অগ্রসর হইলে ভ্রমরকুল আর
মকরন্দ পান করিতেছেনা, ময়ূরগন নৃত্য করিয়া

বৃন্দাবনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে না; আর, চক্রবাকগণও
নিজ-নিজ-পত্নীর সহিত মিলিত হইতেছে না ॥২২॥

পৌর্ণমাসী (রথচক্র চিহ্নিত পথের অনুসরণপূর্ব্বক ব্যথিতভাবে)—
হায়! শ্রীরাধা নিখিল জগৎকে দ্বীপ-রহিত (অর্থাৎ আশ্রয়-
শূন্য) এক মহাশোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া আকুল-
ভাবে এরূপ কাকু-রবে ক্রন্দন করিতেছেন, যাহাতে
সর্ব্বংসহা ধরিত্রীও রথনেমিবিরচিত সুদীর্ঘ রেখাচ্ছলে
যেন শোকবশতঃ অনেক দূর পর্য্যন্ত বিদীর্ণা হইয়া পড়িয়াছে ॥২৩॥

বৃন্দা— আহা, কী কষ্ট! শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত মনঃ-
পীড়ায় আকুলচিত্তা হইয়া এই শ্রীরাধা কখনও বা
সম্মুখে ধাবিতা হইতেছেন! কখনও বা চিত্রিত মূর্ত্তির
ন্যায় নিশ্চলভাবে প্রকাশ পাইতেছেন! কখনও বা
হাস্য বিস্তার করিতেছেন! কখনও বা প্রবলভাবে
ক্রন্দন করিতেছেন! কখনও বা প্রলাপ-বাক্যের উচ্চারণ
করিতেছেন! আবার কখনও বা মৌনভাব ধারণ
করিতেছেন ॥২৪॥

(নেপথ্যে) ইহে সখি! সেই নন্দকুল চন্দ্র (চন্দ্রমা) কোথায়? সেই শিখিপুচ্ছধারী (শ্যাম) কোথায়? সেই গভীর-মুরলীধ্বনিকারী (কান্ত) কোথায়? সেই ইন্দ্রনীলকান্তি (বল্লভ) কোথায়? সেই রাসরস-নর্তক (প্রিয়তম) কোথায়? জীবকুলের রক্ষক সেই মহৌষধি (দয়িত) কোথায়? আর, আমার পরমসুহৃদ সেই সখ্যরত্নই বা কোথায়? হায়! বিধি! তোমাকে ধিক্॥২৫॥

পৌর্ণমাসী — আহা, কি কষ্ট! এক দুর্নিবার মহৎ করুণরস মূর্তিমান্ হইয়া উপস্থিত হইতেছে! সেই হেতু এখান হইতে আমার সত্বর প্রস্থানই হিত কর।

বৃন্দা — ভগবতি! মুখরাকে এখানে আনিতে ইচ্ছা করি। (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)*

ইতি বিষ্কম্ভক*।

(অনন্তর সখীযুগল কর্তৃক আশ্বাস পাইতে পাইতে শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা (ক্রন্দন সহকারে) হে সুমুখি! আমি কর্ণপুট-দ্বারা স্বচ্ছন্দভাবে শ্রীহরির নর্মবচনামৃত পান করি-নাই! তাঁহার মুখকমলের কান্তি নিঃশঙ্কভাবে দর্শন করি নাই! আর, তাঁহার বক্ষঃস্থলকেও প্রগাঢ়-রূপে আলিঙ্গন করি নাই! সম্প্রতি আমার মন:

* নাটকের সরস অংশের অবতরণের পূর্বে নাটকের নাতিমুখ্য পাত্রদ্বয়ের মুখে সংক্ষেপে বর্ণিত নীরস অংশ।

বারম্বার ইহা চিন্তা করিয়া অন্তরে লুণ্ঠিত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ২৬ ॥

বিশাখা — সখি ! শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনবার্তা জানিয়াও তুমি ঈদৃশ দুঃখানল-শিখায় নিজকে নিক্ষেপ করিয়া সখীগনের প্রানকে গোময়াগ্নিতে (অর্থাৎ ঘুঁটের আগুনে) দগ্ধ করিতেছ কেন ? (সংস্কৃত ভাষায়) —

রাধা — হে সখি ! শ্রীহরির চিত্ত আর্ত্ত জনের প্রতি করুনাতরঙ্গে পরিপূর্ন বলিয়া অন্যান্য গোপাঙ্গনা-গনের পক্ষে তাঁহার দর্শন-লাভের সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু আমার মর্ম্মবন্ধনচ্ছেদনকারিনী শত্রুরূপা এই দারুন বিরহ-বেদনা আমার তাদৃশ সৌভাগ্যোদ্‌-উৎসব সহ্য করিতে পারিতেছেনা ॥ ২৭ ॥

(এই বলিয়া অতিশয় ব্যথার অভিনয় করিতে করিতে)

২৮। হায় ! পুটপাক অপেক্ষাও উত্তাপজনক, বিষরাশি অপেক্ষাও মোহজনক, বজ্র অপেক্ষাও দুঃসহ, হৃদয়বিদ্ধ শল্য অপেক্ষাও অতিশয় উগ্র এবং প্রবল বিসূচিকা রোগসমূহ হইতেও তীব্র এই শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত উৎকট সন্তাপ অদ্য আমার মর্ম্মস্থানসমূহকে অতিরিক্তরূপে ভেদ করিতেছে ॥ ২৮ ॥

(এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন)

(নেপথ্যে) ২৯। হা ধিক্ ! অদ্য পরার্দ্ধসংখ্যক প্রান অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীহরি দূরে চলিয়া যাওয়ায় শ্রীরাধিকার চিত্ত দুঃসহ শোক-শঙ্কু দ্বারা

বিদ্ধ হইয়াছে ; সেইহেতু হে আর্য্যচারিতে ! আপনি কোন রূপেই তাঁহার বাধা লঙ্ঘাইবেন না ; এই দুঃখপীড়িতা ক্ষনকাল এখানে যথেচ্ছভাবে ভূমিলুণ্ঠন ও কাতরস্বরে রোদন করুন ॥ ২৯॥

ললিতা (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) হে বৃন্দে ! তুমি শ্রীরাধিকাকে নিবারন করিতে উদ্যতা মুখরাকে নিবারন করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ ।

রাধা (পুনরায় চক্রবাকীকে দর্শন করিয়া প্রার্থনাসহকারে) —

৩০। হে চক্রবাকি ! তুমি পূর্ব্বদিক্ হইতে এখানে আগমন করিয়াছ ; সেইহেতু মনে হইতেছে শ্রীহরি নিশ্চয়ই তোমার নয়নযুগলগোচর হইয়াছেন ; অতএব তাঁহার বার্ত্তা বল । হায় ! যাত্রাপথে কে প্রভুর বনগতিজনিত পরিশ্রমের অপনোদন করিতেছে ? আর কেই বা তাঁহার গণ্ডাদিতে পত্রাঙ্কুর-রচনাদির পরিক্রিয়া (অলঙ্কারক্রিয়া) সম্পাদন করিতেছে ? ॥ ৩০॥

ললিতা — প্রিয়সখি ! ঐ দেখ, কদম্বতরুর অগ্রভাগে উপবিষ্ট বায়স-রাজ যেন বিরহিনীগনের আত্মীয়রূপে মথুরা-গমনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে ।

রাধা (প্রশংসাসহকারে) —

৩১। হে বায়সকুল-শিরোভূষণ ভ্রাতঃ ! তুমি এই গোষ্ঠ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক বৃন্দাবনচন্দ্রের নিকট যাইয়া তাঁহাকে

(রাধা কোনো শারিকাকে দেখিয়া কহিলেন — শারিকে! তুমি যে শ্রীহরির দূতী, ইহা আমি পূর্বে জানিতে পারি নাই; তবে এখন অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ ইহাই প্রশ্ন করিয়া বল যে, তিনি কি এখন সেই উদ্যমকে সংসার পূর্বক সংকেত-পত্রের দ্বারা পরিবৃত (এখানে আসিবার নিমিত্ত) পাঠিয়েছেন? ইত্যাদি 'রক্ষ' 'রক্ষ' এইরূপ বলিতেছেন) ॥৩২॥

অভিবাদন করিয়া আমার এই বার্তা নিবেদন করিবে হে নাগরচন্দ্র! তোমার বিরহজনিত অনল প্রাণরূপ পশুকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত আমার শরীররূপ গৃহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; অতএব তুমি সত্বর দৃঢ় আশারূপ অর্গলবন্ধন ছেদন করিয়া দেও। (তাহা হইলে প্রাণপশু শরীর হইতে বহির্গত হইয়া অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইবে। তাৎপর্য — তোমার বিরহসন্তাপ অতিশয় কষ্টকর হইলেও আমি কেবলমাত্র তোমার পুনর্মিলনের আশায়ই প্রাণধারণ করিতেছি; সেইহেতু তোমার যদি আর আগমন নাই হয়, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া আমার আশা ছেদন করিয়া দেও; তাহা হইলেই আমার প্রাণ দেহত্যাগ করিয়া বিরহজ্বালা হইতে রক্ষা পাইবে) ॥৩৩॥

(এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সশঙ্কভাবে) অহো! গুরুবর্গ না জানি এমন কি জল্পনা করিবেন? সেই বেণুনাদামৃত এমন কোথায় গেল? সেই শোকহারিণী যুক্তিই বা কেন শুনিতে পাই না? আর, সেই বিচিত্র পরিহাস-বিলাসভঙ্গীই বা কোথায়? আমি কেন ক্ষণকাল ধৈর্য ধারণ করি না? হায়! আমার প্রাণনাথ কোথায়? রে হতপ্রাণ! আমার কণ্ঠ পরিত্যাগ কর! হা ধিক্! আমি হরিকে আর দেখিতে পাইলাম না ॥৩৪॥

বিশাখা (শ্রীরাধার অলক্ষ্যে) — ললিতে! তুমি সত্বর একরূপ কোন উপায় আবিষ্কার কর, যাহাতে প্রিয়সখীর প্রাণঘাতী বেদনা-তরঙ্গ ক্ষণকালের নিমিত্তও শিথিল হয়।

ললিতা (শ্রীরাধার নিকটে যাইয়া সংস্কৃত ভাষায়) —

৩৪। হে কমল-লোচনে! আমরা মনে করিতেছি যে, কৌতুকশীল কলা-নিপুণ শ্রীহরি স্বয়ংই ক্রমশঃ অঙ্কুরাদিময়ী এক বিচিত্রা মায়া রচনা করিয়া আমাদের প্রতি অতিশয় পরিহাস প্রকাশ করিতেছেন! বস্তুতঃ, যেহেতু তিনি কখনও বৃন্দাবনের অভ্যন্তরভাগ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন, সেইহেতু হে সখি! কুঞ্জমধ্যে যদি অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই তাঁহাকে দেখিতে পাইব॥ ৩৪॥

বিশাখা — ললিতে! সাধু, সাধু! সত্যই তুমি বুদ্ধিমতী।

রাধা — হে সখীযুগল! সত্যই ইহা অসম্ভব নহে; তবে চল, তাঁহার অন্বেষণ করি।

(এইরূপে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সম্মুখে হরিণীগণকে দর্শন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে উচ্চস্বরে) হরি হরি! হে হরিণীগণ! যেহেতু নিরন্তর নিনাদিত মুরলীর সুমধুর কাকলীশ্রবণে তোমাদের মুখ হইতে সুখজনক তৃণগ্রাস অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায়ই স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, সেইহেতু তোমরা এখানে

চিত্তহারী শ্রীহরিকে নয়ন-কোণের অতিথিরূপে লাভ করিয়াছ কি? ॥ ৩৫॥

(এই বলিয়া অন্যদিকে যাইয়া অট্টহাস্য সহকারে)

ওহে ময়ূরি! কুটিলতা ত্যাগ করিয়া শীঘ্র বল — যাঁহার মুরলী-ধ্বনি তোমাদের নিকট নবীন জলধরমালার গভীর গর্জ্জন অপেক্ষাও অধিকতর প্রীতিজনক, সেই শিখিপুচ্ছচূড়াধারী শ্রীহরি এখানে কোন্ কুঞ্জে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছেন? ॥ ৩৬॥

বিশাখা (ঔৎসুক্য সহকারে দৃষ্টিপাত করিয়া) — এই যে প্রিয়সখীর কুণ্ডের তীরবর্তী নিকুঞ্জমধ্যে গুঞ্জাবলী দেখা যাইতেছে।

রাধা (সম্ভ্রম সহকারে গ্রহণ করিয়া আঘ্রাণ করিতে করিতে অতিশয় ক্রন্দন-সহকারে) হে সখি গুঞ্জাবলি! তুমি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশে কৌস্তুভমণির প্রভায় প্রদীপ্তা হইয়া বিরাজ করিয়াছ; আর, এখন কীহেতু এই কুঞ্জের পথে আকুলা হইয়া ভূমি লুণ্ঠন করিতেছ? ॥ ৩৭॥

ললিতা — অনুসন্ধানের অভিনিবেশহেতু পথের দিকে লক্ষ্য না থাকায় আমরা যে নন্দীশ্বরগ্রামের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি!

(সংস্কৃত ভাষায়)
রাধা — হা প্রিয়সখি চন্দ্রাবলি! (এই বলিয়া ঔৎসুক্য প্রকাশপূর্ব্বক) হে বিশাখে! যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন, সেই অদৃষ্টপূর্ব্বা চন্দ্রাবলীকে দেখিতে উৎসুক হইয়াছি।

বিশাখা — তিনি এখন করালার গৃহে আবদ্ধা হইয়া ক্ষীণা হইতেছেন।

(সংস্কৃত ভাষায়)
রাধা — তবে এখন এই গিরিরাজকেই গৌরবের সহিত সম্ভাষণ করি।

(এই বলিয়া পরিভ্রমণপূর্ব্বক অর্দ্ধহাস্য সহকারে)

বিশাখে! আমাকে প্রতারণা করিতেছ কেন? যেহেতু দেবী চন্দ্রাবলী যে সম্মুখেই রহিয়াছেন!

(এই বলিয়া নিকটে যাইয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে)

তথা হে সখি! মত্ত মধুকরসমূহের গুঞ্জনমুখরিত এই কুসুমিত লতাকুঞ্জে তুমি তোমার সখা স্বচ্ছন্দচারী ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দেখিয়াছ কি? তাঁহার হস্তে মুরলী ও বেণীর অগ্রভাগে চঞ্চল ময়ূরপুচ্ছ শোভিত রহিয়াছে; আর, তাঁহার অধরযুগল

মৃদুমধুর হাস্যে ঈষৎ চঞ্চল হইতেছে এবং তিনি ভ্রমযুক্তের ন্যায় নয়নযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছেন ॥৩৮॥

(পর্বত-কন্দরে স্বীয় উক্তির প্রতিধ্বনি শ্রবণপূর্বক বিস্ময়-সহকারে) অহো! এই চন্দ্রাবলী যে উচ্চস্বরে রোদন করিয়া আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন!

৩৯ #

(এই বলিয়া নিকটে যাইয়া মোহ-সহকারে) হে সুন্দরি চন্দ্রাবলি! অদ্য সৌভাগ্যক্রমে এই মন্দভাগিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রগাঢ় অসংখ্য আলিঙ্গনদ্বারা মঙ্গলপ্রাপ্ত তোমার এই শরীর দর্শন করিল। তুমি সত্বর শ্রীকৃষ্ণের কর্ণভূষণ-কুসুমের সৌরভযুক্ত স্বীয় শীর্ণ ভুজযুগল দ্বারা কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া আমাকে শান্তি প্রদান কর ॥৩৯॥

(এই বলিয়া আলিঙ্গনের উপক্রম করিলেন।)

ললিতা — সখি! ইহা যে স্ফটিক শিলামণ্ডপের মধ্যে তোমারই প্রতিবিম্ব! ইহা চন্দ্রাবলী নহে।

রাধা — (নিরীক্ষণপূর্বক) হাঁ, তুমি মিথ্যা বল নাই।

(অগ্রে যাইয়া উল্লাসভরে হাস্য করিয়া) ললিতে! ভাগ্যক্রমে অদ্য আমার দেহত্যাগ হইল না (অর্থাৎ আমার দেহ-রক্ষা হইল)! দেখ, দেখ (এই বলিয়া অঙ্গুলীদ্বারা প্রদর্শন করিতে করিতে)

৪০ #

সম্মুখভাগে

অতিদূরে শিখিপুচ্ছ চূড়াধারী শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদের
দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। (এই বলিয়া
অসূয়ার সহিত পুনর্বার দর্শনপূর্বক খেদসহকারে)
হায়! ইনি ত প্রিয়তম নহেন! মনে হয়, ইন্দ্রধনুর
দীপ্তিদ্বারা মনোহর ও বিদ্যুৎ-রেখাপ্রকাশক জলধরই
পর্বতকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত
হইলেন) ॥৪০॥

ললিতা ও বিশাখা — সখি! আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও।
রাধিকা (আশ্বস্তা হইয়া আগ্রহসহকারে) ৪১॥ হে গিরিবর!
তুমি প্রেমভাবে উত্তম পূজাবিধানের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ
করিয়াছ; সেইহেতু মনে করি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ তোমার অঙ্কে
বিরাজ করিতেছেন (এই বলিয়া দৈন্য বিস্তার সহকারে) —
অতএব সত্বর দূর হইতে তুমি দয়া করিয়া উচ্চৈঃস্বর
উচ্চৈঃস্বরপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শন দ্বারা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করাইয়া আমার
দুরন্ত দৈন্য-তরঙ্গ দমন কর ॥৪১॥

(পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! ঝনৎকারশব্দযুক্ত
জলের নির্ঝররূপ মহান অশ্রুপ্রবাহে পূর্ণ হইয়া
ইনি যে মৌনভাবই ধারণ করিতেছেন। (এই বলিয়া
কৃতাঞ্জলি হইয়া) ৪২॥ হে গোবর্দ্ধন! তুমি উন্নত শৃঙ্গসমূহদ্বারা

আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিয়া গোকুলের প্রান্তস্থিত এই ভূমিভাগে বিরাজমান রহিয়াছে; অতএব তুমি সত্বর দিক্‌সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বল যে, শ্রীকৃষ্ণ অদ্য কোথায় খেলা করিতেছেন ॥ ৪২॥

(অল্প অগ্রসর হইয়া) হে চপল-নয়নে সখি! এই সেই মধুপূর্ণ কদম্বতরু; ইহারই মূলে শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছের শলাকা দ্বারা আমার কেশসমূহে চূড়া নির্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩॥ (দক্ষিণ দিকে দেখিয়া ক্রন্দন সহকারে)

হে সখি! এই সেই গোবর্দ্ধন-গিরি-গুহা, যাহার দ্বারদেশে বিবিধ চিত্র বিন্যস্ত রহিয়াছে; আর, ইহার মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বিরচিতা মল্লিকাপুষ্পশয্যা বর্তমান রহিয়াছে। এই শয্যা চারিদিকে বিবিধ বিলাসের স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় সম্মুখে ইহাকে দেখিয়া ও আমার কণ্ঠদেশে যে নীচ প্রাণ বিচরণ করিতেছে, তাহাকে ধিক্ ॥ ৪৪॥

(এই বলিয়া বিহ্বলতা প্রকাশ করিতে করিতে) হায় সখি ললিতে! আমি কুঞ্জসমূহ দেখিলাম, বৃন্দাবনের সমস্ত অভ্যন্তর ভাগও বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলাম, নিবিড় ভাণ্ডীরস্থলী আগ্রহভরে অনুসন্ধান করিলাম, আর গোবর্দ্ধনের প্রত্যেক অংশটি বারম্বার পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু কোথাও তোমার সেই বন্ধুর গন্ধমাত্রও পাইলাম না ॥ ৪৫॥

(সখি!

ললিতা — শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে লুক্কায়িত হইলে পূর্ব্বে কতবারই না খুঁজিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়াছ ; সেইহেতু হতাশ হইও না।

রাধা (পরিভ্রমণ করিয়া ব্যগ্রতার সহিত সংশয়যুক্ত ভাবে) সখি ললিতে! সখি, সখি ;—ঐ দেখ, সম্মুখে দূরে অক্রূরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিলেন ; সেইহেতু ইঁহাকে কণ্ঠে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রথ হইতে নামাইতেছি। (এই বলিয়া নিকটে যাইয়া হাস্যসহকারে ৪৮।# হায় সখি! ইহা যে স্বর্ণস্তবক-সজ্জিত গিরিশৃঙ্গ! ইহা ত রথ নহে! ইহা যে নীলকান্তি তমাল-তরু! ইহা ত গোপীগণের রতি-গুরু শ্রীকৃষ্ণ নহেন। ইহা যে বলশালী একটি ব্যাঘ্র! ইহা ত রাজদূত অক্রূর নহে! অহো! বিধাতা বাম বলিয়া সকলই যে বিপরীত হইয়া গেল! ৪৮॥ (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

বিশাখা (আবেগ-সহকারে) — ললিতে! আমি পদ্মের দল সমূহ লইয়া আসিতেছি, তুমি ততক্ষণ বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা বাতাস কর। (এই বলিয়া দৌড়িয়া গেলেন।) #

(নেপথ্যে ৪৯।# হায়! শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধিকার অতিশয় দৈন্যদশার উদয় দেখিয়া মানসী গঙ্গাও সম্প্রতি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া গেল! আর, সূর্য্যের রথের অশ্বগণ যাহার অগ্রভাগজাত দূর্ব্বারাশি ভক্ষণ করে,

সেই অত্যুচ্চ গোবর্দ্ধন-গিরিও আজও (সঙ্কুচিত হইয়া) একশত হস্ত মাত্র উচ্চতা ধারণ করিয়াছে ॥৪৭॥

রাধা (চৈতন্য লাভ করিয়া নিজেকে ললিতা ও ললিতাকে রাধা মনে করিয়া প্রণয়যুক্ত ঈর্ষ্যাসহকারে) রাধে! তুমি এই মিথ্যা মানের দুর্ব্বিলাস ত্যাগ কর।

(ললিতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ নত করিলেন।)

রাধা — সখি রাধে! এই যে তোমার পদধ্বনির প্রতি কর্ণপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন।

(এই বলিয়া ললিতার পদপ্রান্তে পতিতা হইয়া)

৪৮ হে সখি! এই যে শ্রীকৃষ্ণ প্রান্তভাগে কুন্দপুষ্পরাশি-দ্বারা সমুজ্জ্বল কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; এদিকে লতাবলি ও মধুকরগণের ধ্বনিচ্ছলে তোমাকে ত্বরাযুক্ত করিতেছে; সেই হেতু হে উন্মত্তে! সত্বর উঠ, তোমার চরণ-পতিতা এই সহচরীকে আর ব্যথা দিও না; কারণ, তোমার মুগ্ধতাহেতু এই দুর্ল্লভ ও উত্তম অবসর অতীত হইয়া যাইতেছে ॥৪৮॥

ললিতা — হায়! দুর্দ্দৈব-কর্ত্তৃক আমি হতা হইলাম!
(এই বলিয়া ফুৎকার সহকারে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।)

বিশাখা (সত্বর নিকটে যাইয়া) — ললিতে! এ কী করিতেছ? ধৈর্য্য-ধারণ কর।

রাধা (বিস্ময় সহকারে) সখি! তবে তুমিই কি ললিতা?
ললিতা (গদ্‌গদকণ্ঠে) হাঁ!
রাধা — অহো! সত্যই ত বলিতেছে; যেহেতু আমিই যে রাধা! (চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) তবে নিশ্চয়ই আমরা বনমাল্য-রচনার নিমিত্ত পুষ্পচয়নের উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি; চল, এখন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণভূষণের নিমিত্ত মাল্লিকার স্তবক সংগ্রহ করি। (এই বলিয়া পুষ্পবাটিকার নিকটে যাইয়া আতঙ্ক সহকারে, সংস্কৃত ভাষায় ইত্যাদি) সম্প্রতি সম্মুখভাগে মাল্লিকার কলিকা সমূহ স্খলিত হইতেছে কেন? আর, পদ্মসমূহের কোরক-রাজিই বা চারিদিকে ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে কেন? আর, জাতি-পুষ্পের মুকুল সমূহই বা এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে কেন? হায়! শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে এত শীঘ্রই এ কী দশা উপস্থিত হইল? ॥৪৯॥
ললিতা ও বিশাখা — নিশ্চয়ই এই বনরাজি প্রচণ্ড দাবানলের শিখাদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে।
রাধা — ললিতে! জানি না, আমার চিত্ত আজ কী হেতু তীব্র দাবানলের ক্রীড়াদ্বারা আক্রান্ত বলিয়া মনে হইতেছে! সেই হেতু যিনি পূর্বে দৃষ্টিমাত্রেই প্রচণ্ড দাবানলরাশির উপশমন করিয়াছিলেন, চল, তোমার সেই বয়স্যের অনুসন্ধান করি।

ললিতা— প্রিয় সখী! এস, এস! (এই বলিয়া তিনজনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।)

রাধা (হর্ষসহকারে) মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ নিকটেই রহিয়াছেন; যেহেতু ধেনুগণকে দেখা যাইতেছে। (৫০॥#) (এই বলিয়া পরিভ্রমণ করিয়া উদ্বেগসহকারে) সখি! শ্রীহরির এই ধেনুগণ আর কোমল তৃণরাজি ভক্ষণ করিতেছে না কেন? তাহাদের নয়নে অনবরত বাষ্প ক্ষরিত হইতেছে; কেন? কেনই বা উদ্ঘূর্ণার উদয়হেতু তাহারা স্তনের নিকটবর্তী বৎসগণকেও লেহন করিতেছে না! আর, কী হেতুই বা ইহারা হাম্বারবে চতুর্দিক ভেদ করিয়া পথমধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে? # ৫০॥

(৫১॥#) (নেপথ্যে) যে এই গোষ্ঠরূপ সরোবরের জীবনস্বরূপ শ্রীহরিকে এখান হইতে দূরে অপহরণ করিয়াছে, কৃষ্ণসর্প ক্রোধভরে সেই কংস খলের বক্ষে দংশন করুক! হায়! এই গোপীরূপা শফরীগণ হৃদয়ের ক্লান্তিবশতঃ ভূতলে গাত্র লুণ্ঠন করিয়া ক্ষীণতর শ্বাসপ্রবাহ ধারণ করিতেছে। এমতাবস্থায় কে তাহাদের রক্ষক হইবে? # ৫১॥

রাধা (অতিশয় কম্পিতা ও ঘূর্ণিত হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।) #

ললিতা— সখি! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও।

রাধা — (নয়ন উন্মীলনপূর্বক আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া)—
হে প্রভো! সূর্যদেব! শ্রীরাধা আপনাকে নমস্কার করিতেছে; তাহার অভীষ্ট সাধন করুন।

বিশাখা (উদ্বেগের সহিত) সূর্যদেব মঙ্গল সূচনা করিয়াছেন।

রাধা — (যেন শুনিতে পান নাই, এই ভাবে) হায় সখি!
যমুনার এই তীরভূমি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নসমূহদ্বারা জগতের নয়নাকর্ষক এক বিলক্ষণ ভাব লাভ করিয়া আমার নয়নযুগলের গোচর হইয়া ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহকে বিহ্বল করিতেছে ॥ ৫২॥

ললিতা — সখি! চল, আমরা এই যমুনা-পুলিনে সূর্যদেবের আরাধনা করিয়া অভীষ্ট বিষয়ের প্রার্থনা করি।

রাধা (যমুনাপুলিনে ভূমিলুণ্ঠন সহকারে) হে কমল-বদন!
তুমি যেখানে বারম্বার আমাদের গোপাঙ্গনাদের প্রণয়গম্ভীর সন্তোষ-প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিলে, এই সেই যমুনা-পুলিন; পরন্তু সম্প্রতি এখানে খেদগ্রস্তা আমাদিগকে আলিঙ্গন দ্বারা সম্বর্ধনা করিতেছ না কেন? ॥৫৩॥

ললিতা (যমুনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হে সূর্যকুল-শিরোমণিস্বরূপে ভগিনি! তোমার নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত আমরা এখানে আসিয়াছি।

রাধা — (ললিতার পূর্বোক্ত পদ্যের অবশিষ্ট অর্ধভাগ সংস্কৃত ভাষায় পূরণ করিয়া)
হে সখি! যেহেতু মণিময় প্রাসাদের সহিত স্পর্ধা
করিবার যোগ্য ও কুঞ্জপরিশোভিত তোমার এই
নবীন তীরভাগ তাঁহার লীলাগৃহরূপে ব্যবহৃত
হইয়াছিল ॥ ৫৪ ॥ (এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।)
বিশাখা — ললিতে! শ্রীকৃষ্ণের নির্মাল্য মাল্য ইঁহার নাসিকার
অগ্রভাগে স্থাপন কর। (উভয়ে সেইরূপ করিলেন।) =
রাধা — (দীর্ঘকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া) ললিতে! শোন!
সখি! আমি এমন এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি,
যাহা এখন প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে; তৎকালে ঐ স্বপ্নদশাকেও আমার
জাগ্রদ্দশা বলিয়াই বোধ হইতেছিল। আমি দেখিলাম —
রাজা কংসের কোন এক দুষ্ট দূত বৃন্দাবনে আসিয়া
শ্রীকৃষ্ণকে রথের দ্বারা (এইরূপ অর্ধোক্তির পর) — না,
না, ব্রজে মঙ্গল বিরাজ করুক ॥ ৫৫ ॥
সেইহেতু আমি এই দুঃস্বপ্নের দুঃসময় ভাবি ফলের
শান্তির নিমিত্ত যমুনায় স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব।
বিশাখা — সখি! চল, আমরা খেলাতীর্থে গমন করি, যেখানে
সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন।
(এই বলিয়া সকলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।)

(অনন্তর বৃন্দার ও মুখরার প্রবেশ)

মুখরা — বৎসে! রাধা কী করিতেছেন?

বৃন্দা — আর্য্যে! দেখুন, ইনি বিশাখার সহিত খেলাতীর্থে অবগাহন (স্নান) করিতেছেন।

রাধা (উন্নত তরঙ্গ দর্শন করিয়া) বিশাখে! তুমি যে আমাকে আজ খেলাতীর্থে লইয়া আসিয়াছ, তথা জলই হইয়াছে; ঐ দেখ, তোমার সখা নীল কমলবনে লুক্কায়িত হইয়া সুদীর্ঘ বাহুযুগল বিস্তার পূর্বক খেলা করিতেছেন।

বিশাখা — অতএব জলে অবতরণ কর।

(এই বলিয়া উভয়ে জলে নিমগ্না হইলেন।)

ললিতা — (উভয়ের জল প্রবেশ দর্শন করিয়া চিৎকার সহকারে) হা ধিক্, হা ধিক্! হতা হইলাম! প্রিয়সখী শ্রীরাধা বিশাখার সহিত গভীর জলপ্রবাহে নিমগ্না হইলেন, কিন্তু পুনরায় উত্থিতা হইলেন না! তবে আমি তাহাদের উভয়ের তৃতীয় স্থান গ্রহণ করি। (এই বলিয়া জলে অবতরণের ভাব প্রকাশ করিলেন।)

মুখরা — (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) হা দৈব, হা দৈব, ইহা কী হইল?

বৃন্দা — (ক্রন্দন-সহকারে) হায়! ধিক্! এ কী দশা

উপস্থিত হইল ? (এই বলিয়া ব্যথা প্রকাশ করিয়া—)
আর্য্যে! ললিতা শোকবেগে জলমগ্না হইতে ইচ্ছা
করিতেছে। সত্বর তাহাকে ধারণ করুন (উভয়ে সেইরূপ
চেষ্টা করিলেন।)॥

ললিতা—(দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বগত) হা ধিক্, হা ধিক্,
প্রবল বিঘ্ন উপস্থিত হইল! সেইহেতু ~~অতএব~~ কোন ছল করিয়া
এস্থান হইতে নির্গতা হইয়া গিরি-গোবর্ধনে ভৃগুপতনের
অনুষ্ঠানদ্বারা, প্রিয়জনের বিয়োগদর্শনেও ~~[illegible]~~
~~শিলা-কঠিনা এই তনুকে~~ (অবিদীর্ণ, প্রস্তরতুল্য) কঠোর
এই দেহকে শিলার আঘাতে চূর্ণ করিব। (এই বলিয়া
শোকবেগ গোপনপূর্বক প্রকাশ্যভাবে) আর্য্যে!
আমাকে ত্যাগ করুন। আমি ~~[illegible]~~ এই আশ্চর্য্য-
বৃত্তান্ত দেবী পৌর্ণমাসী প্রভৃতির নিকট যাইয়া
~~বিজ্ঞাপিত~~ জ্ঞাপন করিব। (এই বলিয়া ~~নির্গতা হইলেন~~ প্রস্থান।)॥

(আকাশবাণী। কি ~~জগতে~~ কোন্ কৃতী ব্যক্তি এই গোপাঙ্গনা
শ্রীরাধার ~~সমুজ্জ্বল~~ মাহাত্ম্যরাশি বর্ণন করিতে সমর্থ
হইবে ? অহো! নবীন-বিদ্যুদ্বিলাসিনী এই শ্রীরাধা অদ্য
নিজ সখীর সহিত সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়াছেন, যাহা
মুনীন্দ্রগণের পক্ষেও দুষ্কর ॥ ৫৩॥

বৃন্দা — আর্ত্তে ! ঐ শুনুন, মেঘমণ্ডলের অন্তরালে অবস্থিত সিদ্ধগণ শ্রীরাধার নৈতিকতার প্রশংসা করিতেছেন ।

সুমধুর (ভূলুণ্ঠনসহকারে) হা হা ! নাতিনি রাধে ! তুমি কোথায় গেলে ?

বৃন্দা (খেদসহকারে) অহো ! আমি এই গভীর বিপত্তির চিন্তা করিয়া চারিদিকে অতিতীব্র পুটপাকের জ্বালায় আকুল হইয়া পড়িয়াছি ! হে কমল-লোচনে সখি ! কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণ তোমার এই অকালে মরণবার্তা শ্রবণ করিয়া যে কীরূপ হইবেন, তাহা বলিতে পারিনা ॥ ৫৭॥

(পুনরায় আকাশবাণী) শিব, শিব ! শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-রত্ন-পেটিকা ও শ্রীরাধার সাক্ষাৎ জীবনস্বরূপা এই সুদতী ললিতাও খেদার্তা হইয়া সত্বর গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিতা হইলেন ॥ ৫৮ ॥

সুমধুর — হা ললিতে ! তুমিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ? (এই বলিয়া উদ্ঘূর্ণনসহকারে) বৃন্দে ! শোকানলের জ্বালায় জ্বলিত এই শরীরকে যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া শীতল করিব। (এই বলিয়া জলে অবতরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।)

(পুনরায় আকাশবাণী) বৃদ্ধে ! তুমি সম্প্রতি এরূপ অনুচিত কার্য করিও না ।

বৃন্দা- আর্য্যে! সূর্য্যমণ্ডল হইতে বহির্গতা এই বাণী কোন-রূপেই লঙ্ঘনের যোগ্য নহে।

সুস্বরা — তবে চল, এই বৃত্তান্ত ভগবতী পৌর্ণমাসীকে জ্ঞাপন করি।

(পুনরায় আকাশে গম্ভীর ধ্বনি)

সুস্বরা — বৎসে! এই দৈববাণীটি যে কীরূপ, তাহা ভালরূপে শোনা গেলনা।

বৃন্দা (দেবী)! যিনি কমলিনীর প্রিয়বিরহজনিত বেদনার শান্তি-কারক ও চক্রবাক-বধূর প্রিয়-সঙ্গমের সাক্ষিস্বরূপ, সেই সূর্য্যদেবের এই দিব্যবাণী নিষ্কপটভাবে কর্ণ-গোচর করুন — "হে সুস্বরে! তুমি যমুনার জলে (নিমজ্জন দ্বারা অর্থাৎ নিমগ্না হইবার) সাহস প্রকাশ করিও না; তোমার অভীষ্ট মনোরথ পুনরায় আনন্দসুধাধারা পরিপূর্ণ হইবে।

(অনন্তর সুস্বরা ও বৃন্দার প্রস্থান।)

(এইরূপে সকলের প্রস্থান।) ॥

ইতি শ্রী ললিতমাধব নাটকে উন্মত্তরাধিকা নামক তৃতীয় অঙ্কের বঙ্গানুবাদ

চতুর্থ অঙ্ক

(তদনন্তর শ্রীমদুদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব — এই শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ী ব্যক্তির নিকটে প্রেমে বশীভূত হইয়া, সর্বজগতের গুরু হইয়াও অজ্ঞজনের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন! প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের শিরোমণি হইয়াও ভক্তভাব আশ্রয় করিতেছেন! আর, আনন্দঘন স্বরূপ হইয়াও দীনভাব ধারন করিতেছেন ॥১॥

(সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া—) গার্গীকে যে এস্থানে দেখিতেছি! (এই বলিয়া নিকটে গিয়া) আর্য্যে! প্রণাম করিতেছি।

(গার্গীর প্রবেশ)

গার্গী — অমাত্য! চিরকাল ভক্তিসুধাপ্রবাহ দ্বারা পৃথিবীকে সেচন কর।

উদ্ধব — আপনি নিশ্চয়ই যদুরাজের রাজ্যাভিষেকোৎসবে পূজনীয়া রোহিণীদেবীর সহিত গোকুল হইতে এস্থানে আসিয়াছেন?

গার্গী — না, না; আমি রাম ও কৃষ্ণের উপনয়ন ব্রতোৎসবে আমন্ত্রিতা ব্রজেশ্বরীর সহিত এস্থানে আসিয়াছি।

উদ্ধব — তাহা হইলে আপনি কি (মনে হয়) রঙ্গক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সেই অলৌকিকী লীলা দর্শন করেন নাই?

গার্গী — তাহা কীরূপ, বল দেখি?

উদ্ধব — আর্য্যে! শ্রবণ করুন — সাধুবৃন্দরূপ চক্রবাকগণের অতিশয় আনন্দোৎপাদনকারী, লোকরঞ্জন, খলবৃন্দরূপ খদ্যোতগণের দীপ্তিহারী, কুবলয়াপীড়নামক হস্তীর (পক্ষে — কুমুদগণের) দীর্ঘনিদ্রা-দানকারী, মল্লরূপ পেচক-গণের পীড়নকারী এবং যদুকুলরূপ কমলের উল্লাসপ্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণসূর্য্য কংসরূপ অন্ধকারের বিনাশের নিমিত্ত রঙ্গমঞ্চের দ্বারকপ উদয়-পর্ব্বতে উদিত হইয়াছিলেন ॥ ২॥

গার্গী — তার পর, তার পর?

উদ্ধব — অনন্তর হস্তীর রুধিররূপ কুঙ্কুম, মদ-রূপ অগুরু ও নিজ ঘর্ম্ম রূপ চন্দনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে পরিলিপ্ত হইয়া স্কন্ধদেশে নিহত হস্তীর পরিপক্ব দন্তটিকে ভূষণরূপে ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ এই রঙ্গস্থলীর মধ্যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ৩॥

অনন্তর, দশবিধ লোকগণ তাদৃশ-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে দশরূপে অনুভব করিয়াছিলেন ; যথা —

তৎকালে রঙ্গক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া দৈত্য-গুরু ব্রাহ্মণগণ খুনায় মুখবিকৃতি, মল্লগণ ক্রোধে, পায়ে রাঙিমভাব, সখাগণ হাস্যবশতঃ গণ্ডযুগলের বিকাশ, খলগণ ভয়ে মূর্চ্ছা, ঋষিগণ শান্তভাবে ধ্যান, মাতাগণ করুণাহেতু

নয়নে উষ্ণ জল, যোদ্ধৃগণ বীররসের আবেশে রোমাঞ্চ, সুরশ্রেষ্ঠগণ হৃদয়ে অদ্ভুত ভাবজনিত চমৎকারিতা, দাসগণ সেবানুরাগহেতু নৃত্য, আর সুলোচনা সুন্দরীগণ মধুর রসের আবেশহেতু কটাক্ষ ধারণ করিয়াছিলেন॥ ৪॥

অন্বয়: উত্তম নাগকেশর পুষ্পের মাল্যদ্বারা (পক্ষে— শ্রীঅঙ্গস্থিত রোমরাজিদ্বারা) শোভিত ও চানূরদৈত্যের অনুগ চঞ্চল মল্লসৈনিকগণের অতিশয় বিমর্দনকারী (পক্ষে চানূররূপ চঞ্চল চমূরুমৃগের মর্দনকারী) সেই যদুসিংহ কৌতুকাক্রান্তচিত্তে দুষ্ট কংসরূপ কুঞ্জরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫॥

গার্গী — ভাগ্যক্রমে সাধুগণের এই তীব্র হৃদয়শূল বিনষ্ট হইল; (আনন্দপ্রকাশ করিয়া) অহো! পৌর্ণমাসীই ধন্যা; যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া রঙ্গক্রীড়াদি কৌতুকসমূহ দর্শন করিতেছেন।

উদ্ধব — ইহা আর কী বলিতেছেন; এই পৌর্ণমাসীর সম্বন্ধহেতুই সান্দীপনি মুনিও জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের গুরু হইয়াছেন।

গার্গী (সংস্কৃতভাষায়) যিনি সকল অভীষ্টসিদ্ধির বীজস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রমসংস্কারে ইন্ধন-কাষ্ঠসংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, অহো! সেই আচার্য-পত্নী নিশ্চয়ই উত্তম চিন্তামণিকে পিণ্যাকের (তিল কল্কের) মূল্যরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন! ৩।।

উদ্ধব — x লোকসমাজে শিষ্যগণের আচার প্রচার করিবার নিমিত্ত ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই চাতুরী; সেইহেতু এ বিষয়ে গুরুপত্নীর কোন অপরাধ নাই।

গার্গী — শুনিতে পাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যমপুরী হইতে মধুমঙ্গলকে আনয়নপূর্বক পুনরায় গুরুর নিকটে দাক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছেন।

উদ্ধব — কেবলমাত্র গুরুকেই দাক্ষিণা দেন নাই, পরন্তু কেলি-গুরু নিজেকেও দাক্ষিণা দান করিয়াছেন; যেহেতু, আমি গোকুলে এই মধুমঙ্গলের সৌভাগ্যের কথা শুনিয়াছি।

গার্গী — তবে তুমি কি গোকুলে গিয়াছিলে?

উদ্ধব — হাঁ!

গার্গী — কী করিতে গিয়াছিলে?

উদ্ধব — দেবী চন্দ্রাবলীকে আনিবার নিমিত্ত।

গার্গী — তবে তাঁহাকে আনিলে না কেন?

উদ্ধব — (বাষ্পাকুলনয়নে) রুক্মী তাঁহাকে গোকুল হইতে কুণ্ডিনপুরে লইয়া গিয়াছেন।

গার্গী — চন্দ্রাবলী যে গোকুলে ছিলেন, তাহা তিনি কোথা হইতে শুনিলেন?

উদ্ধব — সখা শিশুপালের মুখ হইতে।

গার্গী — তিনি কোথা হইতে শুনিলেন?

উদ্ধব — তদীয়া মাতা মাননীয়া শ্রুতশ্রবার মুখ হইতে।

গার্গী — হাঁ হাঁ ঠিক বটে; তিনি কংসের কারাবন্ধন হইতে বিমুক্ত ভ্রাতা আনকদুন্দুভিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পিতৃগৃহে আসিয়াছিলেন; আর, তৎকালে অনভিজ্ঞা আমিই গোকুলের যাবতীয় রহস্য তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

উদ্ধব — আর্য্যে! আপনার এ বিষয়ে কোন দোষ নাই; যেহেতু আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের প্রতি বিধাতাই প্রতিকূল।

গার্গী — রুক্মী চন্দ্রাবলীকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে কেহই তাহার বিরোধী হইল না কেন?

উদ্ধব — গোকুলেশ্বর দীর্ঘ দিন যাবৎ বান্ধবগণের সহিত মথুরায় অবস্থান করায় এবং গোমল অর্থাৎ গোবর্দ্ধনমল্ল নিহত হওয়ায় আর কে বাধা দিতে পারে?

গার্গী — হে সৌম্য! পদ্মা প্রভৃতি চারিটি কন্যাকে এখানে আনিলে না কেন?

উদ্ধব — পদ্মা নগ্নজিৎ রাজার কন্যা, শ্যামলা মদ্রেশ্বরের

কন্যা, ভদ্রা কেকয়-রাজের কন্যা, আর শৈব্যা শৈব্যরাজের কন্যা। বীণা-নিপুণ মুনিপ্রবর শ্রীনারদের মুখ হইতে দীর্ঘকাল পরে ইহা জানিতে পারিয়া উক্ত রাজ-চতুষ্টয় গোপরাজ শ্রীনন্দকে বিনয়পূর্ণ ব্যবহারে সন্তুষ্ট করিয়া কন্যাগণকে গোকুল হইতে নিজ-নিজ-স্থানে লইয়া গিয়াছেন ॥৭॥

গার্গী – কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা গোকুলকন্যাগণ কুশলে আছেন ত?

উদ্ধব – (বাষ্পপূর্ণনয়নে) সেই ষোড়শসহস্র একশত কুমারী শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত বেদনায় সন্তপ্তচিত্ত হইয়া যমুনার তটসমীপে একত্রিত হইয়া কাত্যায়নীদেবীর কোন এক স্তব পাঠ করিতেছিলেন; (এমনসময়ে দৈবক্রমে) অচিরকালমধ্যে প্রচণ্ডস্বভাব এক দানব হঠাৎ তাঁহাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল ॥৮॥

গার্গী – (বিস্মিতভাবে) তোমার প্রভু এ বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন কি?

উদ্ধব – হাঁ! শুনিয়াছেন বটে, পরন্তু সম্পূর্ণ শুনেন নাই (এখনও শ্রোতব্য কিছু অবশিষ্ট আছে)।

গার্গী – তাহা কিরূপ?

উদ্ধব – ষোড়শসহস্র একশত আট জন কুমারীর মধ্যে সম্প্রতি আর একজনও গোকুলে নাই।

গার্গী — আর, তাঁহারই বা অপর বিষয়ের অনুসন্ধানের অবসর কোথায়? যেহেতু শ্রীরাধার তাদৃশী দারুণ দুর্দশা-হেতুই তাঁহার লেশমাত্র শান্তিলাভও দুর্ঘট হইয়াছে।

উদ্ধব — আর্য্যে! আপনি সত্যই বলিয়াছেন; আর, ভগবতী পৌর্ণমাসীও সেইজন্যই অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবিনোদনের এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।

গার্গী — তাহা কীরূপ?

উদ্ধব — সঙ্গীত-বিদ্যার প্রবর্ত্তক ভরত-মুনির নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দ্বারা এক অপূর্ব্ব রূপক প্রণয়ন করাইয়াছেন। আর, দেবর্ষি প্রবরের দ্বারা তাহা তুম্বুরুর নিকটে প্রেরণ করায় তুম্বুরুও গন্ধর্ব্বগণকে তাহা পাঠ করাইয়াছেন।

গার্গী — হাঁ; আমিও এমন কতিপয় দিব্য পুরুষকে দূরমনীয়া পৌর্ণমাসীর সহিত আলাপ করিতে দেখিলাম; তাহা হইলে ইঁহারাই সেই গন্ধর্ব্ব হইবেন?

উদ্ধব — হাঁ; ঐ দেখুন, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সখীমণ্ডলের সহিত নৃত্য দর্শনের নিমিত্ত পদ্মরাগমণিময় মন্দিরের অলিন্দে আরোহণ করিতেছেন।

গার্গী — আমি যাইয়া সুমনাকে এখানে পাঠাইতেছি।
উদ্ধব — আমিও ভগবতী পৌর্ণমাসীর সহিত নটবরকে প্রেরণ করিতেছি। (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি। বিষ্কম্ভক।

(অনন্তর পূর্ববর্ণনানুরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)।

কৃষ্ণ (খেদসহকারে) হা লীলাবতি! হা চকোরনয়নে! হা চন্দ্রমুখি! হা বিম্বোষ্ঠি! হা গুণবতী-গণাগ্রগণ্যে! হা নিখিল-ব্রজসুলোচনাগণের রাজ্ঞি! হা রাধে! দৈবহতকের দুর্বিলাসবশতঃ তুমি কিরূপ খেদদশা লাভ করিলে? ৭॥

মধুমঙ্গল — প্রিয়বয়স্য! শ্রীরাধার দর্শন সম্প্রতি অতিশয় দুর্লভ হইলেও আমার নিকটে যেন তিনি আকাশে বিদ্যমানাই আছেন, মনে হইতেছে।

কৃষ্ণ — সখে! সত্য সত্যই আশাদ্বারা এইরূপ প্রতারিত হইতেছি; যেহেতু সুমনা শ্রীরাধার বিয়োগে কাতরা হইয়া সত্বর জলমগ্না হইতে ইচ্ছা করিলে তাহার প্রতি সুদূর সূর্য্যমণ্ডল হইতে কৃপাভরে যে বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, হায় ধিক্! সেই বাক্যামৃতদ্বারা শ্রীরাধার

পুনর্মিলনবিষয়ে আশার অঙ্কুর উৎপাদিত হইয়া তাহাই আমার হৃদয়কে বলপূর্ব্বক বিদ্ধ করিতেছে অর্থাৎ পীড়া দান করিতেছে ॥১১॥

(ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া পুনরায় উচ্চস্বরে) হায়! অক্রূর গমনোদ্যত হইয়া অশ্বের বল্গা ধারণ করিলে চঞ্চলনয়না শ্রীরাধা ক্রন্দন করিয়া রথে আরোহণ করিতে চেষ্টা করায় পরিজনগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়া আমার প্রতি অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন; কিন্তু হা ধিক্! ক্রূরচিত্ত আমি অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সেই সুন্দরীর প্রতি কোনরূপ অনুনয়ও প্রকাশ করি নাই ॥১২॥

(অনন্তর উদ্ধবের, পৌর্ণমাসীর, সূত্রধারের ও তাহাদের পশ্চাৎ গন্ধর্ব্বগণের প্রবেশ)

উদ্ধব — দেব! এই সুনিপুণ দিব্য নর্ত্তক সম্প্রদায়কে আনয়ন করিয়াছি।

কৃষ্ণ — সূত্রধার! সত্বর তৌর্য্যত্রিক (নৃত্য, গীত ও বাদ্য) আরম্ভ কর।

সূত্রধার — ১২॥ মাধুর্য্যচিহ্নদ্বারা নীলপদ্মের সৌন্দর্য্যের পরাভবকারী, পরমজয়শীল শ্রীরাধার কটাক্ষবিলাস জয়যুক্ত হউক। ত্রিভুবনের বিজয়লক্ষ্মী কর্তৃক জয়মাল্য-

দ্বারা বিভূষিত হইয়াও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার উত্-
কটাক্ষ বিলাসদ্বারা খেলায় বিজিত হইয়াছেন ॥১২॥

কৃষ্ণ (হর্ষ সহকারে) — এই নান্দী প্রয়োগ হৃদয়ের আনন্দ-
দায়ক ও অতিসুন্দর।

সূত্রধার (পার্শ্বে দৃষ্টিপাত পূর্বক) — আর্য্যে! কোন
এক রমনীয়-রচনাযুক্ত নাট্যপ্রবন্ধদ্বারা জগদ্বন্ধু এই
শ্রীহরির সন্তোষ সম্পাদনের নিমিত্ত কুলাচার্য্য তুম্বুরু
স্বর্গ হইতে আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।

নটী — আর্য্য! সেই প্রবন্ধটি কি?

সূত্রধার — রসিক-শিরোমনিগনের আনন্দজনক ও
একমাত্র গোকুলবাসিগনের পক্ষেই সুলভ 'রাধাভিসার'
নামক সেই জনগর্ভ প্রবন্ধটি সর্বদা উৎকর্ষের সহিত
বিরাজমান রহিয়াছে ॥১৩॥ সেইহেতু সম্প্রতি মাঙ্গলিক ধ্রুপদ-
সঙ্গীতের আরম্ভ করা হউক।

নটী — আর্য্য! কোন ঋতুকে অবলম্বন করিয়া গান
করিব?

সূত্রধার — আর্য্যে! দেখুন, দেখুন ১৪। সম্প্রতি যেকালে কুন্দরাজিকে
পরিত্যাগ করিয়া নবমালিকা কুসুমের সহিত শোভার
মিলন হইতেছে, কোকিল-কুল দীর্ঘকালের পরিত্যক্ত

পঞ্চম রাগবিষয়ক চাতুর্য্য পুনরায় স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং ভাণ্ডীর-তরু হইতে পাণ্ডুরবর্ণ পত্রসমূহ সম্পূর্ণরূপে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, তাদৃশ কোন এক সমুজ্জ্বল (বসন্ত) কাল কৌতুক সহকারে ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে ॥১৪॥

নটী — এস্থানে (অথবা, এ সময়ে) মাধবীলতা চারিদিকে সুকঠিনা শমীলতাকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইলেও ক্ষুদ্র ভ্রমর কি মধুপানের নিমিত্ত তথায় কুসুম-গুচ্ছে উপস্থিত হয়না?

সূত্রধার (সন্তোষ সহকারে) — আর্য্যে! সাধু, সাধু, আমাদের নাটকীয় প্রস্তাবনার সহিত সুসঙ্গত রূপেই আপনার সঙ্গীত-বিন্যাস হইয়াছে; যেহেতু, জরতী সর্ব্বদা বাধা উৎপাদন করিলেও মাধব নিরন্তরই অবাধে সুষ্ঠুরূপে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার রতিবিধান করিতেছেন ॥১৫॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

(শ্রীরাধিকারমণ অভিমানী) (শ্রীনন্দনন্দন মাধবের প্রবেশ)

মাধব — পরমশোভাময় বসন্তকাল মলয়বায়ুকে সহচর করিয়া সমুদিত হইয়াছে! তন্মধ্যে আবার

এই বৃন্দাবন এসময়ে মদমত্ত ভ্রমর-ও-বিহঙ্গকুলদ্বারা মনোহরভাব ধারণ করিয়াছে! এসময়ে শ্রীরাধা যদি এখানে অভিসার করেন, তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে নিবিড় আনন্দের বিলাসসমুদ্রের তরঙ্গমালার চঞ্চল কোলাহলস্বরূপই হইবে ॥১৭॥

মধুমঙ্গল (উচ্চহাস্য করিয়া) — হী হী, দেবেন্দ্রপুরের ভণ্ড এই দাসীপুত্রগণ আমার প্রিয়বয়স্যের এক দ্বিতীয় রূপ দর্শকগণের গোচর করাইল।

উদ্ধব (আশ্চর্য্যসহকারে) যাঁহার করকমল নবীনমুরলী-রূপ মরালীর দ্বারা মনোহর, যাঁহার গুঞ্জামালার বিচিত্রা কান্তি পদ্মরাগমণির কান্তিকেও পরাভূত করিয়াছে, যাঁহার ময়ূরপুচ্ছের চূড়ার প্রান্তভাগ মৃদুল পবন-বেগে চঞ্চলতা ধারণ করিতেছে, তাদৃশ এই শ্যামকান্তি ময়ূরের বিলাস আমার হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিতেছে ॥১৮॥

(দ্বারকাবিলাসাভিমানী) কৃষ্ণ (ঔৎসুক্যসহকারে রোমাঞ্চ প্রকাশ করিয়া) সখে! এই নট যে অদ্ভুত, অপূর্ব্ব মাধুর্য্যপরিমলের প্রকাশক গোপলীলাধারী আমার দ্বিতীয় রূপ প্রদর্শন করাইয়া বারম্বার আশ্চর্য্যের সঞ্চার করিতেছে, হে সখে! আমার ক্রীড়াকৌতুক-চপল চিত্তটি তাহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সদ্যই শ্রীরাধার সারূপ্যলাভের ইচ্ছা করিতেছে॥১৯॥

কান্তি প্রকাশ কর। পক্ষি শ্রেষ্ঠ চক্রবাক বিরহে আকুল
হইয়া অসংখ্য কাকু-বাক্য প্রকাশপূর্বক তোমার নিকটে
যাচ্ঞা বিস্তার করিতেছে। (পক্ষান্তরে) হে ললিতে!
তুমি অনুরাগযুক্তা, উত্তম কান্তিসম্পন্না নবীনা শ্রীরাধাকে
এস্থানে আনয়ন কর। গৃহচরগণের মধ্যে মুখ্য চক্রী শ্রীকৃষ্ণ বিরহাকুল হইয়া
অসংখ্য কাকু বাক্য [illegible] উচ্চারণ করিতে করিতে তোমার নিকটে
ভিক্ষুর ভাব বিস্তার অর্থাৎ যাচ্ঞা ক প্রার্থনা করিতেছে)॥২২॥
(দ্বারকালীলাভিমানী)
কৃষ্ণ (কৌতুক-সহকারে) — দেবর্ষি শ্রীনারদের অনুগ্রহে
কী না হইতে পারে? যেহেতু আমার মনোভাব
অন্যের নিকট দুর্জ্ঞেয় হইলেও এই নট দেবর্ষির অনু-
গ্রহে ইহা প্রকাশ করিতেছে।
(শ্রীবৃন্দাবনলীলাভিমানী)
মাধব (হর্ষ সহকারে) — এই যে অনতিদূরেই আমার
চিত্ত-হরিণের আকর্ষণকারী মনোহর নূপুরের সেই
পরিচিত ধ্বনি! সেইহেতু এখন আমি এই মাধবী-মণ্ডপে
প্রবেশ করি। (এই বলিয়া প্রস্থান)
(অনন্তর শ্রীরাধার ও তৎপশ্চাৎ ললিতার প্রবেশ।)
রাধা (ঔৎসুক্যসহকারে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) —
সখি ললিতে! দেখ, দেখ, এই তরঙ্গ-শ্রেণী বক্ষে ধন্য; যেহেতু
ইহা শৈবাললতায় আবদ্ধচরণা এই হংসীকে মোচন

মুখরা — হায় মাতিনি রাধিকে! তুমি জীবিত আছ? (এই বলিয়া তদাভিমুখে ধাবিত হইলেন।)

পৌর্ণমাসী (মুখরার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া) — স্নেহ-বিমূঢ়ে! ইহা গন্ধর্বগণের নাট্যপ্রয়োগমাত্র।

মুখরা — (অশ্রুপাতসহকারে) ভগবতি! আমি মনে করিতেছি, শ্রীরাধা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া লোকান্তরে গমন করিলে স্বর্গবাসী গন্ধর্বগণ পুনরায় তাহাকে এস্থানে লইয়া আসিয়াছেন।

রাধা — সখি ললিতে! তুমি পুষ্পচয়ন-কৌতূহলের নিমিত্ত আমাকে যখন গৃহ হইতে লইয়া আসিয়াছিলে, তখন বোধ হয় আর্য্যা মুখরা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ললিতা — কেবল আর্য্যা মুখরা নহেন, জটিলাও দেখিতে পাইয়াছেন।

মুখরা (বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে) — হায় বৎসে! অতএব তুমি এই নিষ্ঠুরা-কর্তৃক দগ্ধ হইয়াছ।

মধুমঙ্গল (ক্রোধসহকারে) — হে রাক্ষসি বৃদ্ধে! এখন আর এই মিথ্যা প্রেম দেখাইবার প্রয়োজন নাই। তখন তুমি আমাকে গৃহের নিকটবর্তী উদ্যানের প্রান্তভাগে দেখিয়াই কুক্কুরীর মত চিৎকার করিয়া উঠিতে।

সুমুখী — আর্য্যে সর্ব্বজ্ঞে! আমি কী করিব? ভগবতী পৌর্ণমাসী রহস্যসমুদয় গোপন রাখিয়া আমাকে বঞ্চিতা করিয়াছেন!

রাধা — সখি! যদি তাঁহারা আমাকে দোষযুক্ত জানেন, তবে এখন উপায় কী, বল।

ললিতা — অয়ি মন্দগামিনি! চল, সত্বর এই মুক্ত পথ ত্যাগ করিয়া কদম্বতরুসঙ্কুল কালিন্দীতীরবর্ত্তী পথে গমন করি। (এই বলিয়া উভয়ে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।)

রাধা — সখি! এই শব্দায়মান নূপুরসমূহ আমাকে ধারণ করাইলে কেন? ইহা যে আমার গমন প্রকাশ করিয়া দিতেছে!

ললিতা — এই নূপুর সংশয়শীলা জটিলার বুদ্ধির মোহ উৎপাদন করুক।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) — শ্রীরাধাকে ত দৃষ্টিপথে দেখিতেছি না; তবে উহাকে কোথায় অনুসন্ধান করিব? (ভূতলে দৃষ্টিপাত করিয়া হর্ষসহকারে) এই যে বধূর পদচিহ্নসমূহ দেখা যাইতেছে; যেহেতু ইহা কুণ্ডলাকার সৌভাগ্যচিহ্নদ্বারা চিহ্নিত রহিয়াছে, সেইহেতু এই পথ ধরিয়াই অনুসন্ধান করি।

রাধা — সখি! অদ্য আমি স্বপ্নে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার অনুভব করিয়াছি।

ললিতা — সখি! তাহা কী?

রাধা — তুমি লবঙ্গকুঞ্জে পুষ্পচয়ন করিতেছিলে এমন সময়ে বৃন্দাবনবাসী মদমত্ত করিরাজ আসিয়া হস্তদ্বারা তোমার হস্ত ধারণ করিলে তুমি ব্যগ্রতাহেতু ঘূর্ণিতা হইলে সে তোমার অধর-পল্লব বলপূর্ব্বক দংশন করিয়া বাম স্তনে কামদেবের তীক্ষ্ন অঙ্কুশরূপ করকমল (এইরূপ অর্দ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিয়া রোমাঞ্চসহকারে মুখ অবনত করিলেন।)

ললিতা (মৃদু হাস্য করিয়া) — হে সরলে! আমি তৎকালে তোমার বক্ষোদেশে কস্তুরীদ্বারা পত্রভঙ্গী রচনা করিতে করিতে লক্ষ্য করিয়াছি যে, তুমি স্বপ্নে নাগর কুঞ্জরের সহিত বিলাস করিতেছ! সেইহেতু স্পষ্ট করিয়া বল, তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গের অযোগ্য সেই উত্তম অবসরকালে দীর্ঘসূত্রা নীবী-রূপা তোমার সহচরী স্বয়ং নির্গতা হইয়াছিল কিনা?

রাধা (স্বগত) — এই ধূর্ত্তা কীরূপে তাহা আশঙ্কা করিল? (প্রকাশ্যে ভ্রূভঙ্গীসহকারে) — হে বামাচারপরায়ণে! মিথ্যা আশঙ্কা কর কেন?

জটিলা — হংসগন নিশ্চয়ই নূপুরের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া যমুনার জল হইতে বনের দিকে ধাবিত হইতেছে ; সেইহেতু ~~অতএব~~ আমাদের নবীনা বধূটি (মনে হয়) নিকটেই আছেন।

উদ্ধব — আশ্চর্য! বৃদ্ধাগনেরও কী বুদ্ধি-কৌশল!

ললিতা (স্বগত) — মাধব বোধ হয় সম্মুখে ঐই মাধবী-কুঞ্জেই আছেন।

(অলিন্দের শ্রীকৃষ্ণরূপাভিমানী মাধবের ও তৎপশ্চাৎ বৃন্দার প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণরূপাভিমানী মাধব (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো! আমার হৃদয়ের আনন্দবিধানের কারনরূপে বিবিধ বিষয় ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করুক; পরন্তু গুনদ্বারা শ্রীরাধার এই অভিসারের সমতা ~~[illegible]~~ লাভ করিবার যোগ্য আর কে হইতে পারে? — শ্রীরাধার যে অভিসার আমার মনোরথের প্রানুশীলায় যৎকিঞ্চিৎ রূপে উদিত তৎক্ষণাৎ হইলেই আমার প্রগাঢ়-সুখময়ী ও অতুলনীয়া ~~[illegible]~~ জগদ্ বিস্মৃতি উপস্থিত হয়॥ ২৫॥

(দ্বারকালীলাভিমানী) কৃষ্ণ (পৌর্নমাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) — হায় ~~[illegible]~~ স্নেহশীলে! গুরু অপেক্ষাও গৌরবযুক্তা আপনিই সর্বদা আমার আনন্দবিধানে নিপুনতা লাভ করিয়াছেন; যেহেতু আপনি অদ্য নাট্যকলাপ্রদর্শনচ্ছলে আমাকে পুনরায় সেই দুর্লভ ~~গোকুল বিলাসে প্রবেশ করা~~ গোকুললীলায় প্রবেশ করাইলেন।

~~যোগমায়ালীলায় প্রবেশ করাইয়াছেন।~~

রাধা (স্বৈরমন সখীবর্গকে দেখিয়া সানন্দে স্বগত) — হে ভগবন্! আনন্দ-জলধর! তুমি জলবর্ষণদ্বারা আমার এই উৎকণ্ঠিতা দীনা দৃষ্টিচকোরীকে অবরোধ করিও না; সে ক্ষণকাল ইঁহার মুখচন্দ্রের দুর্লভ জ্যোৎস্না পান করুক। (প্রকাশ্যভাবে ভ্রূভঙ্গী করিয়া) ললিতে! তুমি যে সরলা আমাকে প্রতারণা করিয়াছ, ইহা কি সঙ্গত হইয়াছে? (এই বলিয়া নাসিকাদ্বারা ফুৎ ফুৎ শব্দে ললিতার সহিত কাঁদিতে লাগিলেন।)

ললিতা — সখি! আমাকে তিরস্কার কর কেন? ইহা দৈবকৃত ব্যাপার, আমি কী করিব?

১। স্বৈরমন অভিমানী সখীবর্গ (রাধাকে দেখিয়া হর্ষসহকারে) — ১৩।# শ্রীরাধার দেহরাজ্যে বাল্যরূপ রাজা শীর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ বাল্যদশার অবসান উপস্থিত হইলে) তাঁহার নয়নযুগল বারম্বার কর্ণযুগলের সীমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইতেছে; কুচযুগল ~~ত্রিবলিরূপ~~ ত্রিবলিরূপ রজ্জুদ্বারা মধ্যদেশকে বন্ধন করিয়া তাহার স্থূলত্ব হরণ করিতেছে, আর ভ্রূযুগল ধনুর বিলাস ধারণ করিয়া পদযুগলের চলশক্তি হরণ করিতেছে ॥১৩॥

ললিতা (সংস্কৃতভাষায়) হে সখি! যাঁহার দক্ষিণ পদ
বাম জঙ্ঘার অধোদেশে সংলগ্ন, কটিদেশ ঈষৎ বক্রভাবে
বিন্যস্ত, গ্রীবা তির্য্যগ্‌ভাবে স্থাপিত, নেত্রপ্রান্ত বঙ্কিম ভাবে
বিচরণশীল, কেশস্বরূপ ভ্রমরযুগল নৃত্যরত এবং যিনি
চঞ্চল অঙ্গুলীসংলগ্না বংশীকে মুকুলিত অধরে বিন্যাস
করিয়া বাদন করিতেছেন, হে বরাক্ষি! তুমি অগ্রবর্তী
সেই পরমানন্দময়কে গ্রহণ কর ॥২৭॥

জটিলা (আনন্দসহকারে) — এই যে দক্ষিণে শ্রীরাধা
রহিয়াছে। (নিকটে যাইয়া) অয়ি! অভিসারমার্গের
শিক্ষয়িত্রি ললিতে! এই সময়ে আমার পুত্র অভিমন্যু অতি-
দূরে চলিয়া গিয়াছে; অতএব তুমি এমতাবস্থায় গৃহশূন্য
করিয়া আমার এই নবীনা বধূকে এখানে আনিলে কেন?

ললিতা (শঙ্কিতভাবে স্বগত) — হা ধিক্! হা ধিক্! আমি
এই প্রতিকূলস্বভাবা বৃদ্ধা ডাকিনী কর্ত্তৃক দৃষ্টা হইয়াছি!
(প্রকাশ্যে) আর্য্যে! গার্গী বলিয়াছিলেন — অদ্য মাধবী-
পুষ্পরাশিদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা করিলে তিনি কোটি ধেনু
প্রদান করেন; এই নিমিত্তই আমি শ্রীরাধাকে মাধবীকুঞ্জে
লইয়া আসিয়াছি; অতএব আপনি প্রসন্না
হউন।

আমাকে যেরূপ আনন্দ দান করে, মহামুনিগণের মধুরপদ-
যুক্ত স্তুতিবচনও সেরূপ আনন্দ দান করিতে পারেনা। হা!
বৃন্দা — বৃন্দে! যে কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্ররূপা অমৃতময়ী
জোৎস্না রূপ চকোরের জীবনৌষধিস্বরূপা,
তাঁহার প্রতিও তুমি এই প্রতিকূল লাম্পট্যের আরোপ
করিতেছ কেন?

জটিলা (পরিহাসসহকারে উচ্চহাস্য করিয়া
সংস্কৃত ভাষায়) ৩০॥ এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের
পরবধূগণের বিনোদনহেতু প্রশংসিত গুণের কথা অবগত
না আছে? যেহেতু এই রতিচৌর পথমধ্যে মাধবীগণকে
বলপূর্বক নিরোধ করিয়া তাহাদের স্তনমুকুলে —
ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণুঃ (আর বলিবার প্রয়োজন নাই)॥৩০॥

রাধা (স্বগত) — হায় হতদৈব! রাধিকা তোমার নিকটে
কী অপরাধ করিয়াছে?

জটিলা — অয়ি সরলে বধূ! এই কালভুজঙ্গের বক্রদৃষ্টি-
দ্বারা পাষাণপ্রতিমাও স্বভাবচ্যুতা হইয়া জর্জরিতা হয়,
এ মুগ্ধস্বভাবা নবমালিকার ন্যায় সুকোমলাঙ্গী তোমার মত
দীনা রমনীর কথা আর কী বলিব? সেইহেতু চল, আমরা
সত্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করি। (এই বলিয়া ললিতার ও রাধার
সহিত প্রস্থান)

বৃন্দা — হে নাগর-বর! তুমি দুঃখ করিও না; সম্প্রতি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শারিকার মুখে ললিতাকে সংবাদ দিয়া বিশাখার দ্বারা তোমাকে যাহা হয় জানাইব। (এই বলিয়া বৃন্দার প্রস্থান।)

মাধব (খেদসহকারে) ওঃ! পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রালোকের ঈষৎ উদয়েই চন্দ্রকান্তমণি বিগলিত হইতেছিল; কিন্তু হায়! রাহুতুল্য ভীষণা জরতী তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল! ৩১॥ (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এখন বিশাখার সন্ধানের নিমিত্ত জটিলার গৃহপার্শ্ব-স্থিত মালতী-কুঞ্জে গমন করি। (এই বলিয়া পরিভ্রমণ করিয়া) ঐ যে অভিমন্যু নিজ-গৃহের অঙ্গনে অবস্থান করিতেছে; সেইহেতু আমি কিছুকাল এক পার্শ্বে আত্মগোপন করিয়া থাকি। (এই বলিয়া পার্শ্বে)

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু — আমি তিনশত প্রথম গর্ভবতী গাভী মূল্যদ্বারা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সুবর্ণ লইতে আসিয়াছি; পরন্তু মাতা কোথায় গেলেন?

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা — অহো! সম্প্রতি শুকের প্রতি শারীর বচন আমি নিভৃতে শ্রবণ করিয়াছি যে, অভিমন্যুর বেশে মাধব

এখনই আমার গৃহে উপস্থিত হইবে; সেইজন্য গৃহেই যাইয়া দেখি। (এই বলিয়া পরিক্রমণপূর্বক দূর হইতে দ্বারদেশে অভিমন্যুকে দেখিয়া) অহো! সত্যই ত এই ধূর্ত আসিয়াছে! সেইহেতু আমি যাইয়া কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া আসি।
(এই বলিয়া প্রস্থান।)

অভিমন্যু — বিশাখে! কোথায় আছ?

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা (স্বগত) — শারীর বচনানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে এস্থানে পাঠাইবার নিমিত্ত বিশাখা গিয়াছে। (প্রকাশ্যে লজ্জা দেখাইয়া অনুচ্চস্বরে) সুভগ! বিশাখা এস্থানে নাই।

(অনন্তর গার্গী, ভারুণ্ডা ও কুন্দলতা কর্তৃক পরিবৃত হইয়া জটিলার প্রবেশ)

জটিলা — কুন্দলতে! নিজ-সখীর সচ্চরিত্র দেখ।

কুন্দলতা — (দীর্ঘনিঃশ্বাসপূর্বক মুখ অবনত করিয়া মনে মনে) — হা দেব! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

ভারুণ্ডা — আর্যে গার্গি! দেখুন, দেখুন — রতিনাগর আপনার শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অভিমন্যুরই রূপ ধারণ করিয়াছে! অতএব আমার সখী জটিলা বৃথাই ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেনা।

জটিলা — আর্য্যে গার্গি! সৌভাগ্যক্রমে এখন আপনার এবিষয়ে বিশ্বাস হইল; অতএব সম্মুখে আসুন! ~~বেঁ কোথা~~ (এই বলিয়া পশ্চাতে যাইয়া পুত্রের হস্তধারণপূর্ব্বক তিরস্কার সহকারে) — রে ব্রজনাগরী-লম্পট! রে পরগৃহ লুণ্ঠনকারি কৃষ্ণ!

জটিলা আবার তোমাকেও নিজের পুত্র বলিয়া মনে করিবে?

(অভিমন্যু লজ্জাসহকারে মুখ ঢাকিয়া লুকাইয়া রহিল)

জটিলা — অরে লম্পট! মুখ ঢাকিতেছিস্ কেন? আজ বুঝি আর তোর বিদ্যা-বিক্রয় হইলনা? (এই বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে নিজের অভিমুখে ~~[illegible]~~ আনিতে লাগিল)

অভিমন্যু (স্বগত) — হা ধিক্! হা ধিক্! আমার বাতুলা জননীর ব্যবহারে লজ্জায় আকুল হইতেছি; সেইহেতু ~~[illegible]~~ সম্প্রতি স্থানান্তরে যাইতেছি। (এই বলিয়া চলিতে লাগিল)

জটিলা (দৌড়িয়া যাইয়া বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণপূর্ব্বক) — অরে চোর! শক্ত করিয়া ধরিয়াছি, কীরূপে পলাইবি?

অভিমন্যু (লজ্জাবনতমুখে) — আর্য্যে ভেরুণ্ডে! আমার জননী নিশ্চয়ই ভূতগ্রস্তা হইয়াছেন।

(সকলে তাহাকে চিনিতে পারিয়া উচ্চহাস্য করিলেন)

জটিলা (মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্বগত) — হা ধিক্, হা ধিক্! আমার কী ভ্রান্তি! আমার পুত্রই যে প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে! (এই বলিয়া লজ্জার সহিত বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে অর্থাৎ বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে প্রস্থান।)

ভারুণ্ডা — বৎস! সত্যই তোমার মাতা উন্মত্তা; যেহেতু তিনি তোমাকেই 'মাধব' বলিয়া মনে করিতেছেন।

(অভিমন্যু মৃদুহাস্য করিতে লাগিল।)

কুন্দলতা — বীর অভিমন্যু! আমার সখী রাধি পুণ্যবতী; যেহেতু তিনি সত্যবাদিনী, স্নেহশীলা, দাক্ষিণ্যস্বভাবা এবং তোমার মাতাকে শ্বশ্রূরূপে লাভ করিয়াছেন; এখন আমরা যাইয়া তাঁহার এই অপূর্ব নৃত্যের কথা ভগবতীর নিকট নিবেদন করি (এই বলিয়া (কুন্দলতার, নান্দীর ও ভারুণ্ডার) তিন জনের প্রস্থান)।

অভিমন্যু — ললিতে! মাতাকে এস্থানে লইয়া এস, আমি যে তাড়াতাড়ি যাইতে চাই।

ললিতা (বাহিরে যাইয়া পুনরায় প্রবেশপূর্বক) — বীর! আর্য্যা তোমার সম্মুখে আসিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন।

অভিমন্যু — যাহা হউক; আমি নিজেই গোষ্ঠ হইতে সুবর্ণ লইয়া যাই (এই বলিয়া প্রস্থান।)

নবদ্বারকাধীশাভিমানী কৃষ্ণ — সখে মিত্রপ্রবর! এই পরমানন্দময় ব্যাপারটি আমার পূর্বানুভূত হইলেও নটগণ এখন আবার নূতনরূপে অনুভব করাইল।

WEIGHTS AND MEASURES.

INDIAN BAZAAR WEIGHT.

4 Sikis	=	1 Tola.
5 Sikis	=	1 Kancha.
4 Kanchas or 5 Tolas	=	1 Chatak.
4 Chataks	=	1 Powah.
4 Powahs	=	1 Seer.
5 Seers	=	1 Pasari.
8 Pasaris or 40 Seers	=	1 Maund.

JEWELLER'S WEIGHT.

4 Dhans	=	1 Rati.
6 Ratis	=	1 Anna.
8 Ratis	=	1 Masha.
12 Mashas or 16 Annas	=	1 Tola or Bhari.

INDIAN TIME

60 Anupal	=	1 Vipal.
60 Vipal	=	1 Pal.
60 Pal	=	1 Dundo.
60 Dundo	=	1 Deen.
7 Deen	=	1 Hafta.
30 Deen	=	1 Mahina.
12 Mahina	=	1 Baras.

INDIAN LIQUID MEASURE

4 Chataks	=	1 Powah.
4 Powahs	=	1 Seer.
40 Seers	=	1 Maund.

INDIAN MONEY TABLE

3 Pies	=	1 Pice
2 Pice	=	1 Half-anna.
6 Pies	=	1 Half-anna.
4 Pice	=	1 Anna.
12 Pies	=	1 Anna.
16 Annas	=	1 Rupee.

INDIAN MONEY TO STERLING

1 Anna	=	1 Penny.
12 Annas	=	1 Shilling.
1 Rupee	=	1 Shilling & 6 Pence.
13 Rupees & 5 Annas	=	1 Pound.

CEYLON MONEY TABLE

100 Cents	=	1 Rupee.

BENGAL BAZAAR WEIGHT

5 Chataks	=	1 Kunka.
2 Kunkas	=	1 Khunchi.
2 Khunchis	=	1 Rek.
2 Reks	=	1 Pali.
2 Palis	=	1 Done.
2 Dones	=	1 Kati.
8 Katis	=	1 Arhi.
20 Arhis	=	1 Bish.
16 Bishes	=	1 Kahan.
16 Palis	=	1 Maund.
8 Dones	=	1 Maund.
20 Dones	=	1 Sali.

BENGAL LINEAL MEASURE

3 Jaubs	=	1 Anguli.
4 Angulis	=	1 Musti.
3 Mustis	=	1 Bitasti.
2 Bitastis	=	1 Hat.
2 Hats	=	1 Gaz.
2 Gazes	=	1 Dhanu.
2000 Dhanus	=	1 Kosh.
4 Koshes	=	1 Yojan.

BENGAL GRAIN MEASURE

5 Chataks	=	1 Koonkee.
4 Koonkees	=	1 Raik.
32 Raiks	=	1 Maund.

BENGAL PHYSICIAN'S WEIGHT

4 Dhans	=	1 Rati.
10 Ratis	=	1 Masha.
12 Mashas	=	1 Tola.

BENGAL CLOTH MEASURE

3 Angulis	=	1 Girah.
8 Girahs	=	1 Hath.
2 Haths	=	1 Gaz.

BENGAL MEASURE OF LAND SURFACE

20 Square Cubits (or Gandas)	=	1 Chatak.
16 Chataks	=	1 Katha.
20 Kathas	=	1 Bigha.

BOMBAY BAZAAR MEASURE

36 Tanks	=	1 Tipari.
2 Tiparis	=	1 Seer.
4 Seers	=	1 Payli.
16 Paylis	=	1 Phara.
8 Pharas	=	1 Kandi.
25 Pharas	=	1 Muda.

BOMBAY MEASURE OF LAND SURFACE

39¼ Square Cubits	=	1 Kathi.
20 Kathis	=	1 Pand.
20 Pands	=	1 Bigha.
6 Bigahs	=	1 Rukeh.
20 Rukehs	=	1 Chahur.

BOMBAY CLOTH MEASURE

2 Angulis	=	1 Tasu.
24 Tasus	=	1 Gaz.

MADRAS LOCAL WEIGHT

180 Grains	=	1 Tola.
3 Tolas	=	1 Palam.
8 Palams	=	1 Seer.
5 Seers	=	1 Vis.
8 Vis	=	1 Maund.
20 Maunds	=	1 Kandi.

MADRAS BAZAAR MEASURE

8 Ollaks	=	1 Paddi.
8 Paddis	=	1 Markal.
5 Markals	=	1 Phara.
80 Pharas	=	1 Garee

UNITED PROVINCES MEASURE OF LAND

20 Kachvansi	=	1 Bisvansi.
20 Bisvansis	=	1 Bisva.
20 Bisvas	=	1 Bigha.

PUNJAB MEASURE OF LAND

9 Sarsi	=	1 Marla
20 Marlas	=	1 Kanal.
4 Kanals	=	1 Bigha.
2 Bighas	=	1 Ghuma.

BRITISH AVOIRDUPOIS WEIGHT

16 Drams	=	1 Ounce.
16 Ounces	=	1 Pound.
14 Pounds	=	1 Stone.
2 Stones	=	1 Quarter.
4 Quarters	=	1 Hundred-weight.
20 Hundred-weights	=	1 Ton.

CAPACITY

4 Gills	=	1 Pint.
2 Pints	=	1 Quart.
4 Quarts	=	1 Gallon.
2 Gallons	=	1 Peck.
4 Pecks	=	1 Bushel.
8 Bushels	=	1 Quarter.

BRITISH LINEAL MEASURE

12 Inches	=	1 Foot.
3 Feet	=	1 Yard
5½ Yards	=	1 Pole.
40 Poles	=	1 Furlong.
22 Yards	=	1 Chain.
10 Chains	=	1 Furlong.
8 Furlongs	=	1 Mile.
1760 Yards	=	1 Mile.

BRITISH MONEY TABLE

4 Farthings	=	1 Penny.
12 Pence	=	1 Shilling.
20 Shillings	=	1 Pound.
2 Shillings	=	1 Florin.
2 Shillings & 6 Pence	=	1 Half-crown

BRITISH MEASURE OF LAND

144 Sq. Ins.	=	1 Sq. Foot
9 Sq. Feet	=	1 Sq. Yd.
1210 Sq. Yds.	=	1 Rood.
4 Roods	=	1 Acre.
640 Acres	=	1 Sq M.

BRITISH TABLE OF TIME

60 Seconds	=	1 Minute.
60 Minutes	=	1 Hour.
24 Hours	=	1 Day.
7 Days	=	1 Week.
4 Weeks	=	1 Month.
12 Months	=	1 Year.
365 Days	=	1 Year.
366 Days	=	1 Leap Year.
52 Weeks	=	1 Year.

শ্রীশ্রীললিত মাধব-নাটকের বঙ্গানুবাদ
No 8
খাতা নং ৩
The
Venus
Exercise Book
৩ নং খাতা
Subject
Name
School/College
Class
Out of Six Khatas
Roll No.
Sec.
Khata NO. III

সম্পূর্ণ অনুবাদ খাতার মধ্যে খাতা নং ৩

শ্রী ললিত মাধবের অনুবাদ

চতুর্থ অঙ্ক (Contd.)

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা — ললিতে! শীঘ্র পলায়ন কর, শীঘ্র পলায়ন কর; ঐ দেখ, অভিমন্যু ক্রুদ্ধভাবে ফিরিয়া আসিতেছে।

ললিতা (শঙ্কার সহিত অবলোকন করিয়া) — ইহার দৃষ্টিপাত আপাততঃ দারুণ হইলেও পরিণামে মধুর বলিয়াই মনে হইতেছে; সেইহেতু নিশ্চয়ই ইনি অভিমন্যুর বেশধারী মাধবই হইবেন।

বৃন্দা (নিরীক্ষণপূর্ব্বক আনন্দের সহিত) — শ্রীরাধার সখীগণের বুদ্ধির অবিষয় কিছুই নাই! দেখ, দেখ, —

২৩ # অহো! সন্ধ্যাকালীন মেঘের কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত অভিমন্যুর সেই মন্থর দেহ, পার্ব্বত্য গ্রামের (জলপাত্রের) ঘটীর ন্যায় নাসিকাযুক্ত ও কোটরগত নয়নযুক্ত সেই মুখ, সেই রূপ স্খলিত গতি, আর, করীর (টোঁট) পুচ্ছের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট সেই (রক্ত) বস্ত্র; তথাপি ইঁহার কোন অসাধারণ লক্ষণই নিজ-স্বরূপের সূচনা করিয়া দিতেছে।। ৩২।।

(অনন্তর অভিমন্যুর বেশধারী (শ্রীরাধারমণরূপী) মাধবের প্রবেশ)

মাধব — অহো! শ্রীরাধিকার এই মুখমণ্ডল লজ্জাহেতু চারিদিকে পরিবর্তিত হইতেছে; আর তন্মধ্যস্থ

নয়নযুগল ভ্রূকুটি-বিন্যাসের দ্বারা কুঞ্চিত হইতেছে!
আমি কবে মধুর কান্তিময় উক্ত মুখ বলপূর্বক পান
করিব? ॥ ৩৩ ॥ (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) — ললিতে!
তোমার সখীরূপিণী আমার সেই জীবনৌষধি কোথায়?
ললিতা — স্বামি রাধে! এদিকে এস।

(শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা (লজ্জামিশ্রিত মৃদুহাস্যসহকারে স্বগত) — প্রিয়জন-
কর্তৃক ধৃত যে কোন অনভিলষিত বস্তুও চিত্তের
আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে; শ্রীশঙ্করকর্তৃক ধৃত
গরলের প্রতি ও গৌরী কি গুরুতরভাবে আসক্তা
নহেন? ॥ ৩৪ ॥

মাধব — ললিতে! মহানিধিরূপা সম্পদ আমার হস্তগত
হইয়াছে মনে করিও।

ললিতা — যদি সেই যাক্ষিণী ইহাতে বিঘ্ন উৎপাদন
না করে।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা (হর্ষসহকারে) — বৎসে বধূ (বৌমা!)! আজ সৌভাগ্যক্রমেই
তোমার সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে; যেহেতু তুমি (নিঃ-
সঙ্কোচে) আমার পুত্রের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়াছ।

নিঃসন্দেহে আমার পুত্রের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়াছে।

(সকলেই বন্ধুভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।)

জটিলা — বৎস অভিমন্যু! এই সন্ধ্যার আরম্ভ কালে আমার দৃষ্টি ভাল করিয়া প্রকাশ পায় না।

মাধব (আনন্দের সহিত মৃদু হাস্য করিয়া) — মা! আমি এরূপ অঞ্জন দিব যাহাতে তোমার দৃষ্টি সম্পূর্ণশক্তি লাভ করে।

(দ্বারকাধীশাভিমানী) কৃষ্ণ (মৃদু হাস্য করিয়া) — সখে মন্ত্রিরাজ! তুমি আজ সৌভাগ্যক্রমেই ব্রজলীলার এই অমৃতসমুদ্রপুলিনে উপস্থিত হইয়াছ।

জটিলা (সানন্দে) — বৎস! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিয়াছ?

বৃন্দা — প্রদোষকালে আরাধ্যা গোমঙ্গলা দেবীর আরাধনার নিমিত্ত সম্প্রতি ইনি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন।

(শ্রীরাধারমণাভিমানী) মাধব — মা! তোমার বধূ আমার সহিত চৈত্যবৃক্ষের নিকটে যাইতে চাহেনা।

জটিলা — বৎসে রাধে! গুরুজন রূপিণী আমার এই

পঞ্চম অঙ্ক

(অনন্তর পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী— যাহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসংখ্য মিথ্যা নিন্দাবাদের আরোপহেতু সঞ্জাত মহাপাতকসমূহ-দ্বারা মলিন হইয়াছে, সেই সকল নরপতিগণের কৈলাস পর্বত অপেক্ষাও সুবৃহৎ বস্ত্রগৃহ (তাঁবু) সমূহদ্বারা বিদর্ভনগরী সর্বত্র দূষিত হইয়াছে ॥১॥

(নেপথ্যে) সেকাল পর্যন্তই শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণের পরম ঔষধস্বরূপ প্রেমের সম্পর্কও সাধকের অন্তঃকরণ-পথের পথিক হয়, অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধি দ্বারা উৎকর্ষলাভ, সত্তরূপ সাধন, সমাধি ও তাহার চরম ফল মহান ব্রহ্মানন্দও তৎকাল পর্যন্তই হৃদয়ের চমৎকারিতা সঞ্চার করিতে পারে ॥২॥

পৌর্ণমাসী (দৃষ্টিপাতপূর্বক সহর্ষে) অহো! যাঁহার জটার প্রান্তভাগ বাহুমূল পর্যন্ত বিলুম্বিত হইতেছে এবং যিনি বীণাদ্বারা মধুসূদনের কীর্তিগাথা গান করিতে সুনিপুন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ ও সুনির্মল কচ্ছপী-নাম্নী বীণাধারী সেই দেবর্ষি যে এখানে আগমন করিতেছেন ॥৩॥

(শ্রীনারদের প্রবেশ)

নারদ — "যে পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণের পরম ঔষধ-স্বরূপ" ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিলেন।

পৌর্ণমাসী — ভগবন্! আপনাকে প্রণাম করিতেছি।

নারদ — শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সম্পাদনে তৎপরা হও।

পৌর্ণমাসী — ভগবন্! শুনিলাম, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

নারদ — হাঁ! তাহা সত্যই।

শ্রীশঙ্করের বরপ্রভাবে মথুরাবাসিগণের অবধ্য ম্লেচ্ছরাজ কালযবনকে [illegible] গহ্বরের মধ্যে মুচুকুন্দের নয়নাগ্নিতে স্বচ্ছন্দে ভস্মীভূত করাইয়া এবং ক্রূরচিত্ত জরাসন্ধের দুরভিসন্ধিকে বারম্বার ব্যর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বান্ধবগণের সহিত সমুদ্রের তীরবর্তী পর্বতরাজি-বিরাজিত দ্বারকা-নগরীতে প্রস্থান করিয়াছেন ॥৪॥

পাদটীকায় বসিবে: [illegible] বর্তমানে ঢোলপুর-নামক [illegible] স্থানান্তর্গত।

পৌর্ণমাসী — ভগবন্! প্রবল স্নেহাগ্নি দ্বারা আমার এই শরীরের অন্তিমকালীন দাহ আরম্ভ হইবার সময়ে আজ সৌভাগ্যক্রমেই আপনাকে দর্শন করিলাম।

নারদ – দ্বারকার লোক কি অদ্যাবধি ইঁহাকে বীতাদান
করিতেছে?
পৌর্ণমাসী – হাঁ! যেহেতু এই রুক্মিণী বন্ধুবৎসলা।
নারদ – ইনি যে রুক্মিণী, ইহা কে শুনাইয়াছেন?
পৌর্ণমাসী – রুক্মীর পিতা (ভীষ্মক)।
নারদ (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্বগত) – এই পুররমণী ও
ব্রজরমণীগণ বস্তুত: একতত্ত্বা হইলেও (দেহাদি)-দ্বারা
বিভিন্নরূপেই বিরাজমানা; যেহেতু সেই ব্রজরমণীগণ
এখন পর্যন্ত প্রেমমূর্চ্ছিতা হইয়া সেই ব্রজমধ্যেই
বিরাজ করিতেছেন। পরন্তু এই বিরহদশায়ও
তাঁহাদিগকে প্রিয়সঙ্গসুখ অনুভব করাইবার নিমিত্ত
যোগমায়াই ব্রজভাব আচ্ছাদন করিয়া সেখানেই
পুররমণীগণের সহিত তাঁহাদের স্বীয় অভেদাভিমান
উৎপাদনপূর্বক পুররমণীগণের মধ্যে
তাঁহাদের আবেশ ঘটাইয়াছেন। এমতাবস্থায়
তাঁহারা দীর্ঘকালস্থায়ী স্বপ্নের ন্যায় নিজ-নিজকে
তত্তদ্ভাবেই অনুভব করিতেছেন!

যাঁহাদের চরিত্র-বিশেষ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্দে প্রকাশিত হইয়াছে এবং কুরুক্ষেত্রে পুনরায় বর্ণনা করা হইয়াছে; তাঁহারা কিন্তু ষোড়শসহস্র এক শত অষ্ট রমণী হইতে ভিন্নই হন। যাহা হউক, এই সকল রহস্যের প্রকাশের প্রয়োজন নাই। (প্রকাশ্যে) শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় কী?

পৌর্ণমাসী — যাদবেন্দ্রের হৃদয়ে চন্দ্রাবলীর আকর্ষণ।

নারদ — তাহা হইলে তোমার আর উদ্বেগের কারণ কী?

পৌর্ণমাসী — রুক্মী বিরোধী হওয়ায় নিরীহ ভীষ্মকে আর কী করিতে পারেন?

নারদ — বিদর্ভরাজকুমার রুক্মী কী করিতে চাহেন?

পৌর্ণমাসী — চেদিপতি শিশুপালের আগমনই [illegible]।

নারদ — তুমি কীরূপে ইহা জানিতে পারিলে?

পৌর্ণমাসী — রুক্মিণীর নিকটে রুক্মী যে শ্লোক পাঠাইয়াছে, তাহার দ্বারা।

নারদ — সেই শ্লোকটি পাঠ কর।

পৌর্ণমাসী — শ্রুত শ্রবার হৃদয়ের আনন্দজনক গুণযুক্ত, যৌবনশালী, দম ঘোষনন্দন, নরদেববর (নৃপতি) শিশুপালের প্রতি তোমার প্রণয় বিকাশ লাভ করুক ॥৩॥

নারদ — এই পদ্যপাঠের পর রুক্মিণী কী করিলেন?

পৌর্ণমাসী — সেই পদ্যেরই পাঁচটি অক্ষরের পরিবর্তন করিয়া পাঠাইয়াছেন; যথা —

শ্রবণেরও হৃদয়ের আনন্দপ্রদ গুণযুক্ত, নবযৌবনশালী, ঘোষ (নন্দগোপ) নন্দন, পশুপালক, নরসদেব-বরের প্রতি আমার প্রণয় বিকাশ লাভ করুক ॥৩॥

নারদ (হাস্য করিয়া) — তার পর, তার পর?

পৌর্ণমাসী — অনন্তর উক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন আশঙ্কা পূর্বক যুবরাজ রুক্মী দুষ্ট রাজন্য-বৃন্দকে নিমন্ত্রণ দ্বারা কুণ্ডিনপুরে আনয়ন করিবার উপক্রম করিলে, বৎসা রুক্মিণী ব্যাকুলা হইয়া আমার সহিত মন্ত্রণা পূর্বক সুনন্দ নামক ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

নারদ — সেই পত্র কীরূপ?

পৌর্ণমাসী — হে কৃষ্ণমেঘ! তুমি মধুর গর্জ্জনদ্বারা বিপক্ষ রাজহংসগণকে বিতাড়ন পূর্ব্বক, অমৃতদ্বারা স্বীয় অনুগতা এই চন্দ্রকবতীর (পক্ষে বীরুৎ পক্ষান্তরে চন্দ্রাবলীর) অভিষেক কর ॥ ৭॥

নারদ — ঐ কৃষ্ণমেঘ নিশ্চয়ই এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই কি?

পৌর্ণমাসী! হাঁ, তাহা বটেই, কারণ, এ বিষয়ে রুক্মীর প্রতি দৈব অনুকূল।

নারদ — (মৃদু হাস্য সহকারে) তুমি জগতের আশ্চর্য্য চাতুরী সম্পন্না হইয়াও রুক্মীকে অনুকূল করিলে না কেন?

পৌর্ণমাসী — আমার চাতুর্য্যরূপ পুষ্পমদিরায় তাহার সেই দুরন্ত মত্তভাব আরও দ্বিগুণ ভাবে বর্দ্ধিত হওয়ায়, শিশুপালকে ভগিনীপতিরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত সে কুলদেবতা দেবী চন্দ্রভাগাকে যাগাদি উপচারদ্বারা এরূপ আরাধনা করিয়াছে যাহাতে দেবী তাহার অভীষ্টানুযায়ী প্রত্যাদেশ করিয়াছেন।

নারদ — সেই প্রত্যাদেশ কিরূপ?

পৌর্ণমাসী (হে রুক্মিন্!)। যিনি জননীকে অতিশয় বিস্ময়ান্বিতা করিয়া চতুর্ভুজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শূর-সুতাত্মজ (শূর অর্থাৎ বসুদেবের পিতা, তাঁহার সুতা শ্রুতশ্রবা, তাঁহার আত্মজ শিশুপাল ; গূঢ় অর্থ — শূরসুত অর্থাৎ বসুদেব, তাঁহার আত্মজ শ্রীকৃষ্ণ) তোমার নিজ ভগিনী গুণবতী রুক্মিণীকে বিবাহ করিবেন ॥৮॥

নারদ (মৃদু হাস্য সহকারে) — তারকাসুরের নিহন্তা স্কন্দের জননী দুর্গাদেবী কর্তৃক এই দুষ্ট প্রতারিত হইয়াছে জানিও।

পৌর্ণমাসী — ভগবন্! প্রতারণা কোথায়? যেহেতু — দ্বারকাধিপতি এখনও দূরে আছেন, অথচ খলবৃন্দ এখনই কুণ্ডিনপুরকে দূষিত করিয়া তুলিয়াছে ; গরুড় সমুদ্রের পর-পারে রহিয়াছেন, অথচ দংশনেচ্ছু সর্পগণ পার্শ্বেই উপস্থিত ॥৯॥

(বিপ্র সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ — ভগবতি! দ্বারকাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই বিদর্ভ-নগরের অদূরেই বিরাজ করিতেছেন।

পৌর্ণমাসী (আনন্দের সহিত) — সুনন্দ! এই বার্তাবহ তুমি অতিশয় অভিনন্দনযোগ্য বটে।

সুনন্দ — অভিনন্দনের আর প্রয়োজন নাই। দৈবাৎ
আমার বার্তাবাহকতা নিষ্ফল হইয়াছে।
পৌর্ণমাসী (লজ্জার সহিত) — তাহা কীরূপ?
সুনন্দ — গরুড় বাহন শ্রীহরির এই পত্র পাঠ করুন।
নারদ (পাঠ করিতে লাগিলেন) — কৃষ্ণমেঘ যথাবতঃ
কৃষ্ণাপাঙ্গী নিখিল ময়ূরীগণকে আনন্দদান করিলেও
বৃন্দাবনের সম্পর্কযুক্ত ময়ূরীগণকেই বিশেষভাবে
সুখ প্রদান করেন ॥১০॥
পৌর্ণমাসী — হায়! ইনি যে চন্দ্রাবলী, শ্রীকৃষ্ণ তাহা
জানিতে পারেন নাই।
নারদ — সুনন্দ! তুমি প্রকাশ্যভাবে সকল কথা নিবেদন
কর নাই কেন?
সুনন্দ — চন্দ্রাবলী কে?
পৌর্ণমাসী — দুষ্ট নৃপগণের নিকট হইতে রক্ষা
পাইতে হইবে বলিয়া রুক্মী ভগিনীর গোকুলে
নিবাসের কথা এখানে গোপন রাখিয়া 'চন্দ্রাবলী'
এই নামও গোপন রাখিয়াছে।
সুনন্দ — অহো! এ ব্যাপার মহদ্গণেরও অগোচর;
এবিষয়ে আমার মত লোকের তো কথাই নাই।

~~ওঃ এর আমার মত লোকের আর কি কথা!~~

পৌর্ণমাসী — তবে সেই গরুড়-বাহন শ্রীহরি কী হেতু বিদর্ভ দেশে আগমন করিয়াছেন?

সুনন্দ — পরম ভক্ত রুক্ম ও কৈশিকের উভয় সংবাদে।

পৌর্ণমাসী — উক্ত নৃপতিযুগল এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলেন কেন?

সুনন্দ — ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশহেতু; তাহা এইরূপ —

১১/ হে রুক্ম ও কৈশিক! তোমাদের কল্যাণ হউক; তোমাদের উভয়ের আজ্ঞা নিখিল নরপতিগণের অলঙ্ঘনীয়; অতএব পদ্মযোনি নিজ ভবন হইতে তোমাদিগকে এই আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা সুচরিত্র নরপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দসহকারে ভূতলে যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণের রাজরাজেশ্বররূপে পুনঃ-অভিষেক-কৃত্য সম্পাদন কর ॥ ১১॥

পৌর্ণমাসী — সৌভাগ্যক্রমে আমি এই মহোৎসব দেখিতে পাইব।

সুনন্দ — ভগবতি! এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

পৌর্ণমাসী — উহা কীরূপ?

সুনন্দ — দানব-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ সুহৃত্তম এক উত্তম রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলে মহাদেবপ্রমুখ সুরগণ দুই দিক্ হইতে বারম্বার স্তব করিতে থাকিলে সেখানে তৎকালে নিখিল নরপতিগণকর্তৃক দিব্য কুসুমসমূহদ্বারা সদ্যই তাঁহার সেই অপূর্ব রাজরাজাভিষেক-কৃত্য সম্পাদিত হইয়াছে ॥৭২॥

নারদ — বিশ্বরাজের প্রতি ব্রহ্মার বরদান এতদিনে সফল হইল।

পৌর্ণমাসী — ভগবন্! আজ্ঞা করুন, আমি এই অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়টি জানাইবার নিমিত্ত শ্রীমাধবের নিকটে যাই।

(সহসা কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী — ভগবতি! বিদর্ভরাজ নিবেদন করিতেছেন যে, 'আমার প্রার্থনানুসারে ক্রথ ও কৈশিক এই নৃপতিদ্বয় রুক্মিণীহরণের নিমিত্ত রাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিতে গিয়াছেন; সেইহেতু লোকপাবনী আপনার সহিত তীর্থপাদ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।'

~~দৌত্য কার্য্যে প্রেরণ করিল।~~

পৌর্ণমাসী - ভগবন্! আমার সাধনীয় বিষয়টি প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে; সেই হেতু আমাকে অনুমতি করুন।

(এই বলিয়া মুনদ্বয়ের ও কঞ্চুকীর সহিত প্রস্থান।)

(নেপথ্যে) ১৩।# অহো! মুনিগণের চিত্তও যদি বিষয়রূপী বিকারের অনিত্য ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম লাভ করে, তথাপি তন্মধ্যেও যাঁহার পদনখের প্রান্তবর্ত্তিনী দ্যুতির কিঞ্চিন্মাত্রেরও স্ফুরণ হয় না, অহো কী আশ্চর্য্য, আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণ হস্ত-কালিকার প্রান্তভাগ-দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মের সংবাহন করিতেছে এবং তদবস্থায় সেই করুণাময় প্রভু শয়ান থাকিয়া মঙ্গল মর্য্যাদার শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ১৩॥

নারদ - ইহা কণ্ব ও কৌশিকের সুশোভন উক্তি বটে।

(পুনরায় নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

নারদ (দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সহর্ষে) ১৪।# অহো! শ্রীহরি করযুগলদ্বারা ধৃত শঙ্খকে বদনকমলে সংযুক্ত করিয়া বাদ্য করিতে করিতে, ব্রজেশ্বরীর স্তনপানের কথা স্মরণহেতু। স্তিমিত ভাব অবলম্বন করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১৪॥

(পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে কণ্ব ও কৌশিক তাঁহার অনুগমন করিতেছেন এবং তিনি তাঁহাদের সম্মুখে ভ্রমণ করিতেছেন।

১৩। যাঁহার অঙ্গে চঞ্চল কৌস্তুভ প্রভা প্রকাশিত রহিয়াছে, যিনি গদা-চক্র-শঙ্খ ও পদ্মশোভিত ভুজচতুষ্টয়-যুক্ত এবং দিব্য অলঙ্কার দ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সমাবৃত, সেই গরুড়-বাহন কংসরিপু সম্প্রতি আমাকে বৈকুণ্ঠসভার শোভার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন ॥১৩॥

(এই বলিয়া প্রস্থান।)

(অনন্তর পূর্বোক্তরূপে দ্বারকাবাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ ১৪। হে নৃপেন্দ্রযুগল! তোমাদের সুবিমলা কীর্তিলতা মঙ্গলজনক ও অমৃতময় মদীয় অভিষেক-সলিলরাশির প্রবাহদ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করিয়া, নন্দন-বন অতিক্রমপূর্বক সর্বোর্দ্ধ্ব বৈকুণ্ঠধামে আরোহণ করিয়া, লক্ষ্মীদেবীর কর্ণযুগলের ভূষণস্বরূপ স্তবকরাশিতে পরিণত হইয়াছে ॥১৪॥

নৃপদ্বয় (সবিনয় বিশ্বাসের সহিত) হে বিভো! যাঁহার একটিমাত্র রোমকূপ-গহ্বরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরাশি গবাক্ষমার্গগত ধূলিত

পরমাণু সদৃশ হইয়া পরিলক্ষিত হয়, তাদৃশ আপনার সমৃদ্ধিসম্পাদনে এই রাজেন্দ্রত্ব আর কি সমর্থ হইবে ? তথাপি প্রার্থনাপাতিব্রত্য [illegible]-হেতু ইহাই আমাদের অপূর্ব চমৎকার সম্পাদন করিতেছে ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ — হে নৃপেন্দ্রযুগল ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমরা নিজ অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ।

নৃপদ্বয় — প্রভো ! দীনা কামিনী এরূপ কোন তপস্যা করে নাই, যাহাতে আপনার দাস্যরূপ সৌভাগ্যলাভের পাত্রী হইতে পারেন — ইহা আমরা গরুড়ের মুখ হইতে শুনিয়াছি ; কিন্তু সম্প্রতি আপনি এরূপ অনুগ্রহ করুন, যাহাতে এই ভীরু রাজনন্দিনী কথামাত্রেই অবশিষ্টা না হন (অর্থাৎ প্রাণত্যাগ না করেন) ।

কৃষ্ণ — সেই অনুগ্রহ কীরূপ ?

নৃপযুগল — (রুক্মিণীর স্বয়ংবরে [illegible] সমাগত শিশুপালপক্ষীয়) দুর্মদ জরাসন্ধ প্রভৃতিকে পরাভূত করিয়া কুণ্ডিনপুর হইতে তাঁহাকে আকর্ষণই (আমাদের প্রার্থিত অনুগ্রহ) ; যেহেতু অদ্য রুক্মিণী চন্দ্রভাগাদেবীর আরাধনার নিমিত্ত নগর হইতে বহির্গতা হইবেন ।

কৃষ্ণ — হে নৃপযুগল! অবশ্যই আমি তাঁহাকে হরণ করিব; তোমরা নিজ-নিজ-অভীষ্ট বিষয়ের অনুষ্ঠান কর।

নৃপযুগলের — (শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন)।

(নেপথ্যে) হে দামোদর! দেবর্ষি নারদ বীণাদ্বারা আপনার যশোগান আরম্ভ করিলে, পার্বতী রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ না দেখিয়া ভয়ে রুদ্রকে ত্যাগ করিতেছেন! নীলবসন বলভদ্র নিজ বস্ত্রকে শুভ্রবর্ণ দেখিয়া বিস্ময়ে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন! এবং যমুনার জলকে দুগ্ধ মনে করিয়া গোপিকাগণ ঔৎসুক্য সহকারে তাহাতে জ্বাল দিতেছেন! ১৮॥

গরুড় — গন্ধর্বপ্রবর তুম্বুরু আপনার স্তব করিতেছেন।

কৃষ্ণ — সখে গরুড়! দেখ, দেখ —

১৯॥ দুষ্ট নরপতিগণের তক্ষকের ফণার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট উগ্র ভ্রূসমূহ মেঘমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিতেছে, দূর হইতে যাহা দর্শন করিয়া এই ত্রিলোক অতিশয় কম্পান্বিত-কলেবরে ভয়ে জর্জরিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ১৯॥

গরুড় — দেব! এই দুগ্ধকণ ফেনাসমূহ আপনার এই ক্ষুদ্র ভৃত্য গরুড়ের একবার পক্ষবিক্ষেপ-ক্রীড়ার পক্ষেও উপযোগী নহে; অতএব আমার সমস্ত প্রলয়ানল রূপী সুদর্শন দমেই বিশ্রাম করুন।

(নেপথ্যে) ২০।। কুন্তিনরপালনন্দিনী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণেরই যোগ্যা, আর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহারই যোগ্য; পরন্তু হায়! হত দৈব এ বিষয়ে বিপর্যয় ঘটাইতেছে! ২০।।

গরুড় — ইহা পুরনারীগণের বিষাদোক্তি।

(পুনরায় নেপথ্যে) ২১।। সুন্দরী রুক্মিনী কোথায়, আর ওই হীন দমঘোষনন্দন শিশুপালই বা কোথায়? গর্দভের কণ্ঠে নবমল্লিকার উজ্জ্বল মালা শোভা পায়না ।।২১।।

গরুড় — কৌস্তুভযুক্ত এই কণ্ঠে একমাত্র বনমালারই পক্ষেই সুলভ, অন্যের নহে।

~~(নেপথ্যে) নিখিল তরুণীগণের আকর্ষণবিদ্যা~~

২২।। অহো! (নেপথ্যে) নিখিল তরুণীগণের আকর্ষণবিদ্যা-নৈপুণ্যের নিধিস্বরূপ, সেই সীমাহীন যাদবসমুদ্রের [illegible] চান্দ্র অতিশয় ভয়যুক্ত হউন! অহো! সংগ্রামক্ষেত্র রূপ অন্তঃপুরে মায়াকে দূর হইতেই সম্মুখে দেখিয়া

অস্ত্রী লোক (অস্ত্রধারী বীর, পক্ষে স্ত্রী-ভিন্ন পুরুষ) ও
অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ভাব
অতিশয় শাঙ্কিত হইয়া স্ত্রী-স্বরূপ ধারণ করিয়া থাকে ॥২২॥

কৃষ্ণ (বাম দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) — এই যে মৌক্তিকচূড়-
নামক মথুরাদেশবাসী চারন এই (ভোগাবলী বিশেষ) পাঠ
করিতেছে।

(পুনরায় ঐ দিকে) সপ্রকাশ মনিমালার দ্বারা অধিক
শোভাযুক্ত, নবীন তমালতরুর ন্যায় নীলবর্ন, প্রগাঢ়
কুঙ্কুমলেপযুক্ত শ্রীহরির মনোহর বক্ষঃস্থল জয়যুক্ত
হউক্; যাহা নিরন্তর নক্ষত্র রাজি-পরিশোভিত,
~~[illegible]~~ স্থির-বিদ্যুন্মালাসংযুক্ত
সৌন্দর্য্যরাশি দ্বারা সুসম্পন্ন আকাশের (অথবা, মেঘের)
ন্যায় লীলাসহকারে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হইতেছে ॥২৩॥

(তারকাবলী শোভিমানী)
কৃষ্ণ (বিমুগ্ধ ভাবে) — হা প্রেয়সি রাধিকে! হা বৃন্দাবন-
কল্প-লতে! হা বিশাখা-সখি! তুমি কোথায়?

(এই বলিয়া প্রবল কম্পসহকারে গরুড়কে অবলম্বন
করিলেন।)

গরুড় (স্বগত) — গম্ভীর লীলা রাশির সমুদ্রস্বরূপ ঐ
শ্রীহরির দুরূহ কেলিরূপ বেলাভূমিতে আমার ন্যায়
ব্যক্তিও নিমগ্ন হইয়া যায়; অন্য লঘুব্যক্তির কথা আর
কী বলিব? (প্রকাশ্যে) দেব! আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন!

কৃষ্ণ (আসক্ত হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।)

(নেপথ্যে ২৪।) ঐ যে বিদর্ভরাজকুমারী পার্বতী-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন; সহচরী (সাবিত্রী নাম্নী) ধাত্রীকন্যা করপুটে তাঁহার হস্তের অগ্রভাগ ধারণ করিয়াছে; ব্যাকুলা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন এবং চতুর্দিকে দূর হইতে প্রহৃত সৈন্যগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে ॥২৪॥

কৃষ্ণ — সখে গরুড়! আমার আশায় ব্যাঘাতকারী রুক্মী এই দুর্গমন্দিরকে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে; সেইহেতু চল, নর্তকবেশে আমরা উভয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান।)

(অনন্তর পূর্বোক্তরূপে (রুক্মিণীরূপিণী) চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী — সখি সাবিত্রি! শুনিয়াছি, আমার ভ্রাতা ভদ্রকালীর আরাধনার নিমিত্ত কোটিসংখ্যক হোমের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন।

সাবিত্রী — ভর্তৃদারিকে! ব্রাহ্মণীগণ এইরূপই বলিতেছেন।

চন্দ্রাবলী (স্বগত) — এই হোমকুণ্ডের গভীরতা শ্রবণ করিয়াই আমি সেদিকে চলিয়াছি।

মাধবী – ভর্তৃদারিকে! পুরুষোত্তম শ্রীহরি অনুশাসনানু-
সারী হইয়াও তোমার অনুসন্ধান করিতেছেন না কেন ?
চন্দ্রাবলী (সংস্কৃতভাষায়) হা! যে দাতা বিধাই আমাকে আশ্রয়,
তিনিই প্রতিকূল আচরণকারী হইয়াছেন; যিনি হিতকারিণী, সেই
দেবী সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা প্রকাশ করিতেছেন; আর
যিনি আমার একমাত্র গতি, সেই প্রিয়তম ও আমাকে
ভুলিয়া গিয়াছেন; হায়! হতবিধি প্রতিকূল
হইলে সকলই বিপরীত হইয়া যায়! হরি॥
মাধবী – আমরা এই প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রভাগা-
দেবীকে নিবেদন করিব।
চন্দ্রাবলী – আর্যে ভার্গবি! চন্দ্রভাগা-নাম্নী চণ্ডীদেবীর
বন্দনা করাও।
ভার্গবী – দেবি চন্দ্রভাগে! আপনি পরম অভীষ্ট
বরদাত্রী। বিদর্ভ-রাজ নন্দিনীর আনন্দবিধান করুন।
(এই বলিয়া বন্দনা করাইলেন।)
চন্দ্রাবলী (সংস্কৃতভাষায় তিরস্কারসহকারে) হা! ভগবতি!
আমি কৌমার দশা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার নিমিত্ত
বিশ্বাসসহকারে একাগ্রচিত্তে আপনার যে আরাধনা

করিয়াছি, আজ কি সেই আরাধনার সুবিপুল পরিণাম সবেগে উপস্থিত হইল, — যাহাতে আপনি অনুকূলা হইয়া আমাকে কৃষ্ণবর্ত্মে (অগ্নিমধ্যে, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে) লইয়া চলিয়াছেন ॥২৬॥

মাধবী — দেখুন, দেখুন, ঐ চণ্ডিকা যেন প্রসন্না হইয়াছেন।

চন্দ্রাবলী — অয়ি ভাগ্যবতি! আপনারা এখানে চণ্ডিকার নিকটে প্রার্থনা করুন (অথবা, তাঁহার পূজা করুন); আমি যাইয়া কুণ্ডমধ্যবর্তী ভগবান্ অগ্নিদেবকে প্রদক্ষিণ করি।

(তদনন্তর নর্তকবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের ও গরুড়ের প্রবেশ)

কৃষ্ণ — পূর্বে (বৃন্দাবনে) গোপাল-গণের গোষ্ঠীমধ্যে ক্রীড়াকৌতুকের অনুকরণের নিমিত্ত যে নটবরবেশের অভ্যাস করিয়াছিলাম, আজ সেই নটবরবেশই আমাকে পরপুরে প্রবেশ করাইয়া সুষ্ঠুভাবে সাচিবের কার্য্য করিয়াছে ॥২৭॥

গরুড় — আপনি এই নটবরবেশদ্বারা পুরুষগণের নেত্রকে প্রবলভাবে তিরস্কৃত, আর রমণীগণের নেত্রকে অনুরাগিযুক্ত করিয়াছেন।

কৃষ্ণ — সখে পক্ষিরাজ! ঐ দেখ, শুভসূচক লক্ষণসমূহের উদয় হইয়াছে।

২৮।#

গরুড় — হে মুরারে! নভোমণ্ডলে কৌতুকশালী মুনীন্দ্রগণ-
কর্তৃক প্রশংসিতা, প্রফুল্লনীলকমল-নয়না, কীর্তিচন্দ্রবদনা,
জয়লক্ষ্মী শিশুপাল প্রমুখ নরপতিগণকে পরিত্যাগ
করিয়া উৎসুক সহকারে অচিরেই এখানে আপনার
নিকটে আগমন করিবেন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ — সখে # দেখ, দেখ —

২৯।। সমর-নিপুণ বীরগণ সিংহনাদ করিতেছে, সঙ্গীতজ্ঞগণ
স্বরসমূহের উচ্চারণ করিতেছে, ব্রাহ্মণগণ মঙ্গল
সূক্ত সমূহ উচ্চস্বরে পাঠ করিতেছেন। (এই সকলের
তুমুল শব্দদ্বারা) কুণ্ডিনপুরী সম্প্রতি সমগ্র বাদ্যের
বধিরতা উৎপাদন করিতেছে ॥ ২৯ ॥

গরুড় (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) — এই যে কুণ্ডিনরাজকন্যা
পার্বতীর মন্দির হইতে বহির্গতা হইতেছেন।

কৃষ্ণ — পরনারীদর্শনরূপ এই দুষ্টবিলাস হইতে
সম্পূর্ণরূপেই নিবৃত্তিই শ্রেয়স্কর। (এই বলিয়া
মুখ ফিরাইয়া) সখে! তুমিই পক্ষযুগলের প্রান্তভাগ-
দ্বারা ইঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রুক্ম ও কৌশিকের
নিকটে অর্পণ কর।

নরুড (নিরীক্ষণপূর্বক সবিস্ময়ে) ৩০॥ দেবগণ ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনচ্ছলে সৌন্দর্য্যসমুদ্রের মন্থন করিয়া মনোজ্ঞ-স্বভাবা ও সৌন্দর্য্যসাররূপা যে লক্ষ্মী দেবীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই রাজকুমারী কান্তিরাশিদ্বারা দর্শকগণের নয়ন মনোহর যেরূপ নিরন্তর চমৎকার-ভাবের উৎপাদনে নৈপুণ্য ধারণ করেন, — অহো! সেই লক্ষ্মীদেবীও তদ্বিষয়ে তাদৃশ নৈপুণ্য ধারণ করেননা ॥৩০॥

কৃষ্ণ — সখে! তাহা হউক; তাহা দ্বারা প্রয়োজন কি? যেহেতু হরি রূপমাত্রদ্বারাই আকর্ষণের যোগ্য নহেন। সেইহেতু

(রুক্মিনীরূপিনী) চন্দ্রাবলী — সখি মাধবি! বৃন্দাবনের বীজ হইতে উৎপন্ন আমার বকুলের চারা গাছটিকে তুমি অবশ্যই রক্ষা করিবে।

মাধবী (অশ্রুপূর্ননয়নে) — ভর্তৃদারিকে! প্রসন্ন হও, প্রসন্না হও। সুনন্দের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর; যেহেতু এখনও মাঝে একটি রাত্রি রহিয়াছে।

চন্দ্রাবলী — মুগ্ধে! অন্তঃপুরে এই মঙ্গলকর অমৃত-কুণ্ড (অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড) আমার সুলভ হইবেনা। ‡

(এই বলিয়া অশ্রুপূর্ননয়নে সংস্কৃত ভাষায় —)

৩১। হে দামোদর! হে গুণনিধে! পূর্বে যখন তুমি কোন্ দিকে আছ — তদ্বিষয়েও আমার কোন বোধ ছিলনা, তখনও তুমি নিজ গোষ্ঠ দূর হইতে কৃপাপূর্বক আমাকে আকর্ষণ করিয়া কেন গ্রহণ করিয়াছিলে? হায়! আর এখনই বা কেন নিজ-সঙ্গ হইতে এই দূরদেশে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে ভুলিয়া গেলে? ৩১॥

(নেপথ্যে কলরব)

কৃষ্ণ — ইহা পুরনারীগণের ঔৎসুক্যমিলিত ধ্বনি।

গরুড় — দেব! দেখুন, দেখুন —

৩২। আপনার দর্শনের নিমিত্ত প্রাসাদের অগ্রভাগে আরূঢ়া হরিণনয়নাগণের যেসকল মুখমণ্ডল চতুর্দিকে শোভা পাইতেছে! হে কমলনয়ন! সেসকল বদনমণ্ডল আকাশতলকে সত্বর চন্দ্রাবলী (চন্দ্ররাজি) দ্বারা পরিব্যাপ্ত রূপে প্রকাশ করিতেছে ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ (উৎকণ্ঠা সহকারে) — হা প্রিয়ে চন্দ্রাবলি! হা পদ্মার সখি! কঠিনচিত্ত আমি তোমাকে কীরূপে ভুলিয়া গেলাম? যাহা হউক, অদ্যই বীরবর্য

যাইয়া তোমার অন্বেষণের নিমিত্ত চরগনকে নিয়োগ
করিব।

চন্দ্রাবলী — সম্মুখে এই সুগভীর কুঞ্জ দেখিয়া
আশ্বস্তা হইলাম।

কৃষ্ণ (আশঙ্কা সহকারে) — হে সখে! কী হেতু এই বিচিত্র
অলঙ্কারধারিণী রূপা নদীটি পূর্বানুভূতের ন্যায়
নিকটে আসিয়া আমাকে আর্দ্র করিতেছে?

সুবল — দেব! আমি পূর্বেই আপনার নিকট নিবেদন
করিয়াছি যে, এই ত্রিজগতে ও এই অমূল্য কুমারী-
রত্নের অর্ঘ্যহর (মূল্য গ্রাহক, পক্ষে মূল্য দাতা)
অন্য কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।

কৃষ্ণ — তাহা হইলে নয়ন দ্বারাই পরীক্ষা করা উচিত।
(এই বলিয়া নয়নকোণে দৃষ্টি করিয়া) অহো! এই কুমারী
কীরূপে গোকুল-বিলাসিনীগনের যোগ্য মাধুর্য-
লক্ষণে বিভূষিতা হইয়া আমার হৃদয়ে উন্মাদনার
সঞ্চার করিতেছে? (পুনরায় অনুরাগসহকারে নিরীক্ষণ
করিয়া) — অহো! ইনি যে আমার সেই প্রানপ্রিয়া!
(এই বলিয়া ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্বক —) ..

৩৩। যিনি আমার চিত্তরূপ চন্দ্রকান্তমণির দ্রবত্বের প্রকাশ, কামসমুদ্রের অতিশয় বিক্ষোভ সঞ্চার, নয়ন-কুমুদের প্রীতির আবাহন এবং রোমরূপ ওষধিরাজির সর্বতোভাবে উল্লাস বিস্তার করেন, চন্দন-পঙ্কের ন্যায় সুশীতল হস্তা সেই চন্দ্রাবলীই অদ্য পুনরায় লব্ধা হইয়াছেন ॥৩৩॥

সেইহেতু নিকটে যাইয়া ইঁহার মাধুর্যের অনুভব করি।

(এই বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।)

মাধবী (কৃষ্ণকে দেখিয়া স্বগত) — এই ত্রিলোকসুন্দর নটরাজ কোথা হইতে আসিলেন?

চন্দ্রাবলী — ভগবন্ হব্যবাহ! কন্দর্পকোটিমনোহর সেই পুরুষোত্তমের পদারবিন্দযুগলের পার্শ্বে তাঁহার একান্ত আশ্রিত এই ব্যক্তিকে বহন করিয়া লইয়া চলুন। (এই বলিয়া অগ্নিকে প্রণাম করিয়া) হা ভগবতি! পৌর্ণমাসি! এ সময়ে আপনি কোথায় গেলেন?

কৃষ্ণ (প্রেমসহকারে স্বগত) — হায়! সত্যই মহাসাহসের কর্মে কৃতনিশ্চয়া হইয়া ইনি

অগ্নিদেবকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন; সেইহেতু আমি নিকটে যাইয়া ভুজযুগলদ্বারা আবদ্ধ করি।

চন্দ্রাবলী (বাষ্পধারা প্রকাশ করিয়া বিহ্বলভাবে)— হা ভগিনি রাধে! তোমার সহিত আর মিলন হইলনা! হা প্রিয় সখি পদ্মে! তুমি কোথায়? হায় মাতঃ গোকুলেশ্বরি! আপনাকে আর দেখিলামনা! হা প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণ — (এইরূপ অর্দ্ধোক্তির পর বাক্যের স্তব্ধতা প্রকাশ করিয়া অতিশয় মোহের সহিত)

৩৪। মৃদুহাস্যরূপ-মকরন্দযুক্ত এবং মকরকুণ্ডলরূপ-কর্ণিকা-সুশোভিত সেই মুখ-পদ্মেই যেন আমার নেত্রভৃঙ্গ প্রতিজন্মে ভ্রমণ করে ॥৩৪॥

কৃষ্ণ (ব্যগ্রভাবে কণ্ঠে আলিঙ্গন পূর্ব্বক)— কুরঙ্গনয়নে! জগৎসমূহকে আর সন্তাপদান করিওনা।

মাধবী (ক্রোধের সহিত)— রে মহাসাহসিক! ধৃষ্ট নট-যুবক! এই মহারাজনন্দিনীকে পরিত্যাগ কর।

কৃষ্ণ (বাষ্পাকুলনয়নে) ৩৫। শশিমুখি! তুমি যাহাকে না পাইয়া প্রভূত সৌন্দর্য্যশালী স্বীয় এই প্রাণসার্থ

দেহকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেছ, তোমার সেই প্রণয়ী
জনই তোমার কণ্ঠে এই ~~[illegible]~~ আলিঙ্গন করিয়া
রহিয়াছে। হে প্রাণেশ্বরি! তুমি এখন প্রসন্ন হও;
সাহসিক কর্ম্ম হইতে বিরত হও; তোমার এই অনুগত
প্রিয়তমের প্রতি মহাভয়ের উৎপাদন করিও না;
ইহাতে আমার এই হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! ওহো॥
চন্দ্রাবলী — (যেন জানিতে পারে নাই, এইরূপে) সখি! ছাড়,
ছাড়, আর দুঃখ দিও না; যেহেতু এ সময়ে বহুবিধ বিঘ্নের
আশঙ্কা রহিয়াছে। (নিজ অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয়ক মোচন
করিয়া) সখি! এই রত্নমুদ্রা যাহাতে পুরুষোত্তমের
দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তুমি সেরূপ ব্যবস্থা করিও।
(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তাঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়কটি পরিধান
করাইতে করাইতে শঙ্কাসহকারে স্বগত) এই হস্তস্পর্শ
কঠিন মনে হইতেছে কেন? (এই বলিয়া অশ্রুধারা
মার্জ্জনপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া বিলাপসহকারে) —
অহো! আমার সেই জীবিতেশ্বরই যে আমাকে আলিঙ্গন
করিয়া কথা বলিতেছেন!
মাধবী — অহো! দৈবের আচরণ কী অলৌকিক!

(অনন্তর পৌর্ণমাসীর অনুসরণকারী ভীষ্মকের প্রবেশ)
পৌর্ণমাসী ভূলুণ্ঠিতদেহা সুন্দরী যেরূপ বিকসিত
নবীন কমলসমূহের অধিষ্ঠানস্বরূপ, ও মাধুর্য্যপূর্ণ, সন্তাপ-
হারী বিরহবেদনায় পীড়িত চক্রবাকযুগলের প্রীতিদায়ক
জলপ্রবাহ লাভ করিয়া পুনরুজ্জীবিতা হয়,
সেইরূপ ভূলুণ্ঠিতদেহা মোহপ্রাপ্তা এই বরাঙ্গীও
বিকসিত কমলের ন্যায় পদযুগলশালী, মাধুর্য্যপূর্ণ,
সন্তাপহারী, অমোঘচক্রধারী শ্রীহরির অনুসরণ
করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন ॥৩৩॥
(এই বলিয়া নিকটে যাইয়া) বৎসে চন্দ্রাবলি! ~~শ্রীহরির নিকট~~
(মাধবের (শ্রীকৃষ্ণের, পক্ষান্তরে বসন্তের)
নিকট হইতে প্রসন্নতা লাভ করিয়া তুমি সান্দীপনির
জননীরূপা এই স্কন্দদাকে (রাত্রিকে, পক্ষে উৎসবদায়িনীকে)
আনন্দিতা (পক্ষে উজ্জ্বলযুক্তা) করিয়াছ; অতএব
এখন উঠ। (এই বলিয়া দুই হাতে ধরিয়া তুলিলেন)
চন্দ্রাবলী (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) — অহো!
আমার পিতা বিদর্ভরাজ যে এখানে! (এই বলিয়া
লজ্জাপ্রকাশপূর্বক পৌর্ণমাসীর আড়ালে গমন করিলেন)॥

কৃষ্ণ — (বিস্ময় সহকারে) ভগবতি! আপনি কিরূপে এস্থানে আসিলেন?

পৌর্ণমাসী — হায় গোকুলচন্দ্র! চন্দ্রাবলীর প্রতি স্নেহবশতঃ।

ভীষ্মক (আদর সহকারে) জাম্ববান্ আমার কন্যাকে না জানিয়া অন্যায়ভাবে অপহরণপূর্বক আমার উপকারই করিয়াছিলেন; যেহেতু তাঁহার সেই কার্য্যের ফলেই মুনিগণের ধ্যানগম্য-পাদপদ্মধারী পুরুষোত্তম আপনি অদ্য আমার কন্যার বর হইলেন ॥৩৭॥

পৌর্ণমাসী — কুণ্ডিনরাজ! আপনি সত্যই পুণ্যবান্‌গণের শিরোমণি; অতএব নিজকুল-কুমুদ চন্দ্রিকা এই চন্দ্রাবলীকে রাজেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করুন।

কৃষ্ণ (স্বগত) সেই জীবনবল্লভা (শ্রীরাধা) ব্যতীত চন্দ্রাবলীকে গ্রহণ করিতে আমার মনঃ উন্মুখ হইলেও কোন দোষ করিবেনা; যেহেতু ইনি তাঁহারই সহোদরা।

ভীষ্মক (সবিনয়ে) — হে লক্ষ্মীকান্ত! কন্যার বান্ধবগণের এস্থলে একটি সঙ্গত প্রস্তাব রহিয়াছে; তাহা নিবেদন করিতেছি, আমার কন্যার অনুমতি ব্যতীত আপনি কোনরূপেই অন্য কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না ॥৩৮॥

(শ্রীকৃষ্ণ পৌর্ণমাসীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।)

পৌর্ণমাসী — মুকুন্দ! দৈবদুর্বিপাকে গোকুলকুমারী-
গণের মধ্যে এক চন্দ্রাবলীই অবশিষ্ট রহিয়াছেন;
সেইহেতু এইরূপ অঙ্গীকারে আর আর্তি কি?

কৃষ্ণ — রাজন্! তাহাই হউক।

গরুড় — রাজন্! শ্রবণ করুন —

৩৭। বৈদর্ভী যেকালে কোন নিজ সুহৃদের অংসদেশের নিমিত্ত
বিনয়ভরে শ্রীনাথের নিকট প্রার্থনা করিবেন,
হে নৃপচন্দ্র! তখনই আপনার এই ভীষণ প্রস্তাব
চিরদিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিবে ॥ ৩৭॥

ভীষ্মক — তাহাই হউক। (এই বলিয়া সাদরে নিকটে যাইয়া)
— দেবি! কৃপা করিয়া আপনার সেবার উপযুক্ত এই
দাসীকে গ্রহণ করুন (এই বলিয়া চন্দ্রাবলীকে অর্পণ
করিলেন)।

কৃষ্ণ (সাদরে গ্রহণ করিয়া) — রাজন্! অনুমতি করুন,
আমি দ্বারকায় যাই। (এই বলিয়া পরিজন সহ
প্রস্থান।)

৪০। #

(নেপথ্যে) ওহে! এই যে অশ্বগণ, আমাদের অশ্ব, আমাদের অশ্ব; এই যে রথ, এই যে রথ; এই যে হস্তী, এই যে হস্তী; এই যে তূণ, এই তূণ; এই যে ধনু, এই ধনু; এই যে খড়্গ, এই খড়্গ! ভয় কি, ভয় কি? এই যে আমি, এই যে আমি! শীঘ্র কর, শীঘ্র কর; হায় হায়! কামুক গোপ রাজকুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল! ৪০॥

ভীষ্মক — কী হেতু সৈন্যগ্রস্ত রাজগণের কোলাহল এরূপ প্রবল হইল? (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো! যাদববাহিনীকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং সঙ্কর্ষণই যে উপস্থিত হইয়াছেন। (পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া সস্মিত বদনে) ৪১। নৃপবৃন্দরূপ পিপীলিকাগণ পীড়িত হইয়া কোন্ গর্ত্তে লুক্কায়িত হইল? আমি আজ এই ব্রহ্মাণ্ডকে চূর্ণবিচূর্ণ করিব! না, না, তাহা হইলে হরি নিশ্চয়ই ক্রোধ করিবেন, ক্রোধ করিবেন! রে শচীদেবীর গৃহপালিত ক্রীড়ামৃগ! অর্থাৎ রে ইন্দ্র! তুই হাসিতেছিস কেন? এইরূপ উচ্চধ্বনি করিতে করিতে এই যে বলদেব উপস্থিত হইয়াছেন! মদমত্ততা-হেতু তাঁহার চূড়া খসিয়া পড়িয়াছে! ৪২॥

(অনন্তর শ্রীমান্ উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব — ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ দৈত্যভয়ে কাতর হইয়া যাঁহার নিকট অভয় প্রার্থনা করেন, অহো! স্বয়ং তিনিই অল্প ক্ষুদ্র নরাধমের ভয়ে সমুদ্রমধ্যস্থিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন! আর, যাঁহার বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র জগতের অস্তিত্ব রক্ষা হইতেছে, তিনিই মন্ত্রণাকালে আমাকে আশ্রয় করেন! অহো! সুদুর্গমমতি শ্রীকৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে? ॥১॥ (চিন্তা করিয়া) সম্প্রতি চিন্তাকুলচিত্তে দেবর্ষিকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। (আকাশে কান পাতিয়া) কী বলিলেন? ভগবান নারদ এখন সুধর্ম্মসভার নিকটে রহিয়াছেন; আচ্ছা, আমি সেস্থানেই উপস্থান করিতেছি। (এই বলিয়া পরিক্রমণপূর্ব্বক) — অহো! সত্যই যে দেবর্ষি এই সম্মুখে রহিয়াছেন!

(নারদের প্রবেশ)

নারদ — যা দামোদরের হৃদয়ে নব নব আনন্দলহরীর উদ্ভাবন করিতে পারে, জগতে প্রেমসমূহের এইরূপ বিবিধা উৎকৃষ্টা গতি বিদ্যমান থাকুক; পরন্তু ব্রজদেবীগণের হৃদয়ে যে ভাবের গরিমা স্ফুরিত

কয়ে, আমরা তাঁহারই স্তুতি করি; অহো! স্বয়ং হৃষীকেশও যাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ নহেন ॥২॥

(সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সহর্ষে) ওই, বাহুমূলে চক্রাদিচিহ্নযুক্ত, তিলকধারী, কণ্ঠদেশে অতুলনীয় তুলসীকাষ্ঠরূপ মণির মালাদ্বারা শোভিত এবং সর্বাঙ্গে ও মস্তকে শ্রীহরির নির্মাল্য ধারণকারী, উদ্ধব নামে বিখ্যাত শ্রীহরির মূর্তিমান্ ভক্তিপ্রবাহ এখানে বিচরণ করিতেছেন ॥৩॥

উদ্ধব — ভগবন্! প্রণাম করিতেছি।

নারদ (শুভ আশীর্বাদদ্বারা সম্বর্ধনা করিয়া) — মাদ্ররাজ! তোমাকে বিষাদগ্রস্তের ন্যায় দেখা যাইতেছে কেন?

উদ্ধব — ভগবন্! প্রভুর চরণে অপরাধ করায়।

নারদ — তুমি সর্বদাই অপরাধ-বীজের ঊষর ভূমি অর্থাৎ তোমাতে কোন অপরাধবৃক্ষ জন্মিতে পারে না; আর কদাচিৎ তোমার মধ্যে দৈবাৎ কোন অপরাধ বীজ অঙ্কুরিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তাহা সত্তা (অবস্থিতি) লাভ করিতে পারে না।

উদ্ধব — ভগবন্! সম্প্রতি আমার দুষ্টকারিতায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভয়ঙ্কর অবনতিশীলতা যাবার কারন হইয়াছে।

নারদ — তাহা কীরূপ?

উদ্ধব — নীচমতি সত্রাজিতের নিকটে প্রভুর নিমিত্ত প্রার্থনা।

নারদ — কোন বস্তুকে প্রার্থনা করিয়াছিলে?

উদ্ধব — অপূর্ব কন্যা রত্নকে (সত্যভামাকে) ও চিন্তামনিকে (স্যমন্তককে)।

নারদ (স্বগত) — আশ্চর্য, আশ্চর্য! সজ্জনগনের অবিমৃশ্যকারিতাও অভীষ্ট সিদ্ধিতেই পর্যবসিত হয়।

(প্রকাশ্যে) নিশ্চয়ই সেই প্রার্থনা সার্থক হয় নাই?

উদ্ধব — হাঁ! অধিকন্তু তাহা কষ্টকরই হইয়াছে।

নারদ — এই সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহন না করিলেও নিন্দনীয় হইতে পারেন না।

যেহেতু —

৪। যিনি জগতে শুদ্ধচিত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনিই সজ্জনগনের উপদেশে গুন রাশি গ্রহণ করিয়া থাকেন; মলিনচিত্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহা করিতে সমর্থ হয় না।

সুলোচনা ললনাগনের মুখনিঃসৃত মধু সংস্পর্শে বকুলতরু যেরূপ সহসা মস্তকে মুকুলশোভা ধারন করে, বালক বৃক্ষ কি সেরূপ মুকুল ধারন করিতে পারে? ॥ ৪॥

উদ্ধব — সত্রাজিৎ শ্রীহরিকে সেই চিন্তামণি ও কন্যারত্ন দান না করায়, সেই প্রভূত নিজ ভ্রাতাকেও সুত্যাজি, উভয়কেই বিনাশ করিয়াছে ॥ ৫॥

নারদ — শুনিলাম, তাহার ভ্রাতা (প্রসেন) মৃগয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

উদ্ধব — হাঁ, তাহাই বটে।

নারদ — চক্রপাণি নিশ্চয়ই প্রসেনের অনুসন্ধানে যাত্রা করিয়াছেন।

উদ্ধব — হাঁ; যেহেতু যাঁহার চরিত্রসূর্য্য জগতের অন্ধকারবিনাশক, সেই শ্রীহরির প্রতি সত্রাজিৎ কোন এক কলঙ্কের আরোপ করিতেছে; সেই জন্যই খেদযুক্ত হইয়া আপনার নিকটে কল্যাণ কামনা করিতেছি।

নারদ — হে কৃষ্ণভক্তিমঞ্জরী-মধুকর! ভক্তগণ কর্তৃক হঠাৎ কোন কার্য্য আরব্ধ হইলেও তাহা কংসারি দ্বারা হর্ষেরই কারণরূপে প্রতিপন্ন হয়; আর, প্রিয়তম তোমা কর্তৃক আরব্ধ কার্য্যের সম্বন্ধে ত কথাই নাই, সেই হেতু অদ্য মহোৎসবের অনুষ্ঠান কর; অলৌকিক চমৎকার-ভাবময় সেই বৃন্দাবনবিলাসসমূহের দর্শনের নিমিত্ত তোমার এই রমণীয় কাল উপস্থিত হইয়াছে।

উদ্ধব — ভগবন্! আপনি সমস্ত বিষয় জানিয়াও আমাকে বৃথা প্রলোভন দিতেছেন কেন? যেহেতু সম্প্রতি কোন শোক-শল্য দ্বারা পীড়িত হওয়ায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নবীন বৃন্দাবনবিলাসই বা সম্ভাবনা কোথায়?

নারদ — সেই শোক-শল্যের কারণ কী?

উদ্ধব — (রুক্মিণী — এইরূপে শ্রীরাধার কথা বলিতে যাইয়া অর্ধোক্তির পরেই বাষ্পরুদ্ধের অভিনয় করিলেন)।

নারদ (হাস্য করিয়া) যদি কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অঙ্গুলী-সংলগ্ন উজ্জ্বল অঙ্গুরীয়কের সম্বন্ধেও 'উহা হারাইয়া গিয়াছে' বলিয়া বৃথা শোক প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় আমরা আর কী করিতে পারি? (হাঃ)॥

উদ্ধব (বিস্ময় ও আনন্দের সহিত) — ভগবন্! আপনার এই বাক্যলতিকা কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়া আমার চিত্তভ্রমরকে ব্যাকুল করিতেছে; সেই হেতু প্রকাশ করিয়া বলুন, রুক্মিণী দেবী সত্যই জীবিতা আছেন তো?

নারদ — 'জীবিতা আছেন' — ইহা কী বলিতেছ? তিনি সম্প্রতি দ্বারকায় শোভা বর্ধন করিয়া রহিয়াছেন।

উদ্ধব (কৌতুকসহকারে) — তিনি কীরূপে এখানে আসিলেন?

নারদ — শ্রী রাজা সত্রাজিৎ অক্ষয় সম্পত্তি ও উত্তম সন্তান প্রার্থনা করিয়া একাগ্রচিত্তে আরাধনা করিলে, যাঁহার আরাধনা নিরন্তর [illegible], সেই সূর্যদেব নিঃসন্তান মিত্র সত্রাজিৎকে দুর্ধর্ষ শঙ্খচূড়ের মণির সহিত সত্যভামা নামে প্রসিদ্ধা শ্রীরামাকে দান করিয়াছেন ॥৭॥ আর তাঁহাকে সস্নেহে এ কথাও বলিয়াছিলেন —

"হে রাজন্! এই সুন্দরী কন্যা শ্রীনারদের অনুমতি-অনুসারে উত্তম কীর্তিশালী বরের হস্তে প্রদত্তা হইয়া জগতে তোমার পরম যশঃ বিস্তার করিবে। আর, এই উত্তম স্যমন্তক মণি তোমা কর্তৃক উপাসিত হইয়া প্রতিদিন অষ্ট ভার পরিমিত সুবর্ণের প্রসব করিবে ॥৮॥"

উদ্ধব — সূর্যদেব এই উত্তম মণির অধিকারী হইলেন কীরূপে?

নারদ — সূর্যলোককান্তা শ্রীরাধাই তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলিরূপে ইহা দান করিয়াছিলেন।

উদ্ধব — শ্রীরাধাই কী রূপে বা সূর্যলোকে গমন করিলেন ?

নারদ — হে মুনি! অদ্য সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করিয়া তোমার সখী নিশ্চয়ই দেহত্যাগ করিবেন; সেইহেতু তুমি সত্বর তোমার ঐ শীর্ণ সখীকে আমার নিকটে আনয়ন কর। সূর্যকন্যা সুচতুরা কালিন্দী পিতার এই রূপ আদেশ লাভ করিয়া অতিশয় বিলাপকারিণী রাধাকে সূর্যমণ্ডলে লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

উদ্ধব — বিশাখার সংবাদ কি ?

নারদ — শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন হেতু নিজেকে পূর্ণকাম করিতে ইচ্ছুক পদ্মবন্ধু সূর্যদেবের ইচ্ছানুসারে যমের অনুজা কালিন্দীই গোকুলে 'বিশাখা' এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন।

উদ্ধব — নিশ্চয়ই বিশাখার সখী বলিয়াই শ্রীরাধিকার প্রতি যমরাজের মাতা অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন।

নারদ — হাঁ, তাহাই বটে। আর এই যমমাতা সংজ্ঞা-দেবীর অনুরোধেই তদীয় পিতা শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মা দ্বারকায় নববৃন্দাবন রচনা করিয়াছেন।

সং তুদেবীর প্রার্থনা এইরূপ —

১০। হে জগদ্বিশ্রুত-নিপুণ পিতঃ! এই দ্বারকানগরীতে রাধা-মাধবের মাধুর্য্য তরঙ্গিনী প্রবাহমানা করিবার নিমিত্ত আপনি এক বৃন্দাবন রচনা করুন; তাহার উপকণ্ঠে কালিন্দী প্রবাহিত হইবে; আর তাহা পর্ব্বতের শোভায় সুশোভিত, তাহার তরুর সমাবেশে সমুজ্জ্বল এবং বিভিন্ন লতা ও বৃক্ষসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে ॥ ১০॥

উদ্ধব — শিল্পিরাজ-নন্দিনী নিজ-পিতাকে এইরূপ অনুরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কেন?

নারদ — শ্রীরাধিকার প্রার্থনাহেতু।

উদ্ধব — কীরূপ প্রার্থনা?

নারদ — (শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন) আমি যেখানে গোপালমণ্ডলীর শিরোভূষণ শ্রীমাধবের লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করিয়া হৃদয়ের শান্তি বিধান করিতেছিলাম, হায়! নিষ্ঠুরকর্ম্মা হতবিধির উৎকট বিলাসদ্বারা সম্প্রতি সেই বৃন্দাবন হইতেও দূরে নিক্ষিপ্তা হইয়াছি ॥ ১১॥

উদ্ধব — দেবি! সৌভাগ্যক্রমে ত্রিলোক-লোচন সূর্য্যদেব-
কর্ত্তৃক আমরা রক্ষিত হইয়াছি; যেহেতু —

১২। বিস্মৃতিশীল কৃষ্ণলীলাপ্রবাহের গাম্ভীর্য্যযুক্ত সেই
বৃন্দাবনের ক্রোড়ভাগে অতিকষ্টে বাস করিলেও তৎকালে
গুরুতর ও প্রগাঢ় আশারূপ সেতুবন্ধের সম্বন্ধ-দ্বারা
আপনার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছিল ॥১২॥

তার পর, তার পর?

নারদ — অনন্তর শনৈশ্চরের জননী ছায়া ধীরে ধীরে
বলিয়াছিলেন, হে ত্রিলোকের সুখসাররূপে! নবকমল-
বদনে! তুমি ব্যাকুলা হইওনা; যেহেতু এই সূর্য্যদেবই
সজ্জনগণের শ্রেয়, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী তোমার প্রিয়তম
সেই দেবতা সর্ব্বদা বাস করিতেছেন ॥১৩॥

উদ্ধব — বিশাখা এবিষয়ে কোন উত্তর দিলেন না?

নারদ — কেন উত্তর দিবেন না! যেহেতু তিনি হাসিয়া
বলিলেন — দেবি সবর্ণে! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর; —

১৪। গোপীগণের গোপবালনন্দনের প্রতি যে দুর্জ্ঞেয়মর্য্যা-
সঞ্চারী ভাব বর্ত্তমান, কোন সুনিপুণ ব্যক্তিও তাহার
অলৌকিকী প্রণালী অবগত হইতে সমর্থ নহেন;

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ কখনও গোপীগণের নিকটে নিজস্বরূপ গোপন করিয়া নবনীল-ভুজচতুষ্টয়যুক্ত, বিচিত্রকান্তি বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রকাশ করিলেও গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রাগোচ্ছ্বাস তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

উদ্ধব — ভগবন্! আপনি কি সত্রাজিৎকে এবিষয়ে কোন উপদেশ প্রদান করিয়াছেন?

নারদ — হাঁ; তাহা এইরূপ — নিম্ন-নন্দন প্রসেনকে বধ করিয়া সিংহ সেই উত্তম মণিটি হরণ করিয়াছে, আবার ভল্লুকরাজ জাম্ববান সেই প্রবল সিংহকে বধ করিয়া মণিটি লইয়া গিয়াছে। স্বতন্ত্রপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তৎকালে জাম্ববানকে পরাভব করিয়া তোমার ধন উদ্ধার করিয়াছেন; অতএব হে পাপচিত্ত! তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অযথা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এখন অনুতাপ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছ ॥ ১৫ ॥

উদ্ধব — তা'র পর, তা'র পর?

নারদ — তদনন্তর সখ্যালিং বলিল —

১৬ লোক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে যেরূপ পুনরায় অগ্নির তাপদ্বারাই শান্তিলাভ করে, সেইরূপ ভগবদ্‌ বিষয়ে অপরাধকারী আমার ও এখন ভগবানই একমাত্র আশ্রয় ॥১৬॥

উদ্ধব — তদনন্তর আপনি কী বলিলেন ?

নারদ — ১৭ হে কপটচিত্ত! যিনি প্রতিপক্ষরূপ হস্তীর দমনকারী সিংহস্বরূপ এবং যাঁহার আদেশ মহাদেবপ্রমুখ দেবগণ মস্তকে ধারণ করেন, সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যে পর্যন্ত এস্থলে আসিয়া উপস্থিত না হন, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি সেই চিরসন্তপ্তা কুলনন্দিনী সত্যভামাকে সত্বর প্রীতিসহকারে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রেরণ করিবে ॥১৭॥

তদনন্তর সখ্যালিং (সত্যভামা-রূপিণী) বামাকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত নিজ মাতাকে নিয়োগ করিয়াছে।

উদ্ধব (হর্ষসহকারে) — ভগবন্‌! করুণাসিন্ধুরূপী আপনি মহৌষধস্বরূপ এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া এই বায়ুরোগপীড়িতের শান্তিবিধান করিলেন।

নারদ — হায়! অতিতীব্র শোকশূলে পীড়িতা পৌর্ণমাসী গোকুলে চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া ইহার আস্বাদন করিতে পারিলেন না।

উদ্ধব — তিনি না থাকিলে এস্থানে কনিষ্ঠা দেবীর লালন কে করিবেন?

নারদ — বিশ্বকর্ত্তার শিষ্যাকেই এবিষয়ে উপযুক্তা মনে করি।

উদ্ধব — এই পুষ্পবতী কে?

নারদ — যিনি উপবনে অকালে পুষ্প বিকাস সম্পাদন করিতে নিপুণা, যিনি বৃক্ষায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুপক্কবুদ্ধি এবং যিনি স্থাবরগণেরও ভাবগ্রহণ করিতে সমর্থা, সেই সুপ্রসিদ্ধা নববৃন্দা দ্বারকায় বাস করিতেছেন ॥২৮॥

উদ্ধব — এই বনদেবী কি শ্রীরাধার তত্ত্ব অবগত আছেন?

নারদ — হাঁ, নিশ্চয়ই জানেন; যেহেতু তাঁহার 'নববৃন্দা' এই নাম সার্থক। বিশেষতঃ তিনি সংজ্ঞাদেবীর নির্দ্দেশক্রমে অনুগৃহীতা হইয়াছেন।

উদ্ধব — এই নির্দ্দেশ কীরূপ?

১৯॥

নারদ — যিনি লক্ষ্মীদেবীরও দুর্লভ বিচিত্র কেলি-
কালিকাসমূহের কাণ্ডস্বরূপ, সেই বৃন্দাবনবিহারী
শ্রীমাধবের বৃন্দাবনের যে সকল প্রেয়সী গোপী
বর্তমান আছেন, তন্মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা; সম্প্রতি
তিনি ছদ্মবেশে এই দ্বারকানগরীতে অবস্থান
করিতেছেন ও হে দেবি! তাঁহার সর্বমঙ্গলকরী সেবাবৃত্তি
গ্রহণ কর ॥১৯॥

উদ্ধব — (অশ্রুপূর্ণনেত্রে) ভগবন্! সেই গোপকিশোরী-
গণ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমাদের চিত্তের সন্তাপ
দান করিতেছেন।

নারদ — এ বিষয়ে দুঃখিত হইও না; যেহেতু —

২০॥ কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এই ললনাগণকে
এক অনির্বচনীয় দুঃখদশা ভোগ করিতে দেখিয়া
কামাখ্যাই দেবী নরকাসুরের দ্বারা তাঁহাদিগকে
হরণ করাইয়াছিলেন ও অনন্তর তাঁহারা উন্নত আরাধনার
দ্বারা তাঁহার তুষ্টিবিধান করিলে দেবীও সুন্দর
বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁহাদের আশ্বাস উৎপাদন করায়
সম্প্রতি তাঁহারা সেখানে নীলপর্বতের উপত্যকাসমূহে
বাস করিতেছেন ॥২০॥

উদ্ধব — (আনন্দসহকারে) — ভগবন্! দেখুন, দেখুন, সত্রাজিতের জননী এক অবরুদ্ধ দোলায় অনুসরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর ভাগে প্রবেশ করিতেছেন।

নারদ — তবে চল, আমরা (দ্বারকা-স্থিত) সুধর্মা-নাম্নী সভার মধ্যে উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপী ইন্দ্রের নিমিত্ত অপেক্ষা করি।

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান।)

বিষ্কম্ভক

(তদনন্তর সত্রাজিতের জননীকে অনুসরণ করিতে করিতে শ্রীরাধার প্রবেশ)।

রাধা (ব্যথিত ভাবে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) — এই বিচিত্র ধরণীতলে কত কন্যাই না জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু আমার ন্যায় কঠোরাঙ্গী অপর কেহই এখানে নাই! হায়! যেহেতু আমি মুকুন্দকে ত্যাগ করিয়া অদ্যাবধি কালাতিপাত করিতেছি! অতএব আমার আশা, প্রাণ ও বুদ্ধি — ইহাদিগকে ধিক্ ॥২৭॥

(সত্রাজিতের জননীর দিকে ফিরিয়া) — আর্য্যে! এই ব্যক্তিকে এই অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেছেন কেন?

বৃদ্ধা — নাতিনি! সেই মহাতপস্বী দেবর্ষির আদেশে।

রাধা (স্বগত) — ভগবতী পৌর্ণমাসীর আচার্য্য সেই দেবর্ষি আমাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ বলিয়া শুনিতেছি; সেইহেতু ভগবান্ সূর্য্যদেব আমার পিতা সত্রাজিৎকে তাঁহার আদেশবর্ত্তী করিয়াছেন।

বৃদ্ধা — নাতিনি! এখন দেবী কাত্যায়নীর হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব।

(অনন্তর পরিজনসহ (কৌকুনী রূপিণী) চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী — সখি মাধবি! স্যমন্তক মণির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আর্য্যপুত্র এত বিলম্ব করিতেছেন কেন?

মাধবী — ভর্ত্তৃদারিকে! মনে হয়, সেখানে আরও কোন কার্য্য রহিয়াছে।

(সত্যভামারূপিণী) রাধা (স্বগত) — সূর্য্যদেব আমাকে বলিয়াছেন যে, "বৎসে! যে পর্য্যন্ত মাধব তোমার মণিবন্ধে স্যমন্তকমণি বাঁধিয়া না দিবেন, ততকাল পর্য্যন্ত তোমার প্রথম নামটি রহস্যপ্রকারে গোপন করিয়া রাখিবে।"

চন্দ্রাবলী (দৃষ্টিপাত করিয়া) — সখি! মূর্তিমতী অপূর্ব্বা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর সহিত এই বৃদ্ধাটি কে আসিতেছেন?

রাধা (চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া স্বগত) — অহো! মাধুর্য্য-প্রবাহপরিপূর্ণা এই দ্বারকেন্দ্রমহিষী যেন গোকুল-কিশোরীর ন্যায় যৌবন ধারণ করিতেছেন।

বৃদ্ধা (নিকটে যাইয়া) — দেবি রাজ্ঞি! স্যমন্তকমণির ব্যাপারে আমার পুত্র সত্রাজিৎ অপরাধী করিয়া সম্প্রতি নিজ পুত্রী এই সত্যভামাকে দ্বারকেন্দ্রের নিকট উপহার প্রদান করিয়াছে; সেই হেতু আপনি ইহাকে নিজ-প্রিয়সখীর তুল্য স্নেহমাধুর্য্যরূপ সৌভাগ্যের অধিকারিণী করিবেন।

রাধা (স্বগত) — বৃদ্ধা যতই প্রলাপ করুক না কেন; আমি কেবল সূর্য্যদেবের আদেশের প্রতি বিশ্বাস করিয়াই এস্থানে প্রবেশ করিয়াছি।

চন্দ্রাবলী — আর্য্যে! যাহার এইরূপ সখী উপস্থিত হইয়াছেন, সেই আমি ধন্যা হইলাম; সেই হেতু এখন আপনি নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে গমন করুন; আমি সত্যভামাকে প্রতিপালন করিব।

বৃদ্ধা — দেবী যাহা আদেশ করেন (এই বলিয়া প্রস্থান)।

চন্দ্রাবলী (অন্যের শ্রুতির অগোচরে) — সখি মাধবি!
দেখ, দেখ, আর্যপুত্রের সত্যসঙ্কল্প রূপ সেতুভঙ্গকারী
সত্যভামার এই সৌন্দর্য প্রবাহ ধীরস্বভাবা আমাকেও
আকুল করিতেছে!

মাধবী — ভর্তৃদারিকে! আপনি সত্যই বলিয়াছেন;
বাস্তবিকই ইনি আপনারও বিভ্রম
উৎপাদন করেন (অর্থাৎ ইঁহাকে দেখিলে, যেন ইনিই আপনি বলিয়া
মনে হয়)।

চন্দ্রাবলী — সখি! আমার প্রশংসা ছাড়িয়া দাও;
বস্তুতঃ এই রূপের আর তুলনা হয় না। (পুনরায়
নিরীক্ষণপূর্বক সংস্কৃত ভাষায়) ২২। ইহার দৃষ্টি অচঞ্চল,
শ্বাসপ্রবাহ অধরপল্লবের রক্তিমাকে
ক্ষীণ করিতেছে, গণ্ডযুগল লজ্জার ন্যায় পাণ্ডুর শোভা ধারণ
করিয়াছে; এইরূপে এই সুন্দরীর অবস্থা
আমার বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে ॥২২॥

মাধবী – নিশ্চয়ই কালিন্দীনন্দিনী অম্বার ন্যায়
ইনি কোন পুরুষের অনুরাগে আবদ্ধা।
চন্দ্রাবলী (সংস্কৃত ভাষায়) স্ত্রী এই তন্বী অঙ্গসমূহ-
দ্বারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণবিরহিণীমনের মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছেন;
হে প্রিয়সখি! প্রাকৃত পীড়াসমূহ কি কোনদশায়ও
এরূপ মাধুর্য্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়? ॥২৩॥
সেইহেতু এস, ইঁহার চিত্ত পরীক্ষা করি।
(নিকটে যাইয়া) সখি মত্তভাষে! আমি নিজের শপথ
করিয়া বলিতেছি যে, আমার এই হৃদয় তোমার প্রতি
অতিশয় অনুরক্ত।
রাধা (স্বগত) – ইনি মিথ্যা বলিতেছেন না; যেহেতু
আমার চিত্তও সেইরূপ। (প্রকাশ্যে) দেবি!
আমি তাহাতে ধন্যা হইলাম।
চন্দ্রাবলী – ভগিনি! তোমাকে কীহেতু দুঃখিতের ন্যায়
দেখা যাইতেছে?
রাধা – দেবি! পিতা আমাকে হঠাৎ এস্থানে প্রেরণ
করিয়াছেন বলিয়াই মনে দুঃখ হইতেছে।
চন্দ্রাবলী – সখি! তুমি আকুল হইও না; আমি আর্য্য-
পুত্রের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব।

রাধা (কাতর-ভাবে) — দেবি! যদি সত্যই আমাকে স্নেহ করেন, তাহা হইলে পুনরায় কোনস্থলেই এরূপ কথা বলিবেন না। (এই বলিয়া দৈন্যসহকারে নমস্কার করিলেন)॥

চন্দ্রাবলী — সখি! তাহা হইলে বল, তুমি কীরূপে এস্থানে বাস করিতে ইচ্ছা কর?

রাধা — দেবি! যেস্থানে পুরুষের নামও শুনা যায় না, এই ব্যক্তিকে (আমাকে) সেইরূপ স্থানে রাখুন, যাহাতে আমি নিজের ব্রত শেষ করিতে পারি॥

চন্দ্রাবলী (আনন্দসহকারে অন্যের অলক্ষ্যে) — মাধবি! আমরা যাহা ভাবিতাম ভাগ্যক্রমে ইনি নিজেই সেরূপ প্রার্থনা করিলেন; সেইহেতু তুমি যাইয়া প্রসাদ-প্রদানের পর নববৃন্দাকে এস্থানে আনয়ন কর।

মাধবী (স্বগত) — উত্তম পরামর্শ হইয়াছে; যেহেতু সেই নববৃন্দাবনে দ্বারকা-রাজেন্দ্রের প্রবেশের ও সম্ভাবনা নাই; সেইহেতু যাহাতে রহস্যের প্রকাশ না হয়, ভর্তৃদারিকার নির্দেশক্রমে নববৃন্দাকে সেইরূপ শপথ করাইয়া লইয়া আসিতেছি। (এই বলিয়া প্রস্থান)॥

রাধা — (স্বগত) এই দেবীকে ভগিনী চন্দ্রাবলীর ন্যায় যেন মনে হইতেছে!

(নববৃন্দার সহিত মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী — দেবি! এই নববৃন্দা আসিয়াছেন।

চন্দ্রাবলী — নববৃন্দে! এই দেখ, ইনি আমার সখী সত্যভামা।

নববৃন্দা (নিরীক্ষণপূর্বক খেদের সহিত স্বগত) — দেবী আমাকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নির্মাল্য বস্ত্র উপহার দিয়া দিব্য করাইয়া এখন আবার আমারই হস্তে রাধাকে সমর্পণ করিতেছেন কেন? ॥২৪॥

রাধা (স্বগত) — ইনিই কি সেই নববৃন্দা?

(এই বলিয়া নিকটে গেলেন।)

নববৃন্দা (স্বগত) — হা ধিক্! কি কষ্ট! অদ্য হঠাৎ শপথ করিয়া বিনষ্টা হইলাম।

রাধা (অশ্রুপূর্ণনেত্রে স্বগত) — অহো! ইহা সেই পীত বস্ত্রেরই কোন একটি। (এই বলিয়া কাতরভাবে দেখিতে লাগিলেন।)

নববৃন্দা (স্বগত) — দীর্ঘকাল পরে শ্রীকৃষ্ণের এই সুবর্ণকান্তি বসন দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়ায় যে দুস্তর বিকার উদিত হইয়াছে, শ্রীরাধা গুরুতর যত্নদ্বারা তাহা সম্বরণ করিতে প্রবৃত্তা হইয়াও অতিশয় বাধা প্রাপ্তা হইতেছেন॥২৫॥

~~অতিশয় বিমর্ষ দৃষ্ট হইতেছেন ॥২৩॥~~

চন্দ্রাবলী (শঙ্কিত ভাবে) — নববৃন্দে! জিজ্ঞাসা কর, সখী বক্ষ দেখিয়া বিহ্বল হইলেন কেন?
২৪॥
নববৃন্দা — হে কৃশোদরি! এই সুবর্ণোজ্জ্বল দুকূলের প্রতি দৃষ্টি বিস্তার করিয়া তোমার শরীর প্রস্ফুটিত কদম্ব পুষ্পের সাদৃশ্য ধারণ করিল কেন? আর, নয়নযুগলে অশ্রুবিন্দুসমূহই বা স্খলিত স্ফটিকমণিমালার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে কেন? ॥২৬॥

রাধা (ভাবসম্বরণ সহকারে) — নববৃন্দে! তোমাকে আমার ভগিনীর ন্যায় দেখা যাইতেছে; সেই নিমিত্তই আমি উৎকণ্ঠিতা হইয়াছি।

নববৃন্দা (স্বগত) — শ্রীরাধিকাকে ~~[illegible]~~ গোপন করিবার নিমিত্ত দেবীর এই চেষ্টা সমস্তই সম্পূর্ণ নিষ্ফল; কৌস্তুভমণির কিরণমালা পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীমাধবের বক্ষঃস্থলব্যতীত অন্যত্র অবস্থান করে না।

চন্দ্রাবলী (শ্রীরাধার হস্তধারণপূর্বক) — নববৃন্দে! এই আমার ভগিনীকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।

নববৃন্দা – দেবি! আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম।

চন্দ্রাবলী – ভগিনি সতে! তুমি নববৃন্দার সহিত নিজের অভিলষিত বাসন্তী চতুঃশালায় গমন কর, আমার পুষ্পসংগ্রহকারিণী বকুলা সেখানে তোমার পরিচর্য্যা করিবে।

রাধা – দেবি! অবসরকালে এই মন্দভাগিনী রাধাকে স্মরণ করিবেন।

চন্দ্রাবলী (শঙ্কিতভাবে) – সখি! তুমি কী বলিলে?

রাধা (সশঙ্কচিত্তে স্বগত) — হা ধিক্ হা ধিক্! আমার কী গুরুতর অনবধানতা! (প্রকাশ্যে) দেবি! (আমি আপনার) আরাধিকা হইয়াই বলিয়াছি।

নববৃন্দা (রাধার সহিত চলিতে চলিতে স্বগত) — এই মাধুর্য্যপরিপূর্ণা তরুণী অন্তঃপুরে বাস করিয়া স্বয়ংই সদ্যঃ শ্রীমাধবের হস্তগতা হইবেন, প্রভূত ~~অতিশয়~~ নবীন মধুসৌরভে পরিপূর্ণা প্রফুল্লা নবকমলিনীর কথা ভ্রমরের নিকট কে বলিয়া থাকে? ॥ ২৭॥

(এই বলিয়া রাধার সহিত ~~নিষ্ক্রান্ত হইলেন~~ প্রস্থান।)

মাধবী। হে — ভর্তৃদারিকে! আমাদের ভয় কি?
যেহেতু সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য মনে করাইয়া দিলেই হইবে।

চন্দ্রাবলী — সখি! কোন্ কুলরমণী স্বামীর চিত্তের বিষাদ জানিয়াও নিজের কঠোরতা রক্ষা করিতে পারে?

২৮।।

(নেপথ্যে ২৮।। তোমরা সত্বর রাজপথের উভয়প্রান্তে শ্রেণিবদ্ধভাবে কদলীতরুসমূহের রোপণ কর, প্রাঙ্গন-সমূহে সুগন্ধি জলকণাসমূহ সেচন কর, স্বর্গের দেবীগণ কর্তৃক অবিরতভাবে দিব্য কুসুমরাশি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া নিখিল জনগণের নয়নপথে আনন্দ বর্ষণ করিতে করিতে এই বৃষ্ণিকুলচন্দ্র উদিত হইলেন।। ২৮।।

মাধবী — ভর্তৃদারিকে! সৌভাগ্যক্রমে দ্বারকানাথ শুভাগমন করিতেছেন, সেইহেতু নেপথ্যগৃহে প্রবেশ করুন।

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের ও পশ্চাৎ মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

কৃষ্ণ (খেদসহকারে) ২৯।। যিনি আমার অঙ্গের বিশুদ্ধ কুঙ্কুমের সমুজ্জ্বল প্রলেপ, যিনি আমার কণ্ঠদেশে সৌরভ-বিস্তারিণী চম্পকমালা, আর যিনি আমার নয়নযুগলের সিদ্ধ কজ্জল চূর্ণ-লিপ্তা

সুশীতলা স্নিগ্ধশলাকা, সেই শ্রীরাধার বিরহেও ~~[illegible]~~ আমার এই রাত্রিসমূহ কীরূপে অতীত হইতেছে! হায়! আমার প্রাণকে ধিক্॥২৯॥

মধুমঙ্গল (কৃষ্ণের হস্তে মণি দেখিয়া) — প্রিয়বয়স্য! রাধিকার কণ্ঠভূষণ এই উত্তম মণিটি কী প্রকারে দিবাকর-কর্তৃক লব্ধ হইয়াছিল?

কৃষ্ণ — সখে! শ্রীরাধা গর্গমুনির আদেশে পূর্বে প্রতিদিন অতিনম্রভাবে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দান করিতেন; এইরূপেই হয়ত কোনদিন অতিশয় কিরণজাল-পরিব্যাপ্ত এই মণিটিও তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন॥৩০॥

মধুমঙ্গল — দেখুন, দেখুন, এই উত্তম মণিটি কিরণমালার দ্বারা কীরূপ বিচিত্র শোভা ধারণ করিতেছে।

কৃষ্ণ — সখে! ঘন চৈতন্যের বিলাসস্বরূপ এই মণিটি অন্যান্য প্রাকৃত রত্নের সহিত তুলনার যোগ্য নহে। (এই বলিয়া স্যমন্তককে বুকে রাখিয়া বাষ্পাকুলনয়নে) ধন্য এই সেই মণি! আমি প্রগাঢ় অন্ধকারাবৃত নিকুঞ্জমধ্যে মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া উন্মাদনাসহকারে শ্রীরাধার ~~কুচপট্টী~~ কুচবন্ধন মোচন করিবার চেষ্টা করিলে

এই মণিটি কুচবখন দ্বারা অতিশয় আচ্ছাদিত থাকিলেও আমার মুখদর্শনে অতি প্রায় অবনত হইয়া কিরণরাশিকে প্রকাশ করিতে করিতে শ্রীরাধিকাকে লজ্জা প্রদান করিয়াছিল ॥৩১॥

মধুমঙ্গল — প্রিয়বয়স্য! আমি শুনিয়াছি, তুমি জাম্ববানের নিকট হইতে এই উত্তম মণিটি লাভ করিয়াছ?

কৃষ্ণ — হাঁ!

মধুমঙ্গল — কীরূপে পাইলে?

কৃষ্ণ — সখে! সেই ভল্লুক-বীর স্বীয় গর্তমধ্যে আমাকে বিরুদ্ধচেষ্টাযুক্ত দেখিয়া, আমা-কর্তৃক রত্ন অপহরণের আশঙ্কায় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল।

মধুমঙ্গল — তার পর, তার পর?

কৃষ্ণ — অনন্তর দীর্ঘকাল পরে আমার স্বরূপ জানিতে পারায় সেই মহাযুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে মন্ত্রী জাম্ববান বশীভূত হইয়া আনন্দসহকারে বলিল —

৩২। হে দেব! আপনি কি এখনও সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রে

সেতুবন্ধনের ব্যাপার স্মরণ করেন ! আর, রাবণের
মস্তকসমূহদ্বারা যে কন্দুক নিক্ষেপ-ক্রীড়ার আচরণ
করিয়াছিলেন, তাহাই বা আপনার স্মরণ হয় কি?
অথবা নিশ্চয়ই আপনি উক্ত লীলা বিস্মৃত হইতে
সমর্থ হন নাই; যেহেতু রক্তের আবরণচ্ছলে অদ্য
এই প্রাচীন ভৃত্যের সংস্কার সাধন, অর্থাৎ চিত্তশোধন করিতেছেন ॥৩২॥
মধুমঙ্গল — তারপর তারপর ?
কৃষ্ণ — তদনন্তর সুবর্ণময় ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত
রত্নসিংহাসনে আমাকে উপবেশন করাইয়া জাম্ববান,
মণীন্দ্রটিকে আনিবার নিমিত্ত অন্য প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে
মুহূর্ত্তকাল মধ্যে এক বৃদ্ধা আমার নিকটে আসিয়া
নিবেদন করিল যে, হে প্রভো! যদি জাম্ববান এই মণিটি বলপূর্ব্বক
গ্রহণ করে, তাহা হইলে কুমারী জাম্ববতীর প্রাণবিপত্তি
ঘটিবে; আর যদি তাহা গ্রহণ না করে, তাহা হইলেও
ইষ্টদেবতা আপনার সহিত তাহার বিচ্ছেদের
সম্ভাবনা! — এইরূপ সঙ্কটপঙ্কনিমগ্ন জাম্ববানের
উদ্ধারকারী আপনাকে ভিন্ন অপর কাহাকেও
দেখিতেছি না। তদুত্তরে, আমি তাহাকে বলিলাম,

হে বৃদ্ধে! সুবর্ণরাশিপ্রসবকারী এই মণির প্রতি কুমারী জাম্ববতীর আগ্রহের আধিক্য কি ধনের আকাঙ্ক্ষাহেতু?

বৃদ্ধা — প্রভো! তাহা নহে, তাহা নহে।

৩৩॥ ভল্লুকরাজ জাম্ববান যে সময়ে সূর্যদেবের সমকক্ষ-দীপ্তিশালী এই রত্নটি স্বয়ং আহরণ করিয়াছিলেন, কমল-নয়না জাম্ববতী তৎকালে ক্ষণকালমাত্র তাহা দর্শন করিয়াই ধৈর্যক্ষয়হেতু অতিশয় বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছিলেন॥ ৩৩॥

৩৪॥ এখনও সেই বৎসা জাম্ববতী খেদের সহিত মুহূর্তকাল পর্যন্ত এই মণিটিকে পর্যায়ক্রমে স্থূল স্তনযুগলের উপর স্থাপন করিতেছেন; বারম্বার আঘ্রাণ করিয়া নাসিকার অগ্রভাগে ধারণ করিতেছেন; আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে প্রান্তভাগে অশ্রুকণাপ্লুত নয়নযুগলে স্থাপন করিতেছেন! এইরূপে তিনি কম্পিত কলেবরে বন্ধুর ন্যায় স্যমন্তক-মণিকে আলিঙ্গন করিতেছেন! ৩৪॥

শ্রীশ্রীললিতমাধবনাটকের বঙ্গানুবাদ
No.
খাতা নং ৪
8
The Venus
Exercise Book
সম্পূর্ণ ৬ খানা খাতার মধ্যে
৪ নং খাতা
Subject
Name Out of Six Khatas
School/College Khata no. IV
Class
Roll No.
Sec.

খাতা নং ৪

মধুমঙ্গল — তার পর, তার পর?

কৃষ্ণ — তখন আমি কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ধাত্রি! জাম্ববতী যে এই রত্নের প্রতি অতিশয় অনুরক্তা, তাহার কারণ কি?

ধাত্রী — প্রভো! তাহা জানিতে কে সমর্থ হইবে? যেহেতু —

৩৫/ এই রত্নে তোমার এইরূপ প্রবল অনুরাগ কেন? মুগ্ধা জাম্ববতীকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বস্ত্রাঞ্চল-দ্বারা মুখশশীকে আবরণ করিয়া বারম্বার নিশ্বাস ত্যাগপূর্বক অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর তাহাকে বলিলাম — হে ধাত্রি! কুমারী জাম্ববতী কীরূপ আচরণ করিয়া থাকেন?

ধাত্রী — ৩৬/ নির্মলাঙ্গী জাম্ববতী মঙ্গলময়ী কান্তি-রাশি-দ্বারা সুসমৃদ্ধ রাধা-মাধব নামক যে অতুলনীয় পুত্তলিকাযুগল নির্মাণ করিয়াছেন, সেই যুগলের পরস্পর প্রণয়-মধুর সঙ্গমকালীন আলাপ-রঙ্গ-দ্বারা খেলা করিতে করিতে অশ্রুধারা বিসর্জন সহকারে তিনি দিনসমূহ যাপন করেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয়

বিস্ময়াকুল চিত্তে শান্তভাবে আমি তাহাকে বলিলাম, —
হে ধাত্রি! সেই পুত্তলিকাযুগল কীরূপ, যাহা দেখিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল হইয়াছে? ধাত্রী বলিল —
"প্রভো! অখিল জগতের শিরোভূষণস্বরূপ কোন স্ত্রীর ও পুরুষের যুগল মূর্তি; তন্মধ্যে —
আপনার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট সেই সহাস্য-বদন পুরুষমূর্তি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইলেন; কিন্তু স্ত্রীমূর্তিটির দর্শনকালে যে সুন্দরী স্মৃতিপথে উদিত হন, না জানি, সেই ধন্যা ললনা সম্প্রতি কোন পবিত্র জনপদে বাস করিতেছেন? ৩৭॥
মধুমঙ্গল — তারপর, তারপর?
কৃষ্ণ — অনন্তর সেই ধাত্রী কক্ষান্তরে যাইয়া জাম্ববতীর চিত্তের উৎকণ্ঠা উৎপাদন করিতে বলিল — হে বৎসে! তোমার এই পুত্তলিকাযুগলের মধ্যে যিনি শ্যামবর্ণ পুরুষ, সেই কৌতুকশালী সম্প্রতি বিগ্রহান্তর দ্বারা জঙ্গমভাব ধারণ করিয়া পর্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তুমি সেই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ কর।
আর তখন এই কথা শ্রবণ করিয়া —
সেই হরিণ-নয়না জাম্ববৎকন্যা শ্রীরাধার সেই মানময়ী প্রতিমূর্তি

ধাত্রীর হস্তে সমর্পন পূর্বক তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের অন্তরালে
স্বীয় শরীরকে রক্ষা করিয়া আমাকে দর্শন পূর্বক
পর্য্যুৎসুক চিত্তে লজ্জা ও ঔৎসুক্য সহকারে ক্রন্দন
করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার বর্ণের
উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়া গেল এবং তিনি আতঙ্কে
আমার পাদযুগলের ক্রোড়ভাগে নিপতিতা হইলেন ॥৩৮॥

(এই বলিয়া বিহ্বল ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন)।

মধুমঙ্গল (এ প্রভাবে হস্ত প্রসারণ করিয়া) — প্রিয় বয়স্য!
আমার হস্ত ধারণ কর।

কৃষ্ণ (মধুমঙ্গলের হস্ত অবলম্বন পূর্বক গদ্গদস্বরে) —
তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ সমীপে অবস্থিতা জাম্ববতীকে ললিতা
বলিয়া জানিতে পারিয়া এবং স্বভাবমধুরা সেই শ্রীরাধিকার
মূর্তি দর্শন করিয়া সেই মণিটিকেও শঙ্খচূড়ের
শিরোভূষণ রূপে অবগত হইয়া আমি অতিশয়
সম্ভ্রমবশতঃ বারম্বার উদ্ঘূর্ণিত হইতেছিলাম ॥৩৯॥

মধুমঙ্গল — হী হী প্রিয়বয়স্য! ইহা যে কাঞ্চন-
প্রাপ্তির পক্ষে শিখরিণী (সুগন্ধ মধুর পানীয় বিশেষ)-
লাভ! (এই বলিয়া উচ্চধ্বনি সহকারে) অহো! এই
মহাদুঃখের তাড়নায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া
যাইতেছে; অতএব আমাকে ধর।

কৃষ্ণ — সখে! ক্ষণকাল স্থির হইয়া শুন।

মধুমঙ্গল (ঔৎসুক্যসহকারে) — তা'র পর, তা'র পর?

কৃষ্ণ — অনন্তর আমি শান্তিজনক কোমল মধুর আলাপসমূহদ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিলেই সেই সুকণ্ঠী মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে আমাকে বলিলেন —

৪০। 'কালিন্দীর কমলরাজির সৌরভময় কুঞ্জভবনের অলিন্দে (বারান্দায়) তোমার ক্রোড়দেশে শ্রীরাধা নিদ্রাসুখের আবেশে নিমীলিতনয়নে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার কেশদাম মাধবীকুসুমের নবসৌরভ উদ্গার করিতেছে, এমতাবস্থায় আবার কবে আমি নবপল্লবরাজির দ্বারা ব্যজন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিব?' ॥ ৪০॥

অনন্তর আমিও অতিশয় উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া দীর্ঘকালপর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে হৃদয়ের আবদ্ধ বাষ্পরাশি প্রকাশ করিয়া বলিলাম — 'হায় ললিতে!

৪১। আমি সম্প্রতি কপট নিদ্রায় নিমীলিতনয়নে অবস্থান করিলে ইনি বারম্বার নিকটে আসিয়া আমার মুখমণ্ডলে চুম্বন করিয়াছেন; হে সখি! আমি তোমার সম্মুখে এই বলিয়া শ্রীরাধাকে অতিশয়

লজ্জাপ্রদান করিলে, তাঁহার মুখ যে তৎকাল ভ্রূকুটিদ্বারা
সুন্দর হইয়াছিল, আমি তাহাই স্মরণ করিতেছি ॥ ৪১ ॥

মধুমঙ্গল — তার পর, তার পর ?

কৃষ্ণ — অনন্তর জাম্ববান সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত
হইয়া আনন্দ সহকারে তথায় আসিয়া আমাকে
বলিলেন —

৪২ আমি সুগ্রীবের প্রিয়পাত্র বলিয়া সূর্যদেব সর্বদাই
আমার প্রতি পরিপূর্ণ কারুণ্য প্রকাশ করেন।
আমি তাঁহারই আদেশে ~~সত্বর~~ পর্বতশৃঙ্গ হইতে
নিঃশঙ্কভাবে পতিত এই বালিকাকে সত্বর
ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ৪২ ॥

অনন্তর সেই ভল্লুক-প্রবর জাম্ববতীকে স্বর্ণদ্বারা
অলঙ্কৃতা করিয়া স্যমন্তকমণির সহিত আমার
হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমিও বিদর্ভরাজের
সেই পণকৃত মর্যাদার উল্লঙ্ঘনে ভীত হইয়া
সেই সুন্দরীকে রৈবতক পর্বতের কন্দরে
রাখিয়া দিয়াছি। যাহাহউক, এই শোচনীয়
কথাটিকে তুমি হৃদয়কোষমধ্যে এরূপ যত্নপূর্বক
রক্ষা করিবে যাহাতে কাহারও কোনরূপ সন্দেহের
বিষয় না হয়।

~~বিধি না হয়।~~

মধুমঙ্গল — হাঁ, তাহাই হইবে।

কৃষ্ণ (বিহ্বল ভাবে) ৪৩॥ আমার চিত্ত এতকাল নিখিল সুহৃদ্গণের প্রয়োজনসাধনে ব্যস্ত থাকায় শ্রীরাধার বিরহ দুঃখ যে অগ্নির শিখা কিঞ্চিৎ শীতল হইয়া যেন কিঞ্চিৎ মৃদুভাব ধারণ করিয়াছিল, হায়! সম্প্রতি ললিতার প্রগাঢ় স্নেহসংস্পর্শে প্রবল হইয়া তাহাই পুনরায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল॥ ৪৩॥

(এই বলিয়া বিরহব্যথা প্রকাশ করিতে করিতে)

৪৪। হে সখে! তুমি আমার ললাটে কুঙ্কুমদ্বারা এক অগ্নিময় নয়ন অঙ্কন কর; বক্ষোদেশে ফণিরাজের ন্যায় কান্তিযুক্ত মুক্তামালা স্থাপন কর; আর, কণ্ঠব্যতীত সমস্ত শরীরকে কর্পূরদ্বারা শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত কর; যাহাতে কন্দর্প আমাকে মহাদেব মনে করিয়া ভীত হইয়া আর যন্ত্রণা না দিতে পারে॥ ৪৪॥

মধুমঙ্গল — সত্যই এই সন্তাপ গুরুতর; ইহার কী প্রতিকার, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না।

কৃষ্ণ — সখে! অবিরত প্রিয়াবিহারের সাক্ষিস্বরূপ বৃন্দাবন-কুঞ্জবাটির দর্শনব্যতীত ইহার প্রতিকার নাই; সেই হেতু তুমি ওই সামগ্রী সম্প্রতি অর্পণ কর; আমিও অন্তঃপুরে যাইতেছি।

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) (সেইরূপে [illegible] প্রস্থান)।

ইতি শ্রীললিতমাধব নাটকে ললিতোপলব্ধি নাম ৬ষ্ঠ অঙ্ক॥ ৬॥

(অনন্তর বকুলাকর্ত্তৃক পরিচর্য্যমানা শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা (সংস্কৃতভাষায়) যে দিক্‌ শ্রীহরির পাদসৌরভে সুবাসিত, সম্প্রতি সেই দিক্‌ও আমার নিকট হইতে দূরে অবস্থিত; যেহেতু অতি সূক্ষ্ম স্থানও আমার নিকট দুরাচার মহাকিল্লের ন্যায় প্রতীত হইতেছে; আর, প্রাণরূপ অনলও আশারূপ ঘৃতের দ্বারা স্ফীতিলাভ করিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে দহন করিতেছে! হায়! আমি এক্ষণে কাহাকে আশ্রয় করি? ম ১॥

বকুলা — স্বামি সখে! নববৃন্দা স্নেহবশতঃ তোমার রহস্য বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়াছেন; তথাপি আমি তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি।

রাধা — যথেচ্ছভাবে নিবেদন কর।

বকুলা — আমাদের রাজেন্দ্র সুন্দর-শিরোমণি ও ত্রিভুবনের শাসনকর্ত্তা; সেইহেতু যদি তুমি আদেশ কর, তাহা হইলে আমি রুক্মিণীর প্রতিকূলা হইয়াও তাঁহার নিকটে তোমার কথা জানাইতে পারি।

রাধা (সংস্কৃতভাষায়) দ্বারকার অধিপতি সৌন্দর্য্য-রাশিদ্বারা বিভূষিত হইয়া ত্রিলোকের পরিপালন করুন, তাহাতে আমাদের কি? অতএব তুমি বিরত হও;

তাঁহার ক্রোধাগ্নিকে কেন আর প্রজ্বালিত কর? তোমরা সুন্দরি কোটি কোটি গুরুতর যুক্তি বর্ণন করিয়াও ব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপদ্ম হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেনা ॥২॥

বকুলা — সখি! নববৃন্দাকে নিজ-হিতের কথা জিজ্ঞাসা করিও।

রাধা — নববৃন্দা কোথায় গেল?

বকুলা — দেবী তাহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়াছেন।

রাধা — হায়! হতদৈব আমাকে পরাধীনা করিয়াছে।

(নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা — সখি সত্যে! দুঃখ করিওনা; দেখ, দেখ — এই মাধবী-লতা পাদে নিপতিতা হইয়া বদরীকে অবলম্বন-পূর্বক (যাহার সাহায্যে) পশ্চাৎ নিজ-প্রণয়ী রসালকে প্রাপ্ত হইয়াছে; প্রাণেশ্বরের সঙ্গলাভ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তা হইয়া সাধ্বী স্ত্রী কখনও পরাধীনতা-হেতুক ক্লেশকে গ্রাহ্য করেনা ॥৩॥

রাধা — তোমার হস্তে এই ভূষণসামগ্রী কী?

নববৃন্দা — শচী দেবী আমাদের দেবীকে দিব্য মাল্য বস্ত্র প্রভৃতি উপহার প্রদান করিয়াছেন; আর দেবী এই সকল দ্রব্য সখীগণকে ভাগ করিতে প্রবৃত্তা হইয়া ভাগানুসারে ইহা তোমাকে পুরস্কার দিয়াছেন।

রাধা — আমার আর দুঃখাগ্নির ইন্ধনস্বরূপ এই পদার্থে প্রয়োজন কি?

নববৃন্দা — স্বামি! সূর্যদেবের আরাধনায় ইহা উপযোগী হইবে।

রাধা — সখি! সূর্যদেব আমাকে বলিয়াছেন — বৎসে! সমুদ্রের উপকণ্ঠে বিরাজমান দ্বারকাপুরীর গর্ভদেশে নির্মিত নববৃন্দাবনে প্রবেশপূর্বক সেই নিজ-প্রাণনাথের সহিত বিহার কর।

নববৃন্দা — সুলোচনে! দেবশ্রেষ্ঠ তরণির বাক্যসমূহ নিশ্চয়ই অব্যভিচারী (সত্য) হইয়া থাকে।

রাধা (সংস্কৃত ভাষায়) ৪। সখি! আমার প্রিয়তম শ্রীহরি মথুরাপুরে বিরাজ করিতেছেন, আর আমি এই রাজপুরে আবদ্ধা হইয়া বাস করিতেছি; অতএব আমার নিকট প্রিয়সঙ্গম অসম্ভবই মনে হয়॥৪॥

নববৃন্দা ৫। সখি! বিলাপের প্রয়োজন নাই; কালের গতিক্রম অতিদুরূহ! দেখ, শরৎকালের প্রারম্ভেই অকস্মাৎ খঞ্জন পক্ষিগণ সরোবরের তীরে ক্রীড়া করিয়া থাকে॥৫॥

রাধা — খঞ্জন পক্ষী যেরূপ নীররহিত স্থানে বিহার করে না, মহাপুরুষও সেইরূপ পরাধীন দেশে রমন করেন না।

গ্রহণ করেননা।

নববৃন্দা (হাস্য করিয়া) — হে ভ্রান্তে! এস্থলে ব্রজেন্দ্রের পরাধীনতা কিরূপে নিশ্চয় করিলে?

রাধা (ঈর্ষার সহিত) — ও গো! (দ্বারকেশ) রাজেন্দ্রের ক্রীড়া-কাননের বানরি! থাম, থাম।

নববৃন্দা — সরলে! ব্রজেন্দ্রকেই রাজেন্দ্র বলিয়া জানিব।

রাধা (ঔৎসুক্য সহকারে) — হাঁগো! ইহা কি সত্য?

নববৃন্দা (স্বগত) — হায়! আমি যে ভ্রমক্রমে নিজ-প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছি। (প্রকাশে) ব্রজেন্দ্রকে যে কেবল 'রাজেন্দ্র' বলা হয়, তাহা নহে; পরন্তু ~~দেবেন্দ্র~~ রামচন্দ্র ~~এবং~~ ও উপেন্দ্রও বলা হয়।

বকুলা — সখি! এই জন্যই বলিতেছি, অন্য আগ্রহ ত্যাগ করিয়া রাজেন্দ্রকে আনন্দ দান কর।

রাধা (সংস্কৃত ভাষায়) — যাঁহার কেশপাশে ময়ূরপুচ্ছ-রচিত শিরো-ভূষণ ~~এবং~~ ও গলদেশে সুপুষ্ট গুঞ্জাবলি-নির্মিত হার শোভা পাইতেছে, ~~আর~~, যাঁহার মুখে বেণু এক অপূর্ব মাধুর্যের রচনা করিতেছে, হায়! আমার চিত্ত শ্রীহরির উক্ত রূপ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন জগৎশ্রেষ্ঠ রূপকেও অঙ্গীকার করেনা॥৬॥

বকুলা — সখি! তুমি বড়ই সরল-মতি; যেহেতু সেই
কঠোরচিত্ত ব্রজেন্দ্রের প্রতিই অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ
করিতেছ।

রাধা (স্বপ্নসংস্কারে সংস্কৃতভাষায়) — মুগ্ধে! এরূপ
বলিও না।

৭। হে সখি! সেই স্বতন্ত্র পুরুষ শ্যামসুন্দর ঔদাসীন্যভরা-
ক্রান্তচিত্তে আমার প্রতি সহস্র বৎসর পর্যন্ত যথেষ্টভাবে
কাঠিন্য প্রকাশ করুন, তথাপি আমার এই চিত্ত সেই
পরমপ্রিয়ের প্রতি প্রতিজন্মে অনন্তকালের নিমিত্তও
ভ্রান্তিবশেও প্রণয়-দাস্য ত্যাগ করিবে না ॥৭॥

নববৃন্দা — বকুলে! ইহার ব্রত অতিদৃঢ়; সেই হেতু
বিরত হও।

রাধা (সংস্কৃত-ভাষায়) ৮। অয়ি সহচরি! আমি পূর্বে দীর্ঘ
কাল যাহাদের সেবা করিয়াছি, — এই সেই লতাশ্রেণী!
সম্মুখভাগে এই সেই বহুপরিচিত কুঞ্জপুঞ্জ!
আর, আমি পূর্বে নিরন্তর যেখানে ভ্রমণ করিয়াছি, —
এই সেই যমুনার তীরভূমি! আজ ইহারা গোকুল-
পতির বিরহে আমার নিদারুণ পীড়া উৎপাদন
করিতেছে ॥৮॥

নববৃন্দা — বকুলে! ইঁহার তীব্র সন্তাপরাশি লক্ষ্য কর; সেই হেতু অদ্য কালিন্দীর তীরবর্তী কদম্বমূলে নবীন কোমল পল্লবরাশিদ্বারা শয্যা রচনা কর।

বকুলা — প্রিয়সখী যাহা বলিলেন, তাহাই করিতেছি। (এই বলিয়া প্রস্থান)

রাধা (সংস্কৃতভাষায়) ওঃ আমি গোষ্ঠবাসিগণের ও নিজজীবন অপেক্ষাও প্রিয়তমা সেই সখীগণের বিয়োগজনিত প্রাণঘাতী বেদনাপুঞ্জ সহ্য করিয়াছি! হায়! এই সেই দুরাশা-রাশি সূর্য্যদেবের বাক্যের প্রতি গভীর বিশ্বাসযুক্তা আমাকে এখনো কোন্ ক্লেশই বা সহ্য না করাইয়াছে? #৩॥

নববৃন্দা — তোমার প্রিয়সখী বিশাখা কোথায়?

রাধা — সেই মঙ্গলময়ী স্বীয় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই ভূতলেই আগমন করিয়াছে; কেবলমাত্র ললিতাই আমাকে দুঃখ দিতেছে। (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)

নববৃন্দা — ললিতার সেই শোচনীয় দশার কথা তুমি কোথা হইতে শুনিয়াছ?

রাধা — স্বর্গে আরোহন করিবার সময়ে আকাশচারিগণের নিকট হইতে।

নববৃন্দা — রাধে! তুমি অদ্য নিশীথকালে ললিতাকে সম্বোধন করিয়া স্বপ্নে কিছু বলিয়াছিলে কি?

রাধা — তাহা কীরূপ?

নববৃন্দা ১০। হে ললিতে! অক্রূরের হৃদয়ের বাসনালতা সফল হইল! হা! ধিক্! ঐ দেখ, শ্রীমাধব রথে আরোহণ করিলেন। আমার মনে হয়, — হে কৃশাঙ্গি! তোমার এইরূপ করুণস্বরপূর্ণ স্বপ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া শিশির-বর্ষণচ্ছলে যামিনীও যেন রোদন করিয়াছিল ॥১০॥

রাধা (দুঃসহকালে সংস্কৃত ভাষায়) ১১। হে সখি! আমার বহু চেষ্টায় (অতি দীর্ঘকাল পরে) স্বপ্নদশা উপস্থিত হইলে তৎকালে শ্রীগোবিন্দ কেবলমাত্র আমার নয়নযুগলের প্রান্তভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন! হায়! সেই সময়েও সেই নির্দয় রাজপুরুষ (অক্রূর) কীরূপে রথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইল ॥১১॥

(বকুলার প্রবেশ)

বকুলা — সখি! আমি শয্যা রচনা করিয়াছি; অতএব এখন উঠ। (এই বলিয়া তিনজন চলিতে লাগিলেন।)

নববৃন্দা (সম্ভ্রমের সহিত) ১২। হে প্রিয়সখি! তুমি কোনরূপেই আর এদিকে যাইও না; সত্বর প্রতিনিবৃত্তা

হও; তোমার সম্মুখে ঐ অশোকবৃক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে!
হে সুমি! তোমার পদসম্পর্ক লাভ করিয়া যদি
তাহা পুষ্পিত হয়, তাহা হইলে তৎকালে ভ্রমরগণের
কলগুঞ্জন হতাশ জনগণের নিকটে বজ্রনাদের ন্যায়
অসহনীয় হইবে ॥১২॥

রাধা (নিবৃত্তা হইয়া সলজ্জভাবে সংস্কৃত ভাষায়)—
১৩ হে সখি! যদি এই আশারূপা কঠিনা শৃঙ্খলা বিরোধ
না করিত, তাহা হইলে আমি শ্রীমাধবের
শুভদর্শনরহিত এই অধন্য হতজীবনের প্রতি আসক্তা
হইয়া আর এখন জীবন ধারণ করিতামনা!
পরন্তু কোটি কোটি প্রাণও নিশ্চয়ই সুখে বিসর্জ্জন দিতে
উৎসুক হইতাম ॥১৩॥

বকুলা — এই সম্মুখে শাখা।

রাধা (শাখা আশ্রয় করিয়া স্বগত)—এই নববৃন্দাবনে
আমার প্রাণধারণ দুষ্কর; সেইহেতু কোন উপায়
অবলম্বন করিতে হইবে। (প্রকাশ্যে) নববৃন্দে! নিত্য-
কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া বড়ই দুঃখবোধ
করিতেছি।

নববৃন্দা — সখি! তোমার নিত্যকর্ম্ম কী?

রাধা (সংস্কৃত ভাষায়) ১৪। হে সুখে! আমরা দেবর্ষির
উপদেশে পিতৃগৃহে এক জলদ-শ্যামল কান্তি দেবতার
আরাধনা করিতাম; তাঁহার মুখ বিলাসশীল মনোহর
বংশীদ্বারা পরিশোভিত, লোচনযুগল ঈষৎ বক্রভাবে
ঘূর্ণিত, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, শরীরটি ত্রিভঙ্গী
বিলাসযুক্ত এবং তিনি কৈশোর দশায় মিলিত
হইয়াছেন॥ ১৪॥

নববৃন্দা (স্বগত) — ইঁহার কৃষ্ণমূর্তি দর্শনের এই কৌশল
আমি বুঝিতে পারিয়াছি; সেই হেতু সম্প্রতি নব-
বৃন্দাবনের শোভাবর্ধনের নিমিত্ত দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা
ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন,
তাহা ইঁহাকে দেখাইতেছি। (প্রকাশ্যে) সখি! তোমার
সেই ইষ্টদেবের আবির্ভাব ঘটাইবার নিমিত্ত যাইতেছি।

(এই বলিয়া প্রস্থান)

রাধা (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সংস্কৃত ভাষায় স্বগত) ১৫। শিখিপুচ্ছচূড়া-
ধারী শ্রীহরি রাসমণ্ডল হইতে অদৃশ্য হইয়া সেই
রজনীতে যাঁহার পুষ্পদ্বারা আমার কেশপাশে চূড়া
নির্মাণ করিয়াছিলেন, হায়! সম্প্রতি কালিন্দীর তটে সেই
নবীন কর্ণিকার বৃক্ষ মুকুলিত হইয়া
আমাকে বারম্বার অতিশয় সন্তাপ দান করিতেছে॥ ১৫॥

(নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা — সখি! শীঘ্র আসিয়া ইষ্টদেবকে দর্শন কর।

রাধা — নববৃন্দে! সেবার নিমিত্ত কোন উপহার আনয়ন কর।

নববৃন্দা — বকুলে! বাসন্তীকুঞ্জ হইতে দেবীর প্রদত্ত দিব্য মাল্য ও বস্ত্র লইয়া এস। (বকুলার প্রস্থান।) ৫

নববৃন্দা (মৃদু হাস্য সহকারে) — সখি রাধে!

১৬। যাঁহারা স্তুতিপূর্বক উত্তম প্রণতিবিধানসহকারে পুষ্পরাশি, গন্ধ ও ধূপপ্রভৃতি উপহার দ্বারা দামোদরের সেবা করেন, তাঁহারা ভিন্ন ব্যক্তি; হে কোকিল-কণ্ঠি! তোমাদের ন্যায় গোকুলবাসিনীগণের পক্ষে শ্রীমাধবের প্রতি কুটিল-কটাক্ষ-কলা-সম্বলিত আলিঙ্গনাদি-লীলা-রূপা সেবাই সুপ্রসিদ্ধা ॥১৬॥ (এই বলিয়া পরিক্রমণপূর্বক) — এই দেখ, তোমার নিকটেই সেই ইষ্টদেব উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

রাধা (দূর হইতেই দৃষ্টিপাত করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত সংস্কৃত ভাষায়) ১৭। হে সখি! আমি এই বিরহদশায়ও শরীর ধারণে যে অদ্ভুত ক্লেশ অনুভব করিয়াছি, তাহা এখন নিশ্চয়ই সফল হইয়াছে; অহো! যেহেতু আমার সম্মুখে গোপীকুল-কুমুদিনীর বন্ধু শ্রীশ্যামচাঁদের

অতিশ্যামল সেই সুপরিচিত কান্তিসমূহ স্ফূর্তিলাভ করিতেছে ॥১৭॥

(এই বলিয়া পরিভ্রমণপূর্বক বেদীর নিকটে যাইয়া গদ্‌গদস্বরে) ১৮। হে শৈলভূমি! হায়! আমি যাঁহার দর্শনের আশায় এই দগ্ধ দেহ ধারণ করিয়া সর্ববিদারণে সুনিপুণা এই অতিশয় পীড়া-বৃষ্টি সহ্য করিয়াছি, কালিন্দীর তীরবর্তী কুঞ্জকুটিরের অভ্যন্তরে ক্রীড়াভিসার-পরায়ণ আমার সেই জীবন-বান্ধবকে সম্প্রতি পুনরায় লাভ করিলাম ॥১৮॥

(এই বলিয়া প্রেমের আবেশে যেন সাক্ষাৎরূপে শ্রীমাধবকে সম্বোধন করিয়া) ১৯। তুমি পূর্বে এখানে প্রেমভরে একরূপ কোমলতা প্রকাশ করিয়াছিলে, যাহাতে 'তুমি সর্বপ্রকারেই আমার' বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলে; হায়! কিন্তু সম্প্রতি তোমার একরূপ কঠোরতাই অবগত হইলাম, যাহাতে 'আমি যে তোমার', এই অভিমানও আর সম্ভবপর হইলনাই ॥১৯॥

নববৃন্দা (স্বগত) — অহো! ইহা অনুরাগসমুদ্রের এক অপূর্ব উত্তাল তরঙ্গ!

রাধা (জনান্তিকে সংস্কৃত ভাষায়) — ২০। হে সখি!

~~ধূর্ত্তশিরোমণি এই শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসনিপুণ পরিহাসনিপুণ~~

~~...~~ ধূর্ত্তশিরোমণি শ্রীমব্বির পরিহাসনিপুণ কলা-
যুক্ত কোন বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন না, কিম্বা আলিঙ্গনের নিমিত্ত বিশাল বাহুযুগলের বাগ্রভাব অবলম্বন করিয়া আমার সহিত মিলিত হইতেছেন না; পরন্তু
লীলাসহকারে ভ্রূযুগলকে বক্র করিয়া মনোহর
উল্লাসময় মৃদুহাস্যলেশদ্বারা শোভিত হইয়া কেবলমাত্র
কুটিলদৃষ্টি দ্বারা আমাকে সাগ্রহে দর্শন করিতেছেন ॥২০॥
নববৃন্দা — সখি! ধূর্ত্ত অপরাপর নাগরগণের ইহা নিগূঢ়
পরিহাস-চাতুরী জানে; সেইহেতু তুমিও ইঁহাকে কটাক্ষ-
দ্বারা তাড়না করিয়া বক্রোক্তিসমূহদ্বারা তিরস্কার কর।
রাধা (কুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া সংস্কৃতভাষায়) —
আমার মনে হয়, বক্ষঃপ্রান্তস্থ কৌস্তুভমণির দীর্ঘকাল
সংসর্গহেতু তোমার হৃদয়ে তাহা হইতে কাঠিন্যগুণ
সংক্রান্ত হইয়াছে; নচেৎ তুমি প্রভু হইয়া এতাদৃশ
ক্লেশরাশিদ্বারা আক্রান্ত এই ব্যক্তির প্রতিও এইরূপ
প্রবঞ্চনা করিবে কেন? ॥২১॥
(এই বলিয়া গোপনে—) সখি! দেখ, দেখ, ইহা বড়ই
অসঙ্গত যে, বনমালী নীলোৎপলসদৃশ কোমল হইয়াও
কর্কশ বংশীকেই চুম্বন করিতেছেন; অতএব তাঁহার নিকট
হইতে ইহা কাড়িয়া লইব।

নববৃন্দা (স্বগত) — বংশী আকর্ষণ করা ভাল কায হইবে না; সেই হেতু ছল পূর্ব্বক ইহাকে উপদেশ দিতেছি। (প্রকাশে) পরিহাসসহকারে মৃদু হাস্য করিয়া) হে মুগ্ধে! ইঁহাকে নীল উৎপলময় বলাই উচিত ছিল; কিন্তু তুমি বৃথা ইঁহার উপরে নীলোৎপলের মৃদুতা আরোপ করিতেছ কেন? হে পদ্মমুখি! যদি আমার বাক্যে তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে ইঁহার বিস্তৃত বক্ষঃস্থলে স্তনযুগল সংযুক্ত করিয়া দেখ॥২২॥

রাধা (মূর্ত্তির বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান করিয়া বিস্ময়সহকারে) — অহো! ইহা যে সত্যই নীলমণিময়ী প্রতিমা! (চিন্তা করিয়া) — হা ধিক্, হা ধিক্! আমি প্রগাঢ় উৎকণ্ঠা-বশতঃ সমস্ত বিষয় ভুলিয়া প্রতিমাকে সাক্ষাৎ মাধব মনে করিতেছি!

(বকুলার প্রবেশ)

বকুলা — এই মাল্য, বস্ত্র ও বিলেপন দ্রব্যসমূহ গ্রহণ কর। (রাধা উহা গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিমাকে অলঙ্কৃত করিতে ইচ্ছা করিলেন।)

নববৃন্দা — হে সখি! তুমি মধ্যাহ্নকালে প্রণয়ি-জনকে লাভ করিয়া হর্ষভরে মধুর কান্তিরাশি ধারণ করিতেছ।

কোকিলের সমাগম ব্যতীত বসন্তের শোভা সম্যক্‌রূপে প্রকাশমান হয় না ॥২৬॥

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী — সত্যার বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত ভর্তৃদারিকা আমাকে পাঠাইয়াছেন; সেই হেতু সম্মুখে বিরাজমান এই নব বৃন্দাবনে প্রবেশ করিব। (এই বলিয়া পরিভ্রমণ-পূর্বক) অহো! প্রভু নিশ্চয়ই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন; যেহেতু এইসব শঙ্খচক্রাদি চিহ্নযুক্ত পদচিহ্নসমূহ দৃষ্ট হইতেছে! সেই হেতু সামায়িক কার্য নির্বাহ করিয়া পশ্চাৎ ভর্তৃদারিকাকে এস্থানে লইয়া আসিব।

(শ্রীরাধা অগ্রবর্তিনী ও কমলমঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন।)

মাধবী — এই যে তাঁহার নীলোৎপলের মালা পড়িয়া আছে, দেখিতেছি! (এই বলিয়া মালা হস্তে লইয়া সত্বর উচ্চস্বরে) — সখি বকুলে! তুমি কোথায় আছ?

নববৃন্দা (স্বগতভাবে) — সত্যে! মাধবী নিকটে আসিয়াছে; সেই হেতু এস্থান হইতে সত্বর প্রস্থানই সঙ্গত।

রাধা — আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই; সেই হেতু শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিব। (এই বলিয়া তিনজনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।) #

মাধবী (দেখিতে পাইয়া) — আহা! সত্য যে এ স্থানেই!
(নিকটে যাইয়া) সখি! মাধবীপুষ্প আহরণ করিবার নিমিত্ত
এস্থানে আসিয়াছি।
রাধা (সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া স্বগত) — হঠাৎ কোথা
হইতে এই সৌরভ আমার চিত্তকে চঞ্চল করিতেছে?
(মাধবীর হস্তে মালা দেখিয়া নববৃন্দার প্রতি অন্যের
অগোচরে সংস্কৃত ভাষায়) ২৪। সখি! এই নীলপদ্ম-
রচিত মালা হইতেই গোপীকুল-কুমুদবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ-
চন্দ্রের এই উত্তম সৌরভ চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে।
নচেৎ অন্য গন্ধ কীরূপে সদ্যঃ বলপূর্বক আমার
বাহ্য ও অভ্যন্তরে উগ্র ক্ষোভ সঞ্চার করিতে
সমর্থ হইবে? ॥২৪॥
মাধবী (বিস্ময়সহকারে সংস্কৃতভাষায়) ২৫। হে সখি!
এই নীলকমলমাল্যের সৌরভ অনুভব করিয়া তোমার
অঙ্গ কীহেতু কম্পরাজি ধারণ করিতেছে? আর কীহেতুই বা তোমার
শরীরও অতিশয় খিন্ন হইয়া সত্বর প্রস্ফুরিত
রোমাঞ্চরাজি প্রকাশ করিতেছে? ॥২৫॥
রাধা (স্বগত) — এ বিষয় এখন গোপন করিতে হইবে।
(প্রকাশ্যে) মাধবি! এই নীলপদ্মের মালা দেখিয়া
কালিয়হ্রদে পূর্বদৃষ্ট ভুজঙ্গশ্রেণীর স্মরণ করিয়া
এখন আমি ভয় পাইতেছি।

~~আমি উহা পাইয়াছি।~~

নববৃন্দা (স্বগত) — অহো! উপস্থিত বিষয়ে উত্তম সমাধান করা হইয়াছে।

রাধা (স্বগত) — ইহা নিশ্চয়ই সেই প্রতিমারই নির্মাল্য মালা!

মাধবী — সখি! আমি মাধবীমণ্ডপে যাইয়া পুষ্প চয়ন করিব।

সকলে — প্রিয়সখি! এদিকে, এদিকে। (এই বলিয়া সকলের প্রস্থান।)*

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের ও পশ্চাৎ মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

কৃষ্ণ (উদ্বেগসহকারে) — এই বনমালা ক্ষণকালমধ্যেই মলিন হইয়া যায়, আর ঐ চন্দন-লেপও শুষ্ক হইয়া ধূলিরাশির ন্যায় অঙ্গ হইতে পতিত হয়; পরন্তু কেবলমাত্র বিস্ফূর্তিশীল শিখারাশির দ্বারা সূর্যকান্ত-সদৃশ এই কৌস্তুভমণিই আমার বক্ষোদেশে থাকিয়া আমার চিত্তের সন্তাপ বিস্তার করিতেছে ॥২৩॥

(বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) — প্রিয়বয়স্য! সেই বৃন্দাবন আর কত দূরে?

~~মধুমঙ্গল (সংস্কৃত ভাষায়) — প্রস্ফুটিত চঞ্চল চক্রাকারের কোকিল [illegible] কান্তির উল্লাসযুক্ত, মদনও কোকিলকুলের কলস্বরে আলাপকারী।~~

(দেখুন ২৭॥ চম্পক)

মধুমঙ্গল (সংস্কৃত ভাষায়) — প্রফুটিত চম্পক পুষ্পরাজির
কান্তিদ্বারা উল্লাসিনী, মদমত্ত কোকিল কুলের কল-
ধ্বনির আলাপযুক্তা, মরালগণের গতিদ্বারা সুশোভিতা,
কৃষ্ণসারাধিকা (কৃষ্ণসারগণের দ্বারা সমৃদ্ধা) #
শ্রীরাধিকা পক্ষে — প্রস্ফুটিত চঞ্চল চম্পক পুষ্পরাজির
ন্যায় কান্তির উল্লাসযুক্তা, মদমত্ত কোকিলগণের ন্যায়
মধুরভাষিণী, মরালের ন্যায় গতিশালিনী, হে কৃষ্ণ!
সেই রাধিকা।। (এইরূপ অর্থ উক্তির পর)

~~কৃষ্ণ (সংস্কৃত ভাষায়) —~~

কৃষ্ণ (ব্যগ্রভাবে উৎকণ্ঠার সহিত) — সখে! তিনি (শ্রীরাধা)
কোথায়, তিনি কোথায়?

মধুমঙ্গল (অঙ্গুলিদ্বারা সম্মুখভাগ দেখাইয়া) —
(২৭) সম্মুখে শোভা পাইতেছে তোমার প্রিয়া ......

কৃষ্ণ (ব্যগ্রভাবে) — বয়স্য! আমি দেখিতে পাইতেছি না;
সেই হেতু ~~অতএব~~ শীঘ্র দেখাও, আমার সেই রাধিকা কোথায়?

মধুমঙ্গল (২৭) হে মুকুন্দ! বৃন্দাটবী ॥২৭॥

কৃষ্ণ (বিচারপূর্বক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে) —
অহো! (শ্রীরাধার) নামের অক্ষরসমূহ শ্রবণ করিয়াই
আমি সর্ববিষয়ে অনুসন্ধানশূন্য হইয়াছিলাম!
(এই বলিয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে) ৪

(শোকার্ত্তী সেই

২৮ হায়! শ্রীরাধিকা যাহার সৌরভপরিপূর্ণ পুষ্পাবলি
দ্বারা নিরন্তর আমার কেশ-শোভাকে সুসমৃদ্ধ
করিয়াছেন, দেখ! সম্মুখে কুসুমধনু কন্দর্পের
ভল্লী সদৃশী সেই উৎফুল্লা মল্লিকালতা শব্দায়মান
ভ্রমররূপ মল্লগণের দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া
আমাকে প্রহার করিতেছে ॥২৮॥
(পরিভ্রমণপূর্বক) ২৯ যমুনার তটপ্রান্তে লতাজালসমাচ্ছন্ন
এই যে বিবিধ বৃক্ষরাজি শোভা পাইতেছে; ইহাদেরই
নবীন পল্লবরাজি শ্রীরাধিকার কর্ণযুগলের
প্রান্তভাগে তাড়ঙ্কের (কর্ণভূষণবিশেষের) শোভার
অনুকরণ করিয়াছে ॥২৯॥
মধুমঙ্গল (বিস্ময়সহকারে) — বয়স্য! এস্থলে বসন্ত
ঋতুর এই যৌবনদশায়ও তাহার লক্ষণ নাই কেন?
কৃষ্ণ — সখে! সত্যই বলিয়াছ; ঐ দেখ —
৩০ কোকিল ও ভ্রমরগণ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে!
আম্রতরুসমূহের মুকুল ঈষৎ উদ্গত হইয়াও জড়-
ভাব ধারণ করিয়াছে! আর, অশোকতরুগণের
মধ্যে মঞ্জরীর অগ্রভাগ অর্ধবিকশিত হইয়াও
স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। হায়! কালিন্দীর তটসমীপে এই
বসন্তলক্ষ্মী কীহেতু নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন ৷৩০॥

বনলক্ষ্মী কি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন? ॥৩০॥
মধুমঙ্গল— দেখ, ইহা কোন বিরহিণীর নবকমল-
রচিত শয্যা।
কৃষ্ণ— নিশ্চয়ই ইঁহার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তাঁহার সখী
এই বসন্তশোভাকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।
ইহা (অবলোকন করিয়া আতঙ্কসহকারে) ৩১ এই শয্যা-
বেদী ঘনসন্নিবিষ্ট পদ্মসমূহদ্বারা বিরচিত, সম্প্রতি
ইহার ক্রোড়দেশ শূন্য! নিকটবর্ত্তিনী যমুনার
ক্ষুদ্র তরঙ্গমালাদ্বারা ইহা পরিষেবিত!
কাহারও অঙ্গসন্তাপ সম্পর্কে ইহা বিদ্যোতিত এবং
তাহার মর্ম্মপীড়ার ব্যাখ্যা অর্থাৎ প্রকাশনবিষয়ে
পাণ্ডিত্যস্বরূপ ইহা আমার বুদ্ধির মালিন্য
উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে বিচলিত করিতেছে ॥৩২॥
মধুমঙ্গল— অগ্রবর্তী এই কুঞ্জগৃহকে দেখ।
কৃষ্ণ (পরিক্রমণপূর্ব্বক উৎকণ্ঠিতভাবে দর্শন করিয়া
আশ্চর্য্যসহকারে)— এ যে বনবেশভূষিতা আমারই
মনোহারিণী অঙ্গপ্রতিমা! (নিকটে যাইয়া) নিশ্চয়ই
ইহা শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মার কলানৈপুণ্যের
বিলাসস্বরূপ।

মধুমঙ্গল (কৌতূহলসহকারে) — আশ্চর্য, আশ্চর্য!
এই আমি অনেক দিনের পর নিজ-প্রিয়বয়স্যকে
পাইয়াছি; তুমি (দ্বারকেশ) রাজেন্দ্র বলিয়া আমার মত ব্রাহ্মণ-
বালকের যোগ্য নহ; প্রিয়বয়স্য! দেখ, কোন
অনুরক্তা সেবিকা ইঁহার সেবা করিতেছেন।
কৃষ্ণ — সখে! তুমি যথার্থই লক্ষ্য করিয়াছ;
৩২। ব্যস্তভাবে বিন্যস্তা এই মালাই উক্ত সেবিকার
বিহ্বলভাবের প্রকাশ করিতেছে! শরীরের মধ্যে
বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এই চন্দনাদির প্রলেপই তাঁহার
তৎকালীন অশ্রুবর্ষণের সূচনা করিতেছে; আর,
এই তিলক বক্র হইয়া যাওয়ায় তাঁহার তৎকালীন
হস্তকম্পের কথা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এইরূপে
সেই কৃশাঙ্গীর সেবাই তাঁহার অন্তর্গত প্রেম
পরিস্ফুট করিতেছে ॥৩২॥
(নেপথ্যে) প্রিয়সখি! এ দিকে, এ দিকে!
কৃষ্ণ — সখে! প্রতিমার উপাসিকা তরুণীগণ নিশ্চয়ই
নিকটে আসিতেছেন; সেই হেতু আমার এই প্রতিমাকে
অপর কুঞ্জে রাখিয়া দাও।
আর, আমি সম্পূর্ণরূপে এই প্রতিমার বেশ-মাধুর্য

শয়ন করিয়া সুন্দরীগণের ভাবনিষ্ঠা নিরীক্ষণ-রত থাকিয়া
এই বেদীমধ্যে অবস্থান করি। (এইরূপে উভয়ে
পূর্বনির্দিষ্ট কার্য্য করিলেন।) F
(অনন্তর অগ্রে শ্রীরাধার ও পশ্চাৎ সখীদ্বয়ের প্রবেশ)
রাধা (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রোমাঞ্চসহকারে) — অহো!
প্রতিমার মাধুর্য্যরাশি কীরূপ অবিকল, যাহাতে সত্যই
সাধুদিগের চৈতন্যে চমৎকার উৎপাদন করে।
বকুলা (জনান্তিকে) — নববৃন্দে! প্রতিমার সৌন্দর্য্য
লক্ষ্য কর।
নববৃন্দা (মৃদুহাস্যসহকারে) — মুগ্ধে! সত্যভামার
প্রেমোন্মাদ তোমাতেও সংক্রান্ত হইয়াছে; যেহেতু তুমি
শ্রীহরিকেই প্রতিমা মনে করিতেছ!
কৃষ্ণ (বিস্ময় ও আনন্দসহকারে) — অহো! এই চিত্ত-
কর্ষিনী কল্পলতা কে? (উৎসুক্যের সহিত) —
৩৩। যাঁহার মুখকমলের কান্তি হৃদয়ান্তরালে ব্যক্ত না (প্রকাশমান)
গুরুতর বেদনারাশির কথা সুব্যক্ত করিতেছে, যাহার
নীল কুন্তলরাশি নয়নযুগলের প্রান্তভাগে নৃত্য
করিতেছে, তাদৃশী এই সুদতী আমার দৃষ্টিপথে
উপস্থিত হইয়াছেন। ৩৩।

(পুনরায় নিরীক্ষণপূর্ব্বক চমৎকারসহকারে) – হায়, হায়!
ইনি যে আমারই প্রাণবল্লভা সেই শ্রীরাধা!
(এই বলিয়া অশ্রুধারা রোধ করিয়া বিচারসহকারে) –
৩৪। সুরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা এই নববৃন্দাবনে আমার
আনন্দবিধানের নিমিত্ত পরিকল্পনা করিয়া নিশ্চয়ই
এই মায়াময়ী রাধিকাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অন্যথা
কুশস্থলী (দ্বারকা) নগরীর নীতি-অনুসারে দুর্গম মদীয় অন্তঃপুরে
বাস্তব শ্রীরাধার সম্ভাবনা কোথায়? ॥৩৪॥
রাধা (শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া) – হায় হায়!
অতিশয় উৎকণ্ঠাহেতু আমার কি মোহ! যেহেতু
গোবিন্দের প্রতিমাকেই আমি গোবিন্দ (বলিয়া) মনে করিতেছি!
(অশ্রুবর্ষণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া) – হে প্রতিবিম্ব!
তোমার বিম্বস্থানীয় সেই কমললোচনের কুশল ত?
কৃষ্ণ (উল্লাসসহকারে) – অয়ি মায়াযন্ত্রময়ি রাধিকে!
বাস্তবিকপক্ষে সম্প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল;
যেহেতু তুমি সর্ব্বপ্রকারে সেই অলোকসাধারণী
শ্রীরাধার অনুকরণ করিয়া তাঁহারই মঙ্গল জিজ্ঞাসা
করিতেছ!
রাধা (চমৎকৃতা হইয়া) – সাধু নববৃন্দে! সাধু, সাধু;

যেহেতু শিল্পকলানিপুণা তোমার দ্বারা নির্ম্মিত
প্রতিমাও এরূপ অপূর্ব্ব মধুর বাক্যালাপ করিতেছে!
কৃষ্ণ — অহো! গন্ধর্ব্বনগরের অনুকরণকারী হইয়াও
মায়াময়[illegible]নাট্যের দীর্ঘকালব্যাপিনী কী অদ্ভুত
চমৎকারিতা! যেহেতু এস্থলে আমার নিকটেও
শ্রীরাধা যথার্থ রাধিকাই প্রতিভাত হইতেছেন।
রাধা (আনন্দ ও অদ্ভুত ভাবের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) —
৩৪ অহো! এই গোবিন্দের প্রতিমা বাস্তবিকই তাঁহার
স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; যেহেতু সেই উত্তম সৌরভই
আমার নাসিকাকে আকুল করিয়া তাহাতে প্রবেশ
করিতেছে! ঘনশ্যাম সেই দীপ্তিশালিই নয়নযুগলের
আকর্ষণ করিতেছে! আর, সেই ধীর কণ্ঠস্বরই
আমার কর্ণযুগলকে বলপূর্ব্বক ~~অধীর করিয়া তুলিতেছে~~
চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে! ৩৫॥
(এই বলিয়া মিনতি করিয়া) — অয়ি কৃষ্ণপ্রতিমে!
শ্রীরাধা অত্যন্ত চাটুবাক্যসহকারে এই ভিক্ষা
করিতেছে যে, তুমি সর্ব্বদা এরূপ সচলা হইয়াই
এই সন্তাপপুঞ্জজর্জ্জরিত মন্দভাগিনীর নয়নকে
সুখী করিও।

কৃষ্ণ — অহো দেবশিল্পিন্! বিশ্বকর্মন্! (সৌভাগ্য) ক্রমে আমি তোমা কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়াছি। (এই বলিয়া অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।)

নববৃন্দা — সখি! তুমি বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা প্রিয়তমের মুখকমল হইতে বাষ্পবারিধারা অপনোদন কর।

(রাধা লজ্জার সহিত তাহাই করিতে লাগিলেন।)

নববৃন্দা (স্বগত) — অহো! এ কী! মাধব যে শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শসুখে নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক ~~করিয়া~~ পৃষ্ঠাশ্রিত কদম্বকাণ্ডকে অবলম্বন করিতেছেন!

রাধা — হা ধিক্! হা ধিক্! প্রতিমা যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম লাভ করিল! (এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।)

(নেপথ্যে) (ময়ূরাদির) মিশ্রিত রব)

বকুলা (আবেগসহকারে) — নববৃন্দে! এই ময়ূরবৃন্দ দল লজ্জার সহিত শব্দ করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে কেন?

নববৃন্দা — নিশ্চয়ই বিদর্ভরাজনন্দিনী বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছেন; আর তাঁহারই পরিজনবর্গের নূপুরধ্বনিকে হংসগণের ~~[illegible]~~ বিজয় আশঙ্কা করিয়া ময়ূরগণ পলায়ন করিতেছে; সেই হেতু তুমি রাধাকে সত্বর এস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাও।

বকুলা — যথার্থই বলিয়াছ। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা
রাধাকে ক্রোড়ে লইয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন।) E
মধুমঙ্গল (নিকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া) — আশ্চর্য্য,
আশ্চর্য্য! হে প্রিয়বয়স্য! সত্যই তুমি প্রতিমা হইয়া
পড়িয়াছ!
কৃষ্ণ (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) — হায়! হায়!
বিশ্বকর্ম্মার শিল্পমায়া সহসাই অন্তর্হিত হইল কেন?
(এই বলিয়া আশ্চর্য্যসহকারে) নববৃন্দে! তুমি কি পুনরায়
জগতের বিস্ময়কারিণী এই অপূর্ব্ব মায়া প্রস্তুত
~~আবির্ভাব~~ করাইতে পার?
নববৃন্দা — হাঁ, নিশ্চয়ই।
কৃষ্ণ (উৎকণ্ঠার সহিত) — সখি! সত্বর তাহা উপস্থিত
করাও।
নববৃন্দা — দেব! যাঁহার নিকট হইতে আমি পলায়ন-
পরা চক্রবাকীর ন্যায় ভয় পাইয়া থাকি, সেই ~~[illegible]~~
দেবী চন্দ্রিকা (চন্দ্রাবলী, চক্রবাকীপক্ষে জ্যোৎস্না)
নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন।
(এই বলিয়া প্রস্থান) ~~[illegible]~~
(অনন্তর পরিজনবর্গের সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী — সখি মাধবি! বিরহিণী ভগিনী শ্রীরাধার নিমিত্ত আজও আমার শোকানল নির্ব্বাপিত হইতেছে না।

মাধবী — ভর্তৃদারিকে! স্বভাবতঃই আপনি স্নেহশীলা; অতএব কিরূপে শোকানলের নির্ব্বাণ হইবে?

চন্দ্রাবলী — সখি! অদ্য সমস্ত রজনী আর্য্যপুত্র "হা রাধে! হা রাধে" বলিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

মাধবী — মনে হয়, তিনি স্বপ্নদর্শনহেতু বিক্ষুব্ধ চিত্তকে ঘুম দিবার নিমিত্তই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন।

চন্দ্রাবলী — সত্যই বলিতেছ?

মাধবী — ভর্তৃদারিকে! ঐ দেখুন, নিকুঞ্জের প্রভু সম্মুখেই রহিয়াছেন!

চন্দ্রাবলী (বক্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়া) — সখি! যেহেতু বৃন্দাবনেও তাঁহাকে উৎফুল্ল দেখা যাইতেছে, সেই হেতু মনে করি এস্থানে কোন অপূর্ব্ব রসান্তরের আস্বাদ পাইয়াছেন।

মাধবী (নিরীক্ষণপূর্ব্বক) — ভর্তৃদারিকে! নিশ্চয়ই সেই মনোহারিণী সত্যভামা ইঁহার সহিত মিলিতা হইয়াছেন।

চন্দ্রাবলী — সখি! সত্য সত্যই বলিয়াছ; যেহেতু

ইঁহার অঙ্গে যে আমারই শ্রোরিত সেই দিব্য পরিচ্ছদ শোভা পাইতেছে! সেই হেতু, (নিকটে যাইয়া) নিকটে যাইয়া তত্ত্ব অবগত হইব।
আর্য্যপুত্রের জয় হউক, জয় হউক।

কৃষ্ণ (ভাব সম্বরণ সহকারে) — সৌভাগ্যক্রমে তুমি যথাসময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছ।

চন্দ্রাবলী (শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যভাবে অন্যের অগোচরে সংস্কৃত ভাষায়) উঃ! হে সখি! জগতের মধ্যে অপূর্ব্ব এই এক প্রশস্ত বন্যবেশ ধারণ করায় মাধবের বিচিত্র মাধুর্য্য তরঙ্গ উদ্ভাসিত হইতেছে, যাহা দর্শন করিয়া আমার এই চিত্ত ঈর্ষ্যাভুজঙ্গীগ্রস্ত হইলেও কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না! উঃ!! (এই বলিয়া মৃদু হাস্য করিয়া) — দেব! সৌভাগ্যক্রমে নবীন প্রণয়িনীর সঙ্গলাভ জনিত মহোৎসব দ্বারা আপনি স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছেন।

কৃষ্ণ (হাস্য করিয়া) — প্রিয়ে! প্রাচীন প্রণয়িনী — এরূপ বল।

চন্দ্রাবলী (আশঙ্কা সহকারে) — প্রাচীন প্রণয়িনী কে?

কৃষ্ণ — প্রিয়ে! আশঙ্কা করিও না; বৃন্দাবনের লতাগুলিই (প্রাচীন প্রণয়িনী), অন্য কেহ নহে!

মাধবী — প্রভু সত্য কথাই বলিয়াছেন; যেহেতু বৃন্দাবনের
কল্পলতাই আপনাকে এই মালাটি উপহার দিয়াছেন।
কৃষ্ণ — মাধবি! এই বিশুদ্ধা চন্দ্রাবলীকে বৃথাই
শঙ্কা-কলঙ্কযুক্তা করিও না; যেহেতু এই মালা
মধুমঙ্গলের কলাকৌশলেরই প্রত্যক্ষ রচনা।
চন্দ্রাবলী (অভিপ্রায়সূচক মৃদুহাস্যসহকারে) — আর্য
মধুমঙ্গল! এই কৌসুম্ভ বসনও কি তোমারই কলা-
নৈপুণ্য?

কৃষ্ণ (স্বগত) — নিশ্চয়ই দেবী পূর্বে এই পরিচ্ছদ
দেখিয়াছেন। (প্রকাশ্যে) দেবি! বনদেবী আমাকে
ইহা উপহার প্রদান করিয়াছেন।
মাধবী — দেব! অনুমতি করুন, এই গৃহদেবী এখন
গৃহে গমন করুন।
কৃষ্ণ — দেবি! এই মাধবীর মিথ্যা কথা
(মাধবীর মিথ্যা কথা, অর্থান্তরে — মাধবের মিথ্যা কথা)
বিশ্বাস করিবে না।
চন্দ্রাবলী — মাধবি! সখী সরস্বতী আমারই পক্ষ
গ্রহণ করিয়াছেন।
কৃষ্ণ (স্বগত) — হায়! আমি যে দেবী কর্তৃক নিজের
বাক্যদ্বারাই পরাজিত হইলাম!

চন্দ্রাবলী — কৃষ্ণ! (এই রূপ অর্দ্ধ উচ্চারণের পর লজ্জিত-ভাবে) আর্য্যপুত্র!

কৃষ্ণ (আনন্দ ও মৃদুহাস্য সহকারে) — সৌভাগ্যক্রমে ('কৃষ্ণ' এই সম্বোধনদ্বারা) তুমি আমাকে সুধাধারা পান করাইয়াছ; সেই হেতু 'আর্য্যপুত্র' এই রূপ কুলাচারের আর প্রয়োজন নাই।

চন্দ্রাবলী — আর্য্যপুত্র! সত্যই আমি এরূপ অনভিজ্ঞা নহি যে, আপনার সুখজনক ক্রীড়াপ্রসঙ্গে (বিমুখা) হইব।

কৃষ্ণ — হে দেবি! তোমার অঙ্গে সূর্য্যকিরণরাশি পতিত হওয়ায় আমি অতিশয় সন্তাপ বোধ করিতেছি; অতএব এই চন্দনতরুর ছায়া আশ্রয় করিয়া আমাকে শীতল কর॥ ৩৭॥

মাধবী — এই ভর্ত্তৃদারিকা কঠোরস্বভাব বলিয়া যথেষ্ট তাপ সহ্য করিতে পারেন; যেহেতু আপনার সমক্ষেই চন্দ্রভাগাদেবীর মন্দিরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে জলকেলির কুণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ (প্রণত ভাবে) — মাধবি! সাধু, সাধু! যেহেতু ইঁহার প্রতি অতিশয় স্নেহ প্রকাশ করিয়া যথাসময়ে সত্যসেবার বিস্তার করিতেছ।

চন্দ্রাবলী — আর্য্যপুত্র! আপনার মনোমত সেই
প্রণয়িনীজনের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করুন; এই আমি
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছি। (এই বলিয়া পৌরজনবর্গের সহিত
প্রস্থান।)

কৃষ্ণ — সখে! মহাবিপত্তির কারণ উপস্থিত হইল;
যেহেতু দেবী অদ্য রুষ্টা হইয়াছেন।

মধুমঙ্গল — না, এরূপ বলিও না; যেহেতু দেবীর
ক্রোধের কোন লক্ষণই দেখা গেলনা।

কৃষ্ণ — ওহে সখে! মনস্বিনীগণের রোষ গূঢ় অবস্থায়ই
থাকে; যেহেতু যদিও তিনি নিজ-মুখচন্দ্র হইতে
মৃদুহাস্যময়ী জ্যোৎস্না দূরীভূত করেন নাই,
কিম্বা স্বভাবকোমল নিজ-বচনসমূহের
মাধুর্য্যশোভার ও নিরাস করেন নাই, তথাপি
নিজহৃদয়ের নিগূঢ় বেদনার সূচক, অমন্দ উষ্ণ
শ্বাসপ্রবাহই
স্তন মিলিত বসনকে অংশত সঞ্চালনপূর্ব্বক সম্বরণের
অযোগ্য রূপে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার ক্রোধের কথা
প্রকাশ করিয়াছে। ॥৩৮॥
সেইহেতু দেবীর প্রসন্নতাসম্পাদনই অদ্য নিজের অভীষ্ট-
সাধন মনে করিতে হইবে। (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান।)
(এইরূপে সকলের প্রস্থান।)
ইতি শ্রী ললিতমাধবনাটকে নববৃন্দাবনসঙ্গমো নামক
সপ্তম অঙ্ক ॥৭॥

অষ্টম অঙ্ক

(অনন্তর বিশ্বকর্ম্মার ও তৎপশ্চাৎ নববৃন্দার প্রবেশ)

বিশ্বকর্ম্মা — ॥ শ্রেষ্ঠ দেবগণও যে পুরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অনুমতিলাভের নিমিত্ত দ্বারপালের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বহিঃপ্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়াছেন, আর দ্বারপাল সুযোগকর ব্রহ্মাকেও শঙ্করকেও অবসরকালেই যাহাতে প্রবেশ করাইতেছে, শ্রীহরির সেই পুরী অদ্য আমার চিত্ত হরণ করিতেছে ॥১॥

(পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া) বৎসে! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সত্যভামার 'ইহা প্রতিমামাত্র' — এইরূপ এবং সত্যভামার সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণের 'ইহা বিশ্বকর্ম্মার মায়ামাত্র' — এইরূপ যে ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, তাহা সম্প্রতি দূর হইয়াছে কি? (মৃদুহাস্য করিয়া) অথবা, তাহা ভ্রান্তিই নহে; পরন্তু তাহা পরস্পরের বিচ্ছেদজনিত অনুরাগামৃতের বিলাসমাত্র।

নববৃন্দা — আর্য্য! মন্ত্রিরাজ উদ্ধব কৌশলে উভয়কে যাবতীয় রহস্য শ্রবণ করাইলে সম্প্রতি তাঁহাদের উভয়ের সেই বিভ্রমই সম্ভ্রমবাহুল্য লাভ করিয়াছে; সেই হেতুই শ্রীরাধার সখ্যলাভলালসী হইয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুরের কুণ্ডিনরাজনন্দিনীকে (রুক্মিণীকে)

নববৃন্দা — মাধব ঐ পদ্মসমূহ আহরণপূর্ব্বক মধু-মঙ্গলের হস্তদ্বারা মাধবীর নিকট সমর্পণ করিয়া, দেবীর নিকট হইতে ছলে শ্রীরাধার সহিত সঙ্গমোল্লাসের অনুমতিপ্রাপ্তির নিমিত্ত সম্প্রতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছেন।

বিশ্বকর্ম্মা — তুমি কোথায় যাইতেছিলে?

নববৃন্দা — আপনারই নিকটে।

বিশ্বকর্ম্মা — কেন?

নববৃন্দা — আপনার অদ্ভুত বিদ্যানৈপুণ্যের প্রসিদ্ধি অবগত হইয়া দেবী অপূর্ব্ব শোভাবিস্ময়াদক ও সৌভাগ্যসূচক সদগুণের জনক এমন একটি অলঙ্কার প্রার্থনা করিয়াছেন যাহা আপনি পূর্ব্বে ইন্দ্রপুরীতেও নির্ম্মাণ করেন নাই; সেই অলঙ্কারটি কি আপনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

বিশ্বকর্ম্মা — কেবল দেবীর নিমিত্ত নহে, সত্যভামার নিমিত্ত ও নির্ম্মাণ করিয়াছি।

নববৃন্দা — আর্য্য! দেবী ইহাতে দুঃখিত হইবেন।

বিশ্বকর্ম্মা — বৎসে! ভয় করিও না, আমি পূর্ব্বেই দেবীকে নিবেদন করিয়াছি যে —

৭ হে দেবি! যত ভাষা সূর্য্যের সম্বন্ধবশতঃ আমার মাতিনী হন; অতএব আমি তাঁহার নিমিত্তও অলঙ্কার প্রস্তুত করিব ॥২॥

সেইহেতু এস, এই পেটিকা দুইটি তোমার নিকটেই দিতেছি। (এইবলিয়া উভয়ের প্রস্থান) E

।বিষ্কম্ভক।

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ (হর্ষসহকারে) ওঃ! যাঁহার বিরহে আমার নয়নযুগল অশ্রুবর্ষণের এবং হৃদয় উষ্ণ বাষ্পের উদ্গমে করাইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধার সহিতই যেন আমার বক্ষঃস্থলের চন্দনলেপকে পর্য্যায়ক্রমে সিক্ত ও শুষ্ক করিতে আরম্ভ করে, আর, যাঁহার দর্শনোৎসব আমার পক্ষে শতশত স্বপ্নেও দুর্লভ, হায়! সেই প্রেয়সী রাধিকা, কীরূপে অতর্কিতভাবে আমার ক্রোড়দেশে উপাস্থিত (অর্থাৎ অতিনিকটেই) হইয়া বিরাজ করিতেছেন? H৩॥ এই যে বিদর্ভরাজনন্দিনী মণিমন্দিরের অলিন্দদেশের শোভা বর্দ্ধন করিয়া রহিয়াছেন। (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) (অনন্তর মাধবীকর্ত্তৃক পরিচর্য্যমানা হইয়া চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী — সখি মাধবি! এই আর্য্যপুত্র নিকটে

আসিতেছেন; সেই হেতু সেই সুর সৌগন্ধিক পুষ্পের মালা লইয়া এস।

কৃষ্ণ (নিকটে যাইয়া) ৪/ হে দেবি! তুমি একাকিনীই পক্ষপাতের বৈচিত্র্যহেতু সর্বস্থান অধিকার করিয়া আমার এই চিত্ত সরোবরে রাজহংসীর ন্যায় বিহার করিতেছ ॥৪॥

চন্দ্রাবলী (অভিপ্রায়সূচনাসহকারে) — মাধবি! তুমি যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়াও হাসিতেছ কেন?

মাধবী — ভর্তৃদারিকে! সরোবরে বকী যে নিজ ব্রত-সাধনের উদ্যোগ করিয়া রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়াই হাসিতেছি।

কৃষ্ণ — অয়ি কলহোন্মুখ-মুখি সর্বথা তমোময়ি মাধবি! ক্ষান্ত হও, তুমি এই চন্দ্রাবলীকে গ্রাস করিতে সমর্থ হইবে না। (এই বলিয়া দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) —

৫/ হে গৌরি! আমার মন যেহেতু একমাত্র তোমার প্রতিই গৌরবযুক্ত প্রবল অনুরাগ-প্রবাহ ধারণ করে, সেইহেতুই অন্যত্র কোথায়ও ক্ষণমাত্রও নিঃশ্বাস গ্রহণেও সমর্থ হয় না ॥৫॥

মাধবী — ও পারিকে! এই যে আপনার নিজহস্তে গ্রথিত সুরসৌগন্ধিকের মালা!

চন্দ্রাবলী (মালা গ্রহণ করিয়া) — আর্যপুত্র! এই মালা কৌস্তুভের সহবাসিনী হউক। (এই বলিয়া বক্ষোদেশে পরাইয়া দিলেন।)

কৃষ্ণ — হে সুন্দরি! তোমার নিবাসমন্দির মদীয় এই কোমল বক্ষঃস্থলে এই মালা ব্যতীত সত্যই অপর কেহই কৌস্তুভের সহবাসিনী হইতে পারে না ॥৬॥

(চন্দ্রাবলী লজ্জাসহকারে অবনতা হইলেন।)

কৃষ্ণ (হস্ত স্পর্শ করিয়া সাদরে) হে কুঙ্কুম-গৌরি! আমি সম্প্রতি ধ্যানপরায়ণা কোন তপস্বিনীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি; তুমি সত্বর তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদানপূর্বক আমাকে সত্যান্বিত (সত্যযুক্ত, পক্ষে সত্যার সহিত মিলিত) কর ॥৭॥

চন্দ্রাবলী — আর্যপুত্রের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

কৃষ্ণ (স্বগত) — এখন নির্ভয় হইলাম; অতএব নববৃন্দাবনে গমন করি। (এই বলিয়া প্রস্থান।)

(নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা — দেবি! এই সেই আভরণ-পেটিকাযুগল! ইহার প্রথমটি আপনার সুপ্রসিদ্ধ নামটি দ্বারা এবং অপরটি সত্যার নামটি দ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে।

মাধবী (স্বগত) — বিশ্বকর্ম্মা নিশ্চয়ই নিজের নাতিনীর অলঙ্কার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়াছেন; সেইহেতু আমি অলঙ্কারদ্বয়ের পরিবর্তনপূর্ব্বক দ্বিতীয়টি দ্বারা দেবীকে অলঙ্কৃত করিব। (প্রকাশ্যে) নববৃন্দে! দুইটি পেটিকাই আমার হাতে দাও; আমিই সত্যার নিকট পাঠাইয়া দিব। (নববৃন্দা তাহাই করিলেন।)

চন্দ্রাবলী — আমি স্নানের নিমিত্ত গৃহ-দীর্ঘিকায় যাইতেছি। (এই বলিয়া পরিজনসহ প্রস্থান)

নববৃন্দা — সম্প্রতি বৃন্দাবনের অভিষেকের নিমিত্ত আমি ঋতুরাজকে শুভ অবসর দান করিয়াছি; সেইহেতু সেইখানেই যাইতেছি। (এই বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।)

(নেপথ্যে) ক্রীড়া উৎসবের নিমিত্ত নিবিড় নবীন পুষ্প-ক্ষেত্রে প্রেয়সীর সহিত দেব শ্রীকৃষ্ণকে পদার্পণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিজ-নিজ-সম্পদ্ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত এখানে কৌতুকভরে এককালে সকল ঋতুই অবতীর্ণ হইয়াছে ॥৮॥

নববৃন্দা — এই যে ত্রিলোকমোহন বন্যবেশধারী শ্রীমাধব বৃন্দাবনকে সম্পূর্ণভাবে কৃতার্থ করিয়া এখন অলঙ্কৃতা শ্রীরাধার অনুসরণ করিতেছেন!

(পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময়সহকারে) এই যে
দীর্ঘকাল পরে শ্রীরাধা-মাধবের উল্লাসরূপ কল্পতরু
গদগদভাষণরূপ কোকিল-নিনাদ বিস্তার করিয়া,
অতুলনীয় স্তব্ধভাবরূপ ~~কাণ্ডদ্বারা~~ কাণ্ডের শোভাদ্বারা
সমৃদ্ধ, রোমাঞ্চরূপ অঙ্কুর দ্বারা অদ্ভুতভাবে উচ্ছলিত,
স্বেদজলবিন্দুরূপ মুক্তাফলে ফলিত, উদগত বাষ্পরূপ
মকরন্দদ্বারা পরিপূর্ণ ও স্থির ~~হইলেও~~ হইয়াও
বিলাসবৃন্দরূপ বিহঙ্গকুলের শব্দনাদিদ্বারা অতিশয়
কম্পিত হইয়া বিরাজ করিতেছে ॥৯॥ (তাঁহাই রমন)
(অনন্তর যথোচিত নির্দিষ্ট রূপে শ্রীরাধিকা ও মাধবের প্রবেশ)
মাধব ॥১০॥ হে প্রিয়তমে! জগতে কোন ব্যক্তি যেরূপ
এক মুষ্টি চনকলাভের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে
দৈবক্রমে সম্মুখে পতিত স্বর্ণবৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ
আমিও এস্থানে তোমারই কোনরূপ চিহ্ন অনুসন্ধান
করিতে করিতে নিখিলজগতের লক্ষ্মীরূপা সাক্ষাৎ
তোমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছি ॥১০॥
নববৃন্দা (রাধাকে দেখিয়া) — হায়, হায়!
॥১১॥ দীর্ঘকালের পর এই সঙ্গমের সুযোগ উপস্থিত হইলেও
হরিণনয়না শ্রীরাধার বিম্বকাপে এ কী বৃত্তির উদয়

নববৃন্দাবনের বৃক্ষগণকে উৎসব প্রদান করিতেছে! আর, এই নববৃন্দাটবী যেন বিকশিত কমলিনীর সৌরভে অন্ধ ভ্রমরকুলের মৌলি গুঞ্জন ধ্বনিদ্বারা আহ্বান করিতেছে॥১৩॥

শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ — নববৃন্দে! সাধু, সাধু! তুমি সুন্দর ভাবে এই ঋতুগণের অভূতপূর্ব সমাবেশ কল্পনা করিয়াছ; অথচ ইহাতে প্রত্যেক ঋতুই স্বতন্ত্রভাবে নিজ-নিজ-পরিবারের সন্তোষ সম্পাদন করিতেছে।

নববৃন্দা — সখি রাধে! দেখ, দেখ —

১৪। পর্বত ভূমির ক্রোড়দেশে প্রফুল্ল-এই শাখী (বৃক্ষ) টি নীলকণ্ঠের অর্থাৎ ময়ূরের তুষ্টি বিধান ও কুসুম শোভা-দ্বারা তারকাগণের পরাভব করিয়া বিশাখের অর্থাৎ কার্তিকেয়ের আচরণ করিতেছে ॥১৪॥

(অর্থাৎ পার্বতীর ক্রোড়ে বিরাজমান কার্তিকেয় যেরূপ নীলকণ্ঠের অর্থাৎ মহাদেবের তুষ্টি বিধান এবং বীর্য্যদ্বারা তারকাসুরের পরাভব করেন, তদ্রূপ)

রাধা (ঔৎসুক্যসহকারে স্বগত) — হায়! আমার প্রিয়সখী বিশাখা কোথায়?

শ্রীমধ্বিরূপী কৃষ্ণ (স্বগত) — নিশ্চয়ই নববৃন্দার পূর্বোক্ত (বিশাখাগতে এই) বাক্যদ্বারা বিশাখার মনের স্মরণহেতু ইনি দুঃখিতা হইয়াছেন; সেই হেতু ইঁহার নিকটে বিশাখার বৃত্তান্ত বলিতেছি। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! অদ্য কাল একটি অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ কর। অদ্য প্রাতে আমি সুর সৌগন্ধিক পুষ্প আহরণ করিবার নিমিত্ত অর্জুনের সহিত খাণ্ডববনে প্রবেশ করিয়াছিলাম; তথায় মৃগগণের অনুসন্ধানকারী অর্জুনের প্রেরিত শ্যেন পক্ষিযুগল কর্তৃক আক্রান্ত পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে একটি বলিল — "সখে শুক! আর আমি শ্রীরাধিকার কণ্ঠমধ্যে নবীন চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ মুক্তাফলসমূহ আস্বাদন করিতে পারিব না।" তদুত্তরে শুক বলিল — "হায় সখে মরাল! শ্রীরাধিকার স্তনযুগে বক্র মঙ্গলগ্রহের ন্যায় পরিপুষ্ট রক্তবর্ণ নাগরঙ্গ ফলসমূহ আর আমার আনন্দজনক হইবে না!"

রাধা (আশ্চর্য সহকারে) — তার পর, তার পর?

শ্রীমধ্বিরূপী কৃষ্ণ — অনন্তর তাহা শ্রবণ করিয়া আমি উৎসুক হইয়া পক্ষিযুগলকে মুক্তি প্রদানপূর্বক পর্যটন করিতে করিতে প্রশান্তমূর্তি এক বৃদ্ধাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা

করিলাম — 'তুমি কে?' সে বলিল — 'তপস্যার প্রভাবে
আবির্ভূত সুগন্ধি সুর-সৌগন্ধিক পুষ্পে পরিপূর্ণ
এই দীর্ঘিকা ও সুস্বাদুমিশ্রিত ফলসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ
এই উদ্যান — এই দুইটি বস্তু পক্ষিগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ
অর্থাৎ সদাব্রতরূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে; আমি
এই সরোবরের ও উদ্যানের রক্ষয়িত্রী শবরী'।
তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম — 'কে এই যজ্ঞের
ব্যবস্থা করিয়াছেন?' বৃদ্ধা বলিল — 'একজন
তপস্বিনী, যিনি উদকবাসব্রতের সমাপন করিয়া
এখন রাধাভীষ্টসাধননামক ব্রত আরম্ভ
করিয়াছেন, তিনি।'

রাধা — তার পর, তার পর?

বৃন্দা — তদনন্তর সেই বৃদ্ধার নির্দিষ্ট গিরিগুহায় আমি
প্রবেশ করিলে —

১৫| মলিনবর্ণ বৃক্ষবল্কল দ্বারা সর্বাঙ্গে
পরিবৃতা, মলিনদেহা, ধূলিজটিল-কেশা,
এক তপস্বিনী করকমলে পদ্মরাগমণির মালা-
ধারিণী আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥১৫॥
তিনি আমাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ বিলাপভরে
গদ্গদকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, —

~~রোদন করিতে করিতে গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন~~

১৬। 'হায়! ব্রজেন্দ্র-নগরীর যুবরাজলীলাশ্রয়! হায়! গোপীগণের হৃদয়পদ্মের ভ্রমর! হায়! শ্রীরাধার কুচযুগলের কস্তুরী-রাগ! আপনি পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইলেন!' ॥১৬॥

অতঃপর আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়া (গদ্‌গদবচনে) 'তুমি কে?' এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন — ~~শ্রীনাথ!~~ 'হায় প্রভো! আমি আপনার কিঙ্করী হতাশা বিশাখা'।

রাধা — হা ধিক্‌, হা ধিক্‌, হায় প্রিয়সখি বিশাখে! হন্ত অভাগিনী আমি হত হইলাম!

শ্রীমাধবরূপী ১৭। ইহা (অতঃপর) আমি একক্ষণে বিষাদ ও হর্ষজনিত উষ্ণ ও শীতল নয়নজল প্রবাহ দ্বারা পীতবসনকে আর্দ্র করিয়া বিশাখার স্কন্ধে নিজ শরীরের পূর্ব অর্ধাংশের ভার স্থাপনপূর্বক অনেকক্ষণপর্যন্ত শূন্যগর্ভ (ফাঁপা) স্থাণুর ন্যায় শূন্যহৃদয়ে অবস্থান করিয়াছিলাম ॥১৭॥

অনন্তর ১৮। তাঁহার প্রার্থনা-কামনায় আমি তোমার মঙ্গল-বার্তাদ্বারা সেই শ্রীরাধাঙ্গীকে আশ্বস্তা ও পশ্চাৎ সুবেশ-ভূষিত করিয়া নির্বিঘ্নে এই কুঞ্জস্থলীতে আনয়ন করিয়াছি ॥১৮॥

২৪৮

রাধা (উৎকণ্ঠাসহকারে) — সুন্দর! তোমাকে বন্দনা করিতেছি (অর্থাৎ তোমার পায়ে ধরি)! পিতামাতাকে দেখাও!

(শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ নববৃন্দার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন)

নববৃন্দা — সখি! পিতামাতা আমার নিকটে এরূপ বলিয়াছেন যে, "হায়! আমি পিতার আদেশে হত হইলাম! যেহেতু যে কাল পর্যন্ত প্রিয়সখীর স্যমন্তকলাভ না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনি আমাকে প্রিয়সখীকে দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন; সেই হেতু আমি এখন এই নববৃন্দাবনে কালিন্দীর নির্ঝরেই প্রবেশ করিতেছি"।

রাধা — হাঁ ইহা সত্যই বটে! আর মাতা সংজ্ঞাও আমাকে বলিয়াছেন যে, বৎসে রাধে! স্যমন্তকমণি তোমার হস্তগত হইলেই সকল অভীষ্টের সিদ্ধি হইবে।

নববৃন্দা — দেব! দেখুন, দেখুন,

হে গিরিধর! মাধবীলতার কুসুমদ্বারা মৃদুহাস্যযুক্ত, শিরীষকুসুমদ্বারা পুলকিত, কদম্বপুষ্প দ্বারা উৎফুল্ল, জাতিপুষ্পদ্বারা অতিহাস্যপূর্ণ, পর্ণাস (তুলসী) দ্বারা উদ্ভাসিত ও প্রিয়ঙ্গুলতা জালদ্বারা মুকুলিত হইয়া এই বৃন্দাবনে নিরন্তর বসন্তপ্রমুখ ষড়্‌ঋতুর এই বৈভব এককালে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে ॥১৭॥

শ্রীমাধবরূপী — প্রিয়ে! দেখ, দেখ,

২০। কোন স্থানে কোকিল মধুর ধ্বনি করিতেছে, কোন স্থানে ঝিল্লী শব্দ করিতেছে, কোন স্থানে ময়ূর নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে রাজহংস কলরব করিতেছে, কোন স্থানে বানর চিৎকার করিতেছে এবং কোন স্থানে হারীত (শুকী) পক্ষিণী নিনাদ করিতেছে; এইরূপে ষড়্ ঋতুর এই সমবায় আমার পরম প্রীতিই বিস্তার করিতেছে ॥২০॥

নববৃন্দা — দেব! দেখুন, দেখুন,

২১। সর্পগণের দন্তপ্রধান ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে অতি কষ্টে পলায়নপূর্বক কমল-পূর্ণ পম্পা-সরোবরের জলে স্নান করিয়া এই পবন যেন সর্পভোজী গরুড়ের প্রভু আপনার সেবা করিবার নিমিত্তই মলয়পর্বত হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিতেছে ॥২১॥

শ্রীমাধবরূপী (তরু-গুল্মাদি দর্শন করিয়া) ২২। হে কদম্বতরুগণ! তোমাদের মঙ্গল ত? হে বকুল-তরুগণ! এ দিকে তোমরা কুশলে আছ ত? হে প্রিয়ঙ্গুলতাগণ! তোমাদের কল্যাণ ত? হে পীলুতরুগণ! তোমাদের সর্বপ্রকার কুশল ত? হে আম্রবৃক্ষগণ! তোমাদের কোন অশুভ নাই ত? হে মাধবীলতাগণ! তোমাদের কোন পীড়া ঘটে নাই ত? শ্রীরাধার সেই সহচর দীর্ঘকাল পরে তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে ॥২২॥

নববৃন্দা — দেব ! (নিজ-কবিগণ) কন্দরকে নবীন অভিসারের মন্দির কল্পনা [crossed out] এই সেই নন্দীশ্বর পর্বত — প্রীতি প্রকাশ করিতেছে ।

~~(রাধাকে দর্শন করিয়া)~~

শ্রীমদ্বিরূপ কৃষ্ণ (রাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ২৩॥ আয়ি কৃশোদরি ! তুমি পর্বতের উন্নত তটপ্রান্তে অবস্থিতা এই চঞ্চলনয়না হরিণীটিকে চিনিতে পারিতেছ কি ? এই হরিণীটিই এক সময়ে তোমার ~~মর~~ কতলীর হারলতাকে ঘরের কাণ্ড মনে করিয়া সর্বদা ~~নিঃশঙ্ক দংশন~~ নিঃশঙ্কচিত্তে দংশন করিত ॥২৩॥

রাধা — ইহাকে চিনিব না কেন ? এ যে আমার প্রিয়-সহচরী রঙ্গিণী নাম্নী হরিণী ।

শ্রীমদ্বিরূপী কৃষ্ণ ২৪॥ হে কল্যানি ! আমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া সর্বদা গোপগণের প্রবল মল্লযুদ্ধ দর্শন করিতাম, শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও উৎকৃষ্ট প্রস্তরময় আমার উপবেশন-বিলাসের সেই আসনটি এই যে দিব্য বিরাজমান ~~রহিয়াছে~~ ॥২৪॥

রাধা — নববৃন্দে ! এ কোন্ বৃক্ষ নিজ কুসুমরাশি দ্বারা নানা কোরক-গুচ্ছকে পরাভূত করিতেছে ?

নববৃন্দে — সরলে! ইহা কুব্জক বৃক্ষ।

রাধা (ঐ বৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া দর্শন করিতে করিতে) — হা ধিক, হা ধিক! ইহার মধ্যে দুষ্ট ভ্রমর লুক্কায়িত রহিয়াছে। (এই বলিয়া ভয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন)।

শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ — হে! অয়ি চকিত-হরিণ-নয়নে! তুমি এই ভ্রমরযুক্ত বৃক্ষটিকে ত্যাগ কর; যেহেতু হে মুগ্ধে! কুব্জ (তরুগণ) — ভয়ের (ভীতির, পক্ষে কুব্জ পুষ্পের) উৎপত্তি স্থান রূপে ভূতলে প্রসিদ্ধ ॥২৫॥

নববৃন্দা (স্বগত) — প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা মৃদুহাস্যসহকারে নয়ন কোণ সঙ্কোচপূর্ব্বক আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। (প্রকাশ্যে) সখি! তুমি নিজেই কমল-নয়নকে জিজ্ঞাসা কর।

শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ — নববৃন্দে! তোমার সখী কী বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে বল।

নববৃন্দা — দেব! কুব্জা-সঙ্গ মধুসূদনের পরম আনন্দেরই বর্দ্ধন করে; ওঁর ভয় জন্মাইবে কেন? (কুব্জা-সঙ্গ — কুব্জা-গোবিন্দের সঙ্গম, পক্ষে কুব্জ-তরুর সঙ্গ; মধুসূদন — কৃষ্ণ, পক্ষে মধুকর)।

শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ (মৃদুহাস্যসহকারে) — নববৃন্দে! তোমার সখী বৃথা

আশঙ্কা করিতেছেন। দেখ, মধুসূদন কুন্দাদিসঙ্গ স্বীকার না করিয়া, নিজ-মুখসৌরভে বৃন্দাবনের আমোদ-সঞ্চারিণী তোমার এই মধুর প্রতিই ধাবিত হইয়াছে।

রাধা (সভয়ে) — হায়, হায়! রে চঞ্চল ভ্রমর! থাক্, থাক্, আমি এই লীলাকমলদ্বারা ইষ্ট-প্রদর্শনকারী তোকে প্রহার করি।

শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ — দেখ, দেখ, —

এই মধুকর তোমার মুখসৌরভে মুগ্ধ হইয়া, গর্বভরে আর পলাশের প্রতি উল্লাসভাব ধারণ করিতেছেনা, প্রিয়ঙ্গুকে বিফল মনে করিতেছে, মাধবীতেও আর বসতি গ্রহণ করিতেছেনা, কুমুদেও আনন্দলাভ করিতেছেনা, কিম্বা মল্লিকাপুষ্পের নূতন মধুও আর পান করিতেছেনা, অথবা লবলীলতার নিকটেও উপস্থিত হইতেছেনা ॥ ২৩॥

নববৃন্দা — যিনি শ্রীহরিকে ক্ষুদ্র নির্ঝরসমূহদ্বারা ভৃঙ্গার, বৃক্ষরাজিদ্বারা ছত্রশ্রেণি, স্ফটিকসমূহদ্বারা শয্যা, ধৌত উজ্জ্বল ধাতুরাশিদ্বারা অলঙ্কার ও রত্নরাজিদ্বারা দর্পণ উপহার দান করিয়াছেন, এই সেই নিখিল গিরিগণের চূড়ামণি গোবর্দ্ধনগিরি বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ২৭॥

(কৃশাঙ্গি)

২৮। শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ — হে তন্বি! ঐ দেখ, গোবর্দ্ধনগিরির শিখরদেশে উপবিষ্ট সেই মত্ত ময়ূরটি শোভা পাইতেছে; পূর্ব্বে যে তোমার কর্ণভূষণ সম্পাদনের নিমিত্ত নৃত্যছলে বারম্বার সুরম্য পুচ্ছরাজি উপহার প্রদান করিয়াছিল ॥২৮॥

রাধা — হে তাণ্ডবনায়ক ময়ূররাজ! চিরসমৃদ্ধ হও।

শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ — প্রিয়ে! গোবর্দ্ধন হইতে কালিন্দীতে যাইবার পথটি তোমার মনে আছে কি?

রাধা — মনে থাকিবেনা কেন? (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়)—

২৯। প্রথমত: চম্পক-তরুরাজি, তাহার সম্মুখে নাগকেশর-শ্রেণী, তাহার সম্মুখে জম্বুবৃক্ষসমূহ এবং তাহার নিকটে সমুন্নত কদম্ব-কানন; এই রূপে ক্রমশ: পরিচিত উন্নত মহাতরুরাজিদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া ঐ সুবিস্তৃত পথটি পর্ব্বত-তট হইতে কালিন্দী পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে ॥২৯॥

শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ (মৃদুহাস্য করিয়া) — তবে এস, এই পথ দিয়া আমরা যমুনায় যাই। (সকলে সেইরূপ করিতে লাগিলেন।)

৩০। নববৃন্দা — যমের সহোদরা এই নির্ম্মলা যমুনা আমার নয়নযুগলের উল্লাস বর্দ্ধন করিতেছেন; ইঁহার জলরাশি ঘূর্ণাযুক্ত ও সম্মুখস্থ প্রবাহসমূহ কমলরাজিদ্বারা পরিপূর্ণ ॥৩০॥

~~কৃষ্ণ — ঐ দেখ, পুরোভাগে কালিন্দী-তীরে~~

শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ ৩১। ঐ দেখ, সম্মুখে মরুদ্গণের (বায়ুগণের, পক্ষে—দেবগণের) দ্বারা প্রীতিসহকারে পরিবেষ্টিত, সহস্রনয়ন-তুল্য সমুজ্জ্বল ময়ূর-পুচ্ছের চন্দ্রকরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও শতকোটি-মণ্ডিত-মহাশাখা-ভুজসমূহের অর্থাৎ অসংখ্য সুশোভিত বৃহৎশাখারূপ বাহুসমূহের (পক্ষে শতকোটি অর্থাৎ বজ্রতুল্য কঠিন ও রম্য বিশাল ভুজসমূহের) দ্বারা উদ্দণ্ডভাব ধারণ করিয়া এই ভাণ্ডীর-বৃক্ষটি কালিন্দীর তীরবাসী বৃক্ষগণের মধ্যে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছে ॥ ৩১ ॥

রাধা (সংস্কৃত ভাষায়) ৩২। এই মনোহর-কুসুমাকীর্ণ কোমল মল্লিকারাজি চতুর্দিকে প্রসরণশীল মনোহর সৌরভরাশিদ্বারা চঞ্চল ভ্রমরগণকে আবদ্ধ করিয়া আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে ॥

শ্রীমাধবীরূপী কৃষ্ণ (শ্রীরাধিকার প্রতি) শ্রীরাধার উচ্চারিত এই শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন। ±

নববৃন্দা — সখি! ঐ দেখ, তোমার হারের সংঘর্ষণে মুকুন্দের বক্ষোদেশ হইতে স্খলিত মুরশোভাকরের মালাটি চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া হংসী উড়িয়া যাইতেছে।

শ্রীমাধবীরূপী কৃষ্ণ — অহো! এ যে অন্তঃপুরের দীর্ঘিকার দিকেই চলিয়া গেল!

নববৃন্দা — ওঃ! অতিমুক্ত ও (সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, নবেন্দ্রপ্রিয়বর্তীলতাও) বৃন্দাবনবাসের বাসনা-জনিত আনন্দ ক্ষণকাল ভোগ করিতে অসমর্থ; অন্যান্য ক্ষুদ্র-মনের আর কথা কি?

শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ — প্রিয়ে! মাধবীপুষ্প- ও মালতীপুষ্প-রাজির এইরূপ একত্র সমাবেশ পূর্বে আর কখনও ঘটে নাই; অতএব আমি প্রচুররূপে এই উভয় জাতীয় পুষ্প সংগ্রহ করিয়া একটি অপূর্ব চূড়া নির্মাণ করিব; আমি পূর্বে গুরুকুলে কলাবিদ্যার অভ্যাসকালে ইহা শিক্ষা করিয়াছি। (এই বলিয়া দূরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বিস্ময়সহকারে —)

৩৩। ইনি কে মাধুর্যদ্বারা আমারও চিত্ত হরণ করিয়া সম্মুখে মণিময় ভিত্তি আশ্রয়পূর্বক বিরাজ করিতেছেন? (পুনর্বার উত্তমরূপে নিরীক্ষণপূর্বক) — অহো! আমিই যে এই মণিময় ভিত্তির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছি! (ঔৎসুক্যসহকারে) —

৩৪। অহো! আমার এ কী অদৃষ্টপূর্ব ও চমৎকারজনক এক উত্তম মাধুর্যপ্রবাহ দীপ্তি বা বিকাশ পাইতেছে, যাহাকে দর্শন করিয়া এই আমিও শ্রীরাধার ন্যায় প্রলুব্ধচিত্তে বলপূর্বক ইঁহাকে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি! ৩৪॥

(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) — এই অম্লানপুষ্পা মালতী ভূমিতলে দেবীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে; ইহার ভ্রমরযুক্ত স্তবকরাজি নিমেষহীন নয়নের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ৩৫॥

(দেবী চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী — মাধবি! এই সুরসৌগন্ধিকের মালতী কে নিশ্চয়ই হংসী এই বৃন্দাবন হইতে লইয়া গিয়াছিল! অর্থাৎ তাহাই নহে;

মাধবী — তাহা নয়ত। কিন্তু এই মালতী নাগরী স্কন্ধ-জনিত সৌরভ উদ্গিরণ করিতেছে — এরূপ সংশয় করিয়াই আমি আপনাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি।

চন্দ্রাবলী (নিজ-অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) — সখি! তুমি আমাকে সভাভাষার অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছ কেন?

মাধবী (কপটতা সহকারে) — ভর্তৃদারিকে! এ বিষয়ে আমার ভ্রম হইয়াছে।

চন্দ্রাবলী (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) — সখি! দেখ, এই যে আর্যপুত্র অনতিদূরেই বিরাজমান রহিয়াছেন।

মাধবী — দেবি! প্রভু আমাদের সম্মুখে নহেন; পরন্তু ইহা মরকতমণি-মণ্ডপ, আর তন্মধ্যে ইহা তাঁহারই প্রতিবিম্ব!

চন্দ্রাবলী (শ্রীরাধার অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা) — অহো! প্রতিবিম্ব কীরূপ আশ্চর্যজনক! (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) — সখি! ঐ দেখ, আর্য্যপুত্র — দেখা যাইতেছে, মালতীপুষ্প চয়ন করিতেছেন, সেইহেতু আমি একাই সেস্থানে যাইতেছি। (সেইরূপ অগ্রসর হইলেন)

দ্বারকাধীশকৃষ্ণ (চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া সানন্দে স্বগত) — অহো! আমার প্রাণেশ্বরী রাধাও যে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন! (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! তুমি এত দূরে আসিলে কেন? (রোমাঞ্চ সহকারে অবলোকন করিয়া) —

৩৬। হে খঞ্জন-নয়নে! তুমি চিত্তে কোনরূপ সন্দেহ করিও না; আমি গুরুবর্গের নামে শপথ করিয়া সত্যই বলিতেছি যে, তুমিই আমার প্রাণরক্ষার পরম ঔষধি এবং তোমার আচরণই আমার একমাত্র প্রীতিদায়ক ॥৩৬॥

চন্দ্রাবলী (হর্ষসহকারে স্বগত) — তাহা হইলেও মৌনভাব ধারণ করিয়া ইঁহার অভিপ্রায় লক্ষ্য করি।

নববৃন্দা (লতার ব্যবধানে থাকিয়া) — অহো! শ্রীরাধার অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া দেবীই যে, এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন!

অতএব শ্রীমতি ইঁহাকে রাধা মনে করিয়া যতক্ষণ কোনরূপ গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কার্য্য না করেন, তাহার পূর্ব্বেই আমি একটি শ্লোকে যথার্থ তত্ত্ব লিখিয়া হারীত(শুক) পক্ষীর দ্বারা তাঁহার নিকটে পাঠাইতেছি। (এই বলিয়া কেতকী পত্রে শ্লোক লিখিয়া তাহা নেপথ্যে নিক্ষেপ করিলেন) =

যাহাহউক, সৌভাগ্যক্রমে শ্রীহরি হারীত কর্ত্তৃক হস্তে নিক্ষিপ্ত শ্লোকটি দর্শন করিতেছেন; সেইহেতু আমি এখন লুকাইয়া থাকি। (এই বলিয়া প্রস্থান) =

দ্বারকাধীশরূপী কৃষ্ণ (পত্রটি দেখিতে দেখিতে নিগূঢ় ভাবে পাঠ করিতে লাগিলেন) —

শ্লো। হে মধুকর রাজ! তুমি যাহাকে ভ্রমে নবকর্ণিকার পুষ্পের মালা মনে করিতেছ, তাহাকে কুঙ্কুম পঙ্কে লিপ্তপত্রা কুমুদ-কলিকামালা বলিয়া জানিবে ॥৩৭॥

(ইহার পরিবর্ত্তে চন্দ্রাবলীকে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে অজ্ঞাত হইয়া স্বগত) — সাধু, নববৃন্দে! সাধু! তুমি যথাকালে অপূর্ব্ব সেবার বিস্তার করিয়াছ। (প্রকাশ্যে) দেবি! কীহেতু তুমি উদাসীনার ন্যায় অবস্থান করিয়া আন্তরিক প্রসন্নতারূপ অমৃতবর্ষণের সূচনা করিতেছ না?

(এই বলিয়া সাদরে অবলোকন পূর্ব্বক) —

অষ্টম অঙ্ক (Contd.)

হে চন্দ্রাবলি! তুমি শৈত্য-সম্পদ ও সৌরভ-সম্পদের যথাক্রমে চন্দ্র ও কর্পূরের গৌরবাপহরণকারী স্বীয় বৈভবদ্বারা অদ্য আমার অঙ্গসমূহকে সন্তর্পন কর ॥ ৩৮ ॥

মাধবী (লতার অন্তরালে থাকিয়া হর্ষসহকারে স্বগত) — নিশ্চয়ই বিশ্বকর্ম্মার রচিত অলঙ্কারের প্রভাবেই এইরূপ সৌভাগ্যমাধুর্য্য লাভ হইয়াছে।

দ্বারকাধীশরূপী কৃষ্ণ — প্রিয়ে! তোমার অঙ্গসঙ্গ লাভের নিমিত্ত আমার অনুরাগ-তরঙ্গের উদয় হইয়াছে; সেই হেতু স্বয়ংই এই সুহৃদকে গ্রহণ কর। (এই বলিয়া অনুরক্তের ন্যায় অগ্রসর হইতে হইতে অলীক আশঙ্কা সহকারে —) হায় কী কষ্ট! অজ্ঞানের বিলাসবশে আমি যে গুরুতর অপরাধের অনুষ্ঠান করিলাম! কারণ, ইনি যে দেবী নহেন, পরন্তু অন্য কোন কুমারী! (এই বলিয়া বিচার করিয়া) হাঁ, বুঝিতে পারিয়াছি ইনি বিশ্বকর্ম্মার সেই নাতিনী হইবেন, যাঁহাকে আজ দূর হইতে বিশ্বকর্ম্মা তর্জ্জনী-অঙ্গুলীদ্বারা আমাকে দেখাইয়াছিলেন।

(চন্দ্রাবলী কোন ছলে × সুরসৌগন্ধিক (নির্ম্মিত) মালাটিকে দেখাইলেন।)

দ্বারকাধীশরূপী কৃষ্ণ (স্বগত) — হায়! হংসীই এই অনর্থ ঘটাইয়াছে!
(প্রকাশ্যে) — কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! যমুনার প্রবল স্রোত আমার সুরলোকের এই মালাটিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল; তবে ইনি ইহা কীরূপে পাইলেন? যাহা হউক, আমি স্বয়ংই অন্তঃপুরে যাইয়া দেবীর নিকটে এই অপূর্ব বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিব, যাহাতে অপরাধমূলক কোন কলঙ্কের আশঙ্কায় যৎকিঞ্চিৎ অঙ্কুরও আমার প্রতি কটাক্ষ করিতে না পারে। (এই বলিয়া প্রস্থান।)

মাধবী (নিকটে যাইয়া) — ভর্তৃদারিকে! বৃত্তান্ত কি?
চন্দ্রাবলী — স্বাভাবিক প্রবল অনুরাগপ্রবাহের যাহা যোগ্য, সেইরূপই।
মাধবী — ভর্তৃদারিকে! এই নাগরের কথার অলৌকিক চাতুর্যলক্ষণ হেতু দুর্জ্ঞেয়; সেইহেতু চলুন, সত্যভামাকে দেখি।
চন্দ্রাবলী (পরিভ্রমণপূর্বক রাধাকে দেখিয়া বেদনাসহকারে সংস্কৃত ভাষায়) তন্বী! ইহার মূর্তি পূর্বদৃষ্ট দুঃখচিহ্নসমূহ-দ্বারা বিমুক্ত, মুখের প্রসন্নভাব অন্তর্বর্তী নিগূঢ় সুখের পরিচায়ক এবং নয়নযুগল চঞ্চলভাবে স্ফুরিত;

এইরূপে এই সুন্দরী (ইনি) শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগরূপ নিধির-লাভের সূচনা করিতেছেন ॥ ৩৭॥

সত্যভামারূপিণী রাধা (রুক্মিণীরূপিণী চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া খেদসহকারে স্বগত) — চক্রবাকী সর্বদাই ইন্দীবরকে আলিঙ্গন করিলে এ বিষয়ে মাৎসর্য্যযুক্তা কলহংসী আসিয়া উপস্থিত হইবে কেন?

রুক্মিণীরূপিণী চন্দ্রাবলী (মৃদু হাস্য করিয়া) — সখি সত্যে! সত্য করিয়া বল দেখি, বলাৎকারের সহিত ভুজদণ্ড-যুগলের সেই সুদৃঢ় নিপীড়নকালে সেই সুবৃত্ত (সুগোল, পক্ষান্তরে সদাচারী) কৌস্তুভ তোমাদের উভয়ের মধ্যস্থ (বক্ষোদ্বয়ের মধ্যবর্তী, পক্ষান্তরে — নিরপেক্ষ বিচারক) ছিল কিনা?

সত্যভামারূপিণী রাধা — দেবি! এই খেদপ্রসূত পরিদেবনের প্রতি আর তিরস্কার করিবেন না।

মাধবী (খেদের সহিত স্বগত) — এই সুরতরঙ্গিণীর (দেবনদী গঙ্গার, পক্ষে — সুরত-বিলাসিনীর) লাবণ্যরূপ অমৃতবিলাসপ্রবাহের তরঙ্গে অবগাহন করিয়া সেই পুরুষ-কুঞ্জর শ্রীকৃষ্ণ আর নিজকেই স্মরণ করেন না, এমতাবস্থায় তদ্দাসিকারূপা দীর্ঘিকাকে আর কি স্মরণ করিবেন?

রুক্মিণী-রূপিণী (তিরস্কার ও পরিহাসযুক্ত স্বরে) — অয়ি লোভাতুরে! তুমি আমাকে আমন্ত্রণ না করিয়াই নিজের সেই মহাব্রতের সমাপ্তি প্রতিষ্ঠা করিলে কেন?

সত্যভামা-রূপিণী — দেবি! আপনি আশ্রিত জনকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, অথচ পরিহাস করিতেছেন! ঈশ্বরীগণের পক্ষে নিশ্চয়ই এরূপ ব্যবহারই সঙ্গত! (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) —

৪০। হে দেবি! কন্যা সর্বদাই বান্ধবগণের অধীনা, আর সেই বান্ধবগণই আমাকে আপনাদের গৃহে রাখিয়া দিয়াছেন; এখানে গৃহস্বামী অতিশয় চপল ও সাধ্বী রমণীগণের পাতিব্রত্যের বিনাশক। আর, এই আশ্রমে সদাচার-শীলা কোন বিশ্বস্তা অভিভাবিকাও বাস করেন না বা নাই; সেই হেতু আমার নিস্তারের নিমিত্ত আপনার কৃপা-নৌকাই একমাত্র সহায় ॥ ৪০ ॥

রুক্মিণী-রূপিণী (স্বগত) — সত্যই বলিতেছে; (প্রকাশ্যে) সখি! এখন তোমার ইচ্ছা কী?

সত্যভামা-রূপিণী — দেবি! স্যমন্তকমণি দ্বারা ব্রতের উদ্‌যাপন না করা পর্যন্ত আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

বক্ষস্থলে কম্পিনী চন্দ্রাবলী — সখি! তুমি বিশ্বাস কর; হরি (শ্রীকৃষ্ণ) আর ছল করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবেননা; যেহেতু এই বুদ্ধিমতী মাধবী সর্ব্বদা আমার পার্শ্বে রহিয়াছে।

মাধবী — সুন্দরি! বিশ্বকর্ম্মা তোমার নির্ম্মিত যে আভরণ-পেটিকা অর্পণ করিয়াছেন, তাহা এখনই পাঠাইয়া দিতেছি।

চন্দ্রাবলী — সখি! তুমি এখন মাধবীমণ্ডপে গমন কর; আমিও মাধবীর সহিত অন্তঃপুরে গমন করি। (এই বলিয়া প্রস্থান।)

(এইরূপে সকলের প্রস্থান।)

ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে নববৃন্দাবন-বিহারনামক অষ্টম অঙ্ক ॥৮॥

নবম অঙ্ক

(অতঃপর নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া হর্ষসহকারে) —
১। ভুবনের (দেশের, পক্ষে — জগতের) বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া, বিধুর মধুর আলোক-সাধনে (চন্দ্রের মধুর জ্যোৎস্না বিস্তার সম্পাদনে, পক্ষান্তরে — শ্রীকৃষ্ণের মধুর সাক্ষাৎকার বিস্তার সম্পাদনে) সুনিপুণা ও পরম হংসগণের (রাজহংসগণের, পক্ষে — পরম মহা ভাগবতগণের) উল্লাস-কারিণী এই শরৎ ঋতু ভক্তির ন্যায় উদিত হইয়াছে ॥১॥

(শরৎ ঋতুর প্রবেশ)

শরৎ — সখি নববৃন্দে! কোথায় যাইতেছ?

নববৃন্দা — শরৎ-লক্ষ্মি! গুরুর নিকটে।

শরৎ — কী নিমিত্ত?

নববৃন্দা — প্রভু শ্রীহরির আদেশহেতু।

শরৎ — কোন বিষয়ে সেই আদেশ?

নববৃন্দা — রৈবতক পর্বতে ষোড়শসহস্র গৃহ-নির্মাণ করিয়াছে।

শরৎ — তাহার কারণ কী?

নববৃন্দা — জগতের প্রীতিজনক নীতি-বর্জিত ধরণী-সুত

বলবান্ নরকাসুর কপট কলহ-চ্ছলে ব্রজ হইতে যে ষোড়শসহস্র একশত প্রেমপূর্ণনয়না কমল-নয়না কন্যাকে হরণ করিয়াছিল, সম্প্রতি ক্রীড়া-নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত অসুরকে নিধন করিয়া সেই কন্যাগণকে উদ্ধার করিয়াছেন ॥২॥

শরৎ—(আশ্চর্যসহকারে) তাঁহারা কি গোকুলকুমারীই বটে?

নববৃন্দা—হাঁ, তাহা ছাড়া আর কী! তাহাই বটে, নিশ্চয়ই অথবা

৩। শ্রীকৃষ্ণের ভজনাভাসরূপ ক্ষুদ্রবৃক্ষটিও জগতে নিষ্ফল হয় না; অতএব সেই ব্রজকুমারীগণের অপূর্ব-গর্বশালী প্রেমকল্পতরু যে কোনরূপেই নিষ্ফল হইতে পারে না, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কী? ॥৩॥

শরৎ—তাঁহারা যে রাজকন্যা, এরূপ প্রবাদ তবে শুনা যায় কেন?

নববৃন্দা—কুমারীগণের কোন-এক অপূর্ব মাধুর্য-মধু-প্রবাহে মোহিত হইয়া ধরণী-সুত নরকাসুর কামাখ্যা-দেবীকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত, দানব-পুত্রগণের সঙ্গে উঁহাদের বিবাহের কথা মিথ্যা করিয়া শুনাইয়া, (লোকমধ্যে) উঁহাদিগকেও রাজকন্যারূপেই প্রচার করিয়াছে।

শরৎ — সত্য বটে; যেহেতু এই দ্বারকাপুরে তাঁহাদের
প্রেরণ কামাখ্যাদেবীরই অভীষ্ট ছিল।

বৃন্দা — আর সেই কৃষ্ণা কামাখ্যাদেবীকর্তৃক প্রেরিত
হইয়া ইঁহারা দ্বারকায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট নরকাসুর-বধের
নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শরৎ — সখি! গোকুলকুমারীগণের সকলেরই ত এখানে
মিলন হইল; কেবল পদ্মা প্রভৃতি চারিটি কুমারীই
অবশিষ্ট রহিলেন (পদ্মা, লেখা, ভদ্রা ও শ্যামলা)।

নববৃন্দা — তাঁহাদের মিলন পূর্বেই হইয়াছে।

শরৎ — সেই মিলন কিরূপ?

নববৃন্দা — ৪। গোপ-প্রবর শ্রীকৃষ্ণ এককালে অনায়াসেই
সাতটি বৃষকে দমন করিয়া, অনুরাগ-সাগরে নিমগ্ন-
দৃষ্টি নগ্নজিৎকন্যাকে (পদ্মাকে) লাভ করিয়াছেন ॥৪॥

এইরূপ ৫। প্রগাঢ় প্রণয়পূর্ণবশে অতিশয় উৎকণ্ঠাকুলা
লেখ্যাকেও কাম-সর্পের বিষে জর্জরিতা ভদ্রাকে
মৃদুহাস্যমিশ্রিত দৃষ্টিসুধাদ্বারা স্পর্শ করিয়া
শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গক্ষেত্র হইতে বলপূর্বক হরণ করিয়াছেন ॥৫॥

এইরূপ ৬। একটি উন্নত স্তম্ভের উপরিভাগে ঘূর্ণনশীল
চক্রমধ্যে অনবরত ভ্রাম্যমান

লক্ষ্যবস্তু মৎস্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই
উক্ত স্তম্ভের মূলদেশস্থিত জলমধ্যে মৎস্যের প্রতিবিম্ব-
দর্শন করিয়াই ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা উক্ত মৎস্যকে
দুইভাগে বিভক্ত পূর্ব্বক পাতিত করিয়া সুভদ্রাগ্রজ শ্রীহরি পুনরায় আনন্দ-
সহকারে মদ্ররাজনন্দিনী লক্ষ্মণাকে (শ্যামলাকে)
প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৬॥

শরৎ (আনন্দসহকারে) - সৌভাগ্যক্রমে পুনরায়
সেই গোকুলের সুখ দেখিতে পাইব।

নববৃন্দা - সখি! তুমি সম্প্রতি বসন্ত-লক্ষ্মীর সহিত
মিলিত হইয়া বৃন্দাবনকে মণ্ডন কর; ঐ দেখ,
শ্রীমাধব শ্রীরাধার সহিত এদিকে আসিতেছেন।

শরৎ - কীরূপে এবিষয়ে দেবীর অনুমতিলাভ
হইল?

নববৃন্দা - শ্রীমাধবী এখন কুণ্ডিন-রাজনন্দিনীর নিকটে
নাই শুনিয়াই সেই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ দেবীর
নিকটে যাইয়া উত্তম বিলাসরাশি প্রকাশপূর্ব্বক
তাঁহার আনন্দবিধান করিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে
বলিলেন ॥৭॥

৮। হে দেবি! আমি আত্মভূ (ব্রহ্মা, পক্ষে কামদেব) কর্তৃক

সমাশ্রিতা এতদ্দুলী তোমাকে লাভ করিয়া আমার এই মনোভিলাষ
এককালে নিরন্তর প্রীতি অনুভব করিতেছে ॥৯॥
(চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ১০। বিশুদ্ধ কুমুদবনের সর্ব
শোভা বিকাশ পাইতেছে (পক্ষে কুমুদের ন্যায় সুশোভিত
শুভ্র জনগণের মধ্যে লক্ষ্মীর বিকাশ হইতেছে); প্রশান্ত
পথসমূহের আবরণকারী অন্ধকার রাশিপুঞ্জ (পক্ষান্তরে—
সন্মার্গ বিরোধী চোরগণের) মধ্যে ক্ষয় লক্ষিত হইতেছে;
শুদ্ধাত্মা নক্ষত্রগণের (পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয়েতর গণের)
মধ্যে ক্রমশঃ অপচয় প্রকাশ পাইতেছে; মনে হয়,—
পূর্বদিকে শঙ্করের শিরোভূষণ (পক্ষে মঙ্গলপ্রদ
বন্ধুগণের শিরোমণিস্বরূপ) দ্বিজরাজ চন্দ্র উদিত
হইতেছেন ॥১০॥
নববৃন্দা (নিকটে যাইয়া) দেখুন, ভুবনের তমঃ
অর্থাৎ অন্ধকারের (পক্ষে—অজ্ঞানের) বিনাশক, ক্রমশঃ বিরাগ অর্থাৎ
রক্তিমাহীন (পক্ষে ক্রমশঃ বৈরাগ্যযুক্ত), বিশুদ্ধ
চন্দ্ররূপ বৈষ্ণব অমৃতময়ী রুচিকে অর্থাৎ অমৃতরূপা
দীপ্তিকে (পক্ষে মোক্ষবাঞ্ছাকে) দূরে পরিহার করিয়া
বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তিমার্গ (আকাশপ্রাপ্তির পথ, পক্ষে—
বিষ্ণুপদলাভের উপায়) আশ্রয় করিতেছেন ॥১১॥

(কৃষ্ণরূপী শ্রীমাধব)
কৃষ্ণ — সখে কৌস্তুভ ! এই চক্রবাক-প্রবর রজনীতে প্রিয়তমার বিচ্ছেদজনিত শোকপ্রাপ্ত হইয়া চিৎকার করিতেছে ! সেইহেতু তুমি সূর্যকিরণের ন্যায় স্বীয় দীপ্তি-রাশি বিস্তার কর ।

সত্যভামারূপিনী
রাধা (কৌতুকসহকারে দেখিতে লাগিলেন ।) =

(কৃষ্ণরূপী শ্রীমাধব) (সুন্দরি)
কৃষ্ণ — হে সুতনু, দেখ, দেখ, —

১২ আকাশমধ্যে সমুদিত সূর্যসদৃশ মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভের কিরণরাশি দ্বারা সর্বত্র তীরসমীপস্থ ভূমিভাগের অন্ধকার-রাশি বিনাশ পাইতে দেখিয়া যমুনার তীরভাগে রাত্রিকালেও দিবস ভ্রান্তিযুক্ত এই চক্রবাক-যুবক গভীর উৎকণ্ঠাসহকারে বারম্বার স্বীয় প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হইতেছে ॥১২॥

(অলঙ্কার-পেটিকা হস্তে লইয়া মুকণ্ঠীর প্রবেশ)

মুকণ্ঠী — সৌভাগ্যক্রমে প্রভু এইস্থানে সত্যার সহিত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন ; সেইহেতু লতার ব্যবধানে থাকিয়া দর্শন করি । (ঐরূপে অবস্থান ।)

নববৃন্দা — সত্য হে কুন্দদতি ! তোমার নয়নযুগল নিশ্চয়ই চন্দ্রকান্তমণি হয় ; তাহা না হইলে, সম্মুখস্থিত শ্রীহরির মুখরূপ চন্দ্রের উদয়ে তাহা দ্রবীভূত হইতেছে কেন ? ॥১৩॥

(সত্যভামারূপিণী শ্রীরাধার প্রবেশ)

সত্যভামারূপিণী — হায় হায়! এই যে কে একজন এখানে প্রবেশ করিতেছে; এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাকে দেখিয়াছে।

সুকণ্ঠী — দেবি! আশ্বস্তা হউন; আমি আপনার সেবিকা সুকণ্ঠী।

সত্যভামারূপিণী (আনন্দের সহিত) — সুকণ্ঠি! চিনিয়াছি, চিনিয়াছি।

সুকণ্ঠী — দেবি! আপনার বস্ত্র আর্দ্র হইল কেন?

রাধা — স্থল-ভ্রমে জলে পড়িয়া গিয়াছিলাম।

সুকণ্ঠী — মাধবীর প্রেরিত এই অলঙ্কার গ্রহণ করুন।

সত্যভামারূপিণী — দেখ, এই বস্তুরে কোন একটি চিত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেই হেতু উহার দর্শনের উপায় কর।

সুকণ্ঠী — বাহিরে যাইয়া আলোকের উপায় করি।

সত্যভামারূপিণী — আমিও এখন আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করি।

(এই বলিয়া অলঙ্কার-পেটিকা লইয়া প্রস্থান।)

সুকণ্ঠী (বাহিরে যাইয়া) — এই যে মধুমঙ্গলের সহিত প্রভু সম্মুখে রহিয়াছেন।

(অনন্তর শ্রীমাধবের প্রবেশ)

শ্রীমাধব — সখে! তোমার হস্তস্থিত সেই অনর্থ কারক শুক পক্ষীটি কোথায়?

মধুমঙ্গল — টোড়িয়া নিয়া সম্মুখে এই দাড়িম্ব-বৃক্ষে পড়িয়াছে।

শ্রীমাধবকুঞ্জী — তবে এস, প্রাণপ্রিয়ার অনুসন্ধান করি।

(বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া) —

১৬। হে সখে ধীর মলয়-বাত! তুমি রজঃ অর্থাৎ ধূলিকে (পক্ষে রজোগুণকে) স্পর্শ কর না, দাক্ষিণ্য-চর্য্যায় (দক্ষিণ-দিক্ হইতে আগমন, পক্ষে আনুকূল্য) অনুসরণ করিয়া মাধবের (বসন্তের, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের) আনুগত্য প্রকাশ করিতেছ; সেইহেতু আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, কমললোচনা আমার শ্রীরাধা কোথায়, তাহা বল ॥১৬॥

মধুমঙ্গল — হে সখে! গোপনে বল।

শ্রীমাধবকুঞ্জী (পরিভ্রমণ করিয়া) ১৭। হে সখী হরিণি! তুমি এই বনের প্রান্তভাগে সঙ্কর [illegible] নিশ্চয়ই নবীন স্বর্ণলতার ন্যায় রমণীয়া শ্রীরাধাকে লাভ করিয়াছ; যেহেতু তুমি সেই শ্রীরাধার নিকট হইতেই [illegible] এইরূপ সুরম্য নয়ন-বিলাস বিষয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ ॥১৭॥

(সম্মুখে দাড়িম্ব বৃক্ষ দেখিয়া) ১৮। হে শুক! তুমি কি অদ্য এই বনে আমি যাঁহার অন্বেষণ করিতেছি — সেই

প্রশান্ত পীতকান্তি ধারিণী মৃগনয়নাকে
দেখিয়াছ? ॥৭৮॥

মধুমঙ্গল — হে বয়স্য! শুক তোমার প্রশ্ন বাক্যটির পুনরুচ্চারণ করিয়াই উত্তর প্রদান করিল। (উত্তরপক্ষে শ্লোকের অর্থ — হে পীতাংশুক! তুমি যাঁহার অন্বেষণ করিতেছ, আমি ঐ বনে প্রশান্ত কান্তি-ধারিণী সেই মৃগনয়নাকে দেখিয়াছি)।

সুকণ্ঠী — প্রভুর জয় হউক, জয় হউক।

মধুমঙ্গল (সভয়ে) — আপনি কেন আসিয়াছেন?

সুকণ্ঠী — এই প্রশ্নের ও উত্তরের অনুরূপ আরও কিছু মধুর বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত।

মধুমঙ্গল — আপনি কি প্রশ্নোত্তর-বাক্যও শুনিয়াছেন?

সুকণ্ঠী — কেবল ইহাই নহে।

মধুমঙ্গল — আর কী?

সুকণ্ঠী — যাহা কিছু দেখিলাম, দেবীর নিকটে যাইয়া তাহা নিবেদন করিব।

শ্রীমাধব (উদ্বেগসহকারে) — ভদ্রে সুকণ্ঠি! দেবীর চিত্তের কলুষ বিধান করিবার চেষ্টা করিও না; আমার

(শ্রীমাধবরূপী)

(পরিভ্রমণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া) —

১৭। শবরী এক অঞ্জলিমাত্র জল প্রার্থনা করিলেও — স্বয়ং নবীন জলধরই [গহ্বরগুলোতে] ধারাবর্ষণ করিতে করিতে উল্লাসমগ্ন হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

মধুমঙ্গল (অন্যের অলক্ষ্যে) — হে বয়স্য! দুষ্টা ধাত্রীর পুত্রী এই বনচরী যে আমাকে মহাসঙ্কটে ফেলিয়াছে!

(শ্রীমাধবরূপী) কৃষ্ণ — সখে! কীরূপ সঙ্কট?

মধুমঙ্গল — (ক্রোধের সহিত) কেবল আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছ? বামদিকে দেখ না।

(শ্রীমাধবরূপী) কৃষ্ণ (দৃষ্টিপাতপূর্বক আবেগের সহিত) — দেবী এখানে কীরূপে আসিলেন?

(সত্যভামারূপিণী) শবরী (স্বগত) হায় হায়! দেবী এই পর্বত কন্দরেও প্রবেশ করিয়াছেন! (এই বলিয়া অন্তরালে গমন করিলেন।)

(শ্রীমাধবরূপী) কৃষ্ণ (স্বগত) — মনে হয়, ক্রোধ বেশ অতিগভীর বলিয়াই ইনি অন্তরালে চলিয়া গেলেন।

মধুমঙ্গল (অনুচ্চস্বরে) — হতাশে কিন্নরি! প্রিয়বয়স্যের প্রতিও তোমার এরূপ নিগ্রহ সঙ্গত কি?

সুকণ্ঠী (স্বগত) — দেবীর অলঙ্কারধারিণী মত্ত আমাকেই দেবী মনে করিয়া ইনি ভীত হইয়াছেন;

সেইহেতু তাঁহার নিকটে যাইয়াই বলি। (এই বলিয়া নিকটে যাইয়া জনান্তিকে) — মালিনি! কাশ্যপী এতদ্রূপ! (অর্থাৎ আপনাকে দেখিয়া ইহাদের দেবী ভ্রম হইয়াছে!)।

[illegible] আপনি (সহাস্য করিয়া) — এই বয়স্যের সহিত একটু পরিহাস কর।

সুকণ্ঠী (নিকটে যাইয়া) — আর্য মধুমঙ্গল! দেবী রুষ্টা হইয়া বলিতেছেন।

মধুমঙ্গল — কী বলিতেছেন?

সুকণ্ঠী — অন্তঃপুরে গেলে এই ব্রহ্মবান্ধবকে বন্ধন করিব।

মধুমঙ্গল (সভয়ে) — হে সখে! এমনও স্তম্ভের মত শরীর হইয়া রহিয়াছ?

[illegible] — সখে! আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছি যে, এই দাক্ষিণ্যস্বভাবা দেবী তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্যকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন! (চিন্তাপূর্বক) অথবা,—

২০। কখনও কখনও স্বভাবতঃ ধীর ব্যক্তিও সময়ের (কালের, অথবা নিয়মের) অনুরোধে বিকৃতি প্রাপ্ত হন; সর্বংসহা ধরণীকেও স্বীয় ক্ষমাগুণ ত্যাগ করিয়া বহুবার প্রবলভাবে কম্পিত হইতে দেখা গিয়াছে॥২০॥

সুকণ্ঠী (স্বগত) — প্রভুর সম্মুখে আর এই দুর্বৃত্ত-কথা সাহসের প্রয়োজন নাই; সেইহেতু যথার্থ তত্ত্ব বলিয়া দিতেছি। (প্রকাশ্যে) আর্য্য! ইনি সত্যভামা, দেবী (রুক্মিণী) নহেন।

মধুমঙ্গল — সখে! এই দুর্মুখীর কপট প্রলাপ শুনিলে ত?

শ্রীমাধব — সুকণ্ঠি! তুমি বৈদর্ভীর প্রিয়া বলিয়া গর্ব্বে চঞ্চলা হইয়াছ; তোমার আর বচনের দীনতা [illegible] সর্ব্বদা অল্পতা কোথায়? অর্থাৎ তুমি বহুভাষিণী হইয়াছ! ॥২১॥

মধুমঙ্গল (সংস্কৃত ভাষায়) — আয়ি কঠিনে চেটি! তোমার কণ্ঠে বিষ, অথচ তুমি সুকণ্ঠী বলিয়া কথিতা হও কেন? অথবা, অতিশয় অপ্রশস্তা বিষ্টিকেও (জ্যোতিষ-শাস্ত্রে) 'ভদ্রা' বলা হয় ॥২২॥

শ্রীমাধব (নিকটে অগ্রসর হইয়া) — দেবি! প্রসন্না হও, প্রসন্না হও।

সত্যভামারূপিণী শ্রীরাধা (মৃদু হাস্য-সহকারে) — দেখুন, আমি দেবী নহি, সহচরী মাত্র।

শ্রীমাধব (হর্ষসহকারে) — সুকণ্ঠি! এ বিষয়ে তোমার প্রত্যুপকার-বিধান আমার পক্ষে অতিশয় দুষ্কর।

মধুমঙ্গল — হা হা! হে অম্লমুখি চেটি! এইরূপ কুটিলতা-বিদ্যাও কি দেবীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছ?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! চিত্রটিকে নিকটে আনিয়া দেখ।
রাধা — ইহা নিশ্চয়ই নববৃন্দার গুরু বিশ্বকর্ম্মার
কলা-নৈপুণ্য!

(নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা — স্বামি! এই বিচিত্র চিত্রটিকে দর্শন কর;
ইহাতে মাথুর-লীলাসমূহ উত্তমরীতিতে
যথাক্রমে অঙ্কিত রহিয়াছে।

মধুমঙ্গল — তন্মধ্যে প্রথম এই নন্দ-মহোৎসব।

নববৃন্দা — ২২। তৎকালে গোপগণ পয়স্বরের গাত্রে
নবনীতের নিক্ষেপহেতু ও বিচিত্র বালকের
দর্শনহেতু যথাক্রমে বাহিরে ও অভ্যন্তরে প্রগাঢ়
স্নেহরাশি ধারণ করিয়াছিলেন ॥২২॥

(সুরধাম তর্জনীদ্বারা প্রদর্শনপূর্ব্বক) ২৩। শ্রীহরি
যশোদার কণ্ঠদেশে মরকতমণির হারের ন্যায়
শোভা পাইয়াছিলেন, কোন পবিত্রচরিত মনুষ্যও
সেই পুতনার গতিলাভে সমর্থ হননা ॥২৩॥

রাধা — ২৪। কুটীর-সংলগ্ন ও বিবিধ ভাণ্ডে পরিপূর্ণ
শকটটি আমার পদাঙ্গুলি দ্বারা ভগ্ন হইলে
পিতা ও মাতা যে বক্ষঃপীড়িত হইয়া গৃহপ্রাঙ্গনে
বসিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ করিতেছি।

নববৃন্দা — এই যে ঘূর্ণাবর্ত্তরূপী বায়ুর তাণ্ডবলীলা। বায়ুরূপী সেই দুষ্ট দৈত্য তৎকালে ব্রজে এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ আরম্ভ করিয়াছিল, যাহাতে তৎকৃত তমঃ (দুঃখ ও অন্ধকার) আমাদের সুহৃদগণের চিত্তকে ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল ।। ২৫ ।।

মধুমঙ্গল — এই যে গোকুলেশ্বরী স্বয়ংই দধিমন্থন আরম্ভ করিয়াছেন।

রাধা — মাতঃ গোকুলেশ্বরি! আপনাকে প্রণাম করি। (এই বলিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।)

কৃষ্ণ (করুণভাবে) — আমি উৎকট বাল্যচাপল্যদ্বারা উৎপীড়ন করিলেও যিনি প্রেমরাশির বিকাশে বিহ্বল হইয়াছেন, তাদৃশী মাতাকে (চিত্রে) দর্শন করিয়া অদ্য আমার চিত্ত ঘৃতের ন্যায় বিগলিত হইতেছে ।। ২৬ ।।

নববৃন্দা — আমার গুরু এস্থলে একটি শ্লোক লিখিয়াছেন; যথা —

২৭। হে ব্রজরাজমহিষি! তোমার প্রেমের প্রভাব সম্বন্ধের কথা আর কী বলিব! যিনি অবাধিত মন্ত্রাদি গুণগ্রামের দ্বারা ত্রিলোকবর্ত্তী চতুর্মুখ প্রমুখ প্রাণিগণকেও

আমি যমুনার তীরভাগে সহচরগণের সহিত
বৎসগণের বিচরণরূপ মহোৎসবে যে সকল দিন
যাপন করিয়াছিলাম, আমার চিত্ত (মন) সেই
সকল দিনের প্রতি গুরুতর স্পৃহা ধারণ করিতেছে ॥৩০॥

নববৃন্দা — ৩১ (আমার) (মঙ্গলকারিণী) নিরন্তর সেই সকল গোপী-ও-ধেনুগণের
পদসমূহকে অবনতদেহে প্রণাম করি, যাঁহাদের
আন্তরিক প্রীতি সংযুক্ত সুমধুর দুগ্ধ পান করিবার
নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া সাক্ষাৎ (গোলোকস্থিত) ক্ষীরসমুদ্রপতিও হর্ষসহকারে
পুত্রভাব ধারণ করিয়াছিলেন ॥৩১॥

শ্রীমাধব — ৩২ অয়ি কমলনয়নে! এই যে সম্মুখে গোপ-
বালকগণের ক্রীড়াস্থলীস্বরূপ গিরি-গহ্বরসদৃশ
সর্পরূপী অঘাসুরের শরীর দৃষ্ট হইতেছে, যে শরীরটি মৃত হইয়াও সর্বদা মুখপ্রভৃতি
গর্ত দ্বারা প্রবিষ্ট বায়ুরাশিদ্বারা উদরপূরণ
করিতেছে ॥৩২॥

নববৃন্দা — ৩৩ দেখ, দেখ মাসি! সুচতুর পরমেষ্ঠী
স্বীয় মুখচতুষ্টয় হইতে নির্গত বেদচতুষ্টয়ের
সারভাগদ্বারা লোকনয়নের অভীষ্ট নিজজনককে
প্রীতিভরে স্তব
করিতেছেন ॥৩৩॥

মধুমঙ্গল — এখন এই সৌরভপূর্ণ তালবন দেখিয়া জীবিত হইলাম।

নববৃন্দা (বলদেবকে দেখিয়া) —

৩৪। আপনার চরিত বড়ই বিচিত্র! যেহেতু আপনি ধেনুপালের পালক হইয়াও হত-ধেনুক (ধেনুকের বধকারী), আর, তালাঙ্ক (তালচিহ্ন) হইয়াও উন্নত তালবৃক্ষ-সমূহের ভঙ্গব্যাপারে কৌতুকশালী ॥ ৩৪॥

শ্রীমাধবরূপী কৃষ্ণ — ভাণ্ডীরবটের নিকটে প্রলম্বরূপ পঙ্কের এই নির্বিঘ্ন-বেদী অর্থাৎ বলদেবের বিক্রমাতিশয্য জ্ঞাপন করিতেছে।

নববৃন্দা (স্বগত) — মনে হয়, শ্রীরাধিকার চিত্তে দুঃখের উদয় হইবে — ইহা চিন্তা করিয়াই প্রভু কালিয়দমনলীলার উল্লেখ করিলেন না!

শ্রীমাধবরূপী — ৩৫। হে সুকণ্ঠি! ঐ দেখ, সেই মুঞ্জবন, যেখানে শরপুঞ্জরাশি দ্বারা সহসা সর্বত্র দাবানল বিস্তৃত হইলে তদ্দর্শনে গোপগণ আমার প্রতি কৃপাবশতঃ (আমাকে অগ্নির সন্তাপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত) আমার পত্রের মাল্যরাশি ধারণ করিয়া, চারিদিকে আবরণের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিল ॥ ৩৫॥

নববৃন্দে — সম্মুখে এই বস্ত্রহরণ তীর্থ।

(কুসুমবতী শ্রীমাধবীকী)

শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে দ্বিজবন্ধুগণের অনুরাগ-বাক্য শ্রবণে প্রকাশ পাইলেও আমার স্বভাবসিদ্ধ মন্দহাস্যও দূরীকৃত এবং সহজাত নেত্র-তরঙ্গও সঙ্কোচিত হইয়াছিল; আর সত্বরই কোন এক দশাবিশেষ (ধীর শান্ত অনুকূল ভাব) অঙ্কুরিত হইয়াছিল ॥৩৭॥

মধুমঙ্গল (লালসার সহিত সংস্কৃত ভাষায়) ৩৮। হে প্রিয়বয়স্য! তোমার কি ইহা স্মরণ হয় যে, আমরা সেই বিপ্র-পত্নীগণের নিকট হইতে সুস্বাদু বিবিধ অন্ন লাভ করিয়াছিলাম এবং তন্মধ্যে গোলাকার ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় অপূর্ব্ব কুণ্ডলীসমূহকে (জিলিপীগুলিকে) ক্রমশঃ ভক্ষণ করিয়াছিলাম? ॥৩৮॥

নববৃন্দা — এই দেখ, গোবর্দ্ধনধারণলীলা।

(সত্যভামা রূপিণী) শ্রীরাধা (সংস্কৃত ভাষায়) ৩৯। তৎকালে নিখিল গোপীগণের চিত্ত গিরিধারণের ভয়ের কথা চিন্তা করিয়া সন্তপ্ত, পক্ষান্তরে দিবারাত্র প্রিয়তমের দর্শনহেতু আনন্দযুক্ত হইয়া এককালে অপূর্ব্বরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল ॥৩৯॥

নববৃন্দা — পর্ব্বত-মেখলায় এই পদ্যটি লিখিত রহিয়াছে —

৪০। তৎকালে গোপীগণের স্তনের প্রান্তভাগ বক্ষাবরণ হইতে ঈষৎ বহির্গত হইলে তাহার প্রতি অতিশয় দৃষ্টিপাতহেতু হস্তের কম্পনবশতঃ গোবর্দ্ধনগিরি ঈষৎ বিচলিত হইলে নিখিল গোপগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া স্তুতি আরম্ভ করায় বলদেবের মুখে মৃদুহাস্যের উদয় হইয়াছিল এবং তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া মধুসূদন লজ্জায় মুখ অবনত করিয়াছিলেন ; তদ্রূপরূপে বিরাজমান মধুসূদন জয়যুক্ত হউন ॥৪০॥

কৃষ্ণ (গোবর্দ্ধনকন্দর দর্শন করিয়া মৃদুহাস্যসহকারে) —

৪১। হে কমল-নয়নে! এই অদ্ভুত ব্যাপারের কথা তোমার স্মরণ হয় কি? তুমি দ্যূতক্রীড়ায় আমাকর্ত্তৃক ছলসহকারে পরাজিত হইয়া সখীর সম্মুখে পূর্ব্বে যে পণ করিয়াছিলে, তদনুসারে এখানে স্বয়ং প্রবৃত্তা হইয়া দুইবার আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে ॥৪১॥

শ্রীরাধা (লজ্জার সহিত সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) —

এই গিরিশিখরে উপবিষ্ট আমাদের উভয়ের গলদেশে হার নাই কেন?

(কৃষ্ণরূপী শ্রীমাধবীদেবী)

হে সূর্যনন্দিনি সখি! তুমি কীরূপে ইহাও ভুলিয়া গেলে যে, তোমার কূলের তীরস্থিত কুঞ্জগৃহে রাত্রিবিলাসজনিত পরিশ্রমে আমরা উভয়ে নিদ্রিত হইলে ললিতা অতি-সাবধানা হইয়া উভয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল ?৪২॥

৪৩। নববৃন্দাবনের হে দেব! যাহারা তোমাকে দর্শন করে, তাহারা বিপক্ষ হইলেও তুমি তাহাদিগকে সংসার বন্ধন হইতে বিমোচন করেন; অতএব বরুণের বন্ধন হইতে নন্দমহারাজকে যে মুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা আর তোমার সম্বন্ধে আশ্চর্য কী? ৪৩॥

(এই বলিয়া সম্মুখভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া) ৪৪। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ স্থান; তন্মধ্যে মধুপুরী শ্রেষ্ঠা; তন্মধ্যে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে যমুনার পুলিন-ভাগ শ্রেষ্ঠ; আর তাহার মধ্যে রাসস্থলী সর্বশ্রেষ্ঠ; যাহাতে গোপীবল্লভ শ্রীমাধবের পদযুগলের অদ্ভুত পরিচয়যুক্ত ধূলিরাশি মহামুনি শ্রীনারদেরও হৃদয়রাজ্যে পূজিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন ॥৪৪॥

সত্যভামারূপিণী শ্রীরাধা (আশ্চর্যের সহিত) — অহো! এ যে সেই বেণু-রবের মাধুর্য শুনা যাইতেছে! (এই বলিয়া অতিশয় আনন্দাবেশে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া উন্মাদভাবে) —

বৃষলীলা: ক্রমে (খেলাচ্ছলে) বৃষলীলায়

৫০| যে অরিষ্টাসুর শির:সঞ্চালন করিলেও স্বয়ং শম্ভু পর্যন্ত ভীত হইয়া নিজ-বৃষকে মন্দর পর্বতের গুহামধ্যে লইয়া যান, কী আশ্চর্য! ঐ দেখ, শ্রীহরি অনায়াসে সেই দৈত্যপ্রবরকে নিহত করিয়াছেন ॥৫০॥

(পুনরায় প্রদর্শনপূর্বক) ঐ যে দেখ! তোমার যে ভুজ ক্রীড়াকালে কমলনয়নাগণের স্কন্ধদেশে সংস্থাপিত হইয়া নীলকমলের ন্যায় সুকোমল রূপে প্রতীয়মান হয়, কী আশ্চর্য! তোমার সেই ভুজই কেশি দৈত্যের বধবিধানে বজ্রের ন্যায় আচরণ করিয়াছে! ॥৫১॥

(কৃষ্ণরূপী শ্রীমাধব) কৃষ্ণ — ব্যোমাসুরকে পতিরূপে বরণকারিনী মুক্তির এই লীলাস্থল (অর্থাৎ এই স্থানেই উক্ত অসুর নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে)।

সর্বমঙ্গল — এই অক্রূর। (এইরূপ অর্ধোক্তির পরই)

(রাধারূপিনী) রাধা — হায় হায়! আমি কী করিব? (এই বলিয়া মূর্ছিতা হইলেন।)

(কৃষ্ণরূপী শ্রীমাধব) কৃষ্ণ (সত্বর আলিঙ্গনপূর্বক) — হে কোমলহৃদয়ে! বিষণ্ণা হইও না; ইহা চিত্র!

সত্যভামারূপিণী
রাধা — নববৃন্দে! (এই স্ত্রীলোকটি) কে মানসপথে গোকুলনাথের পীতবস্ত্রের অঞ্চল আকর্ষণ করিতেছে?

(নববৃন্দা মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিলেন।)

(কৃষ্ণরূপী শ্রীমাধব)
কৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া) প্রিয়ে! হে প্রিয়ে! তোমার প্রতি বাৎসল্যযুক্তা এই নিপুণা দূতী তোমার নিয়োগ-ব্যতীতও আমাকে গোষ্ঠে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছে ॥৫৪॥

সত্যভামা-রূপিণী
রাধা — তোমার এই কীর্তিরাশি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে সুন্দর করিয়াছে! সেইহেতু ইহাকে আর কতটা গোপন করিবে?

নববৃন্দা — দেখ, দেখ, তোমার হরিসেবা সর্বধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এইহেতুই বনমালাকে ভজন (আশ্রয়) করিতে যাইয়া ভ্রমরগণ মদস্রবাহদ্বারা নিজেদের পোষণকর্তা গৌরবশালী করিবরকেও ত্যাগ করিয়াছে ॥৫৫॥

কী আশ্চর্য, দেখ = দেখ

[illegible] এই কৃষ্ণমেঘ (কৃষ্ণস্বরূপ মেঘ, পক্ষে নবজলধর) মল্লরূপ ময়ূরগণের আনন্দ উৎপাদন ও জগতের উত্তাপ নিরাকরণপূর্বক জীবনদাতা (প্রাণরক্ষক, পক্ষে—জলদাতা) হইয়া কংসের উন্নতিবিহীন

(বৃন্দা) হে চন্দ্রমুখি! তোমার একই মুখমণ্ডল মণিকুট্টিম চত্বর প্রান্তে, যমুনার প্রবাহে এবং কৌস্তুভমণিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া এই বনভাগে চন্দ্রাবলীর (চন্দ্রশ্রেণির) প্রকট করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

(লক্ষ্মণা রূপিণী মাধবীর সহিত রুক্মিণী রূপিণী চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী — সখি! বিরহে উদ্ভ্রান্ত হইয়া এই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছি; যেহেতু সম্প্রতি ময়ূরকণ্ঠমণি প্রতিমা-ব্যতীত আমার অন্য কোন আশ্রয় নাই।

মাধবী — ভর্তৃদারিকে! আমি শুনিয়াছি, শুভক্ষণে যাত্রা করিয়া আমাদের ভর্তা এস্থানেই কোথাও রহিয়াছেন; এখনও এস্থান হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন নাই।

রুক্মিণী রূপিণী চন্দ্রাবলী — সখি! তুমি সত্যই বলিতেছ; যেহেতু তাঁহারই এই সৌরভ এস্থানে প্রসারিত হইতেছে; সেই হেতু (মনে হয়) তিনি এস্থানেই অবস্থান করিবেন।

(কৃষ্ণরূপী শ্রীমাধব কুঞ্জের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া) — প্রিয়ে! সত্বর এস্থানে এস; ক্ষণকাল দুইজনে বিশ্রামসুখ অনুভব করি।

নববৃন্দা (স্বগত) — শ্রীরাধা প্রণয়েৰ্ষ্যাবশতঃ ভ্রূযুগল বক্র করিয়া নতমুখে আম্রবৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন কেন?

রুক্মিণী — (গ্রীবা উত্তোলন করিয়া) — সখি! দেখ, দেখ, আর্যপুত্র কুঞ্জগৃহের দ্বারে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীমাধব — যেহেতু বিদর্ভরাজনন্দিনী সম্প্রতি কুলস্থলীর প্রান্তভাগে (দ্বারকানগরীতে) বিরাজ করিতেছেন, (পক্ষান্তরে — যেহেতু এখানে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তভাগে দর্ভশূন্য ভূমি রহিয়াছে), সেই হেতু এই উপবনে নিঃশঙ্কে আমার ভ্রমণ হইবে ॥ ৫৮ ॥

রুক্মিণী — মাধবি! নিশ্চয়ই তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়াছেন; যেহেতু 'বিদর্ভরাজনন্দিনী' এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

মাধবী — আপনি ত লতার অন্তরালে রহিয়াছেন; তবে দর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? নিশ্চয়ই ইনি উৎকণ্ঠিত হইয়া চিন্তাদ্বারাই আপনাকে দেখিতেছেন। সেই হেতু অতর্কিতভাবে একাকিনী নিকটে যাইয়া ইঁহাকে আনন্দ দান করুন।

শ্রীমাধব — আমার হৃদয়ে অর্পণের যোগ্যা, গৌরবর্ণা, তরলালোকময়ী (চঞ্চলপ্রভাযুক্তা, হারের পক্ষে — মধ্যগত নায়কমণির কান্তিদ্বারা দীপ্তা), গুণধারী (সৎস্বভাবা; হারপক্ষে — সূত্রধারী) উজ্জ্বল রূপশালিনী

মাধবী — এইরূপ সম্বোধনের প্রয়োজন নাই; যেহেতু ইনি সত্যভামা নহেন। (সত্যে, মিত হইয়াছে ভাম অর্থাৎ ক্রোধ যাঁহার, তাদৃশী নহেন)।

(ছদ্মরূপী শ্রীমাধব) কৃষ্ণ — সখি! সত্যই বলিয়াছ; যেহেতু এই দেবী ক্রোধযুক্তা নহেন।

([illegible]) চন্দ্রাবলী — দেব! আপনার এই সঙ্কোচভাব দেখিয়াই আমার দুঃখ হইতেছে; অতএব আপনি প্রসন্ন হউন এবং নিঃশঙ্কে বিহার করুন; আমি অন্তঃপুরে চলিয়া যাইতেছি। (এই বলিয়া পরিজন বর্গের সহিত প্রস্থান।)

(ছদ্মরূপী শ্রীমাধব) কৃষ্ণ — দেবী অন্তঃপুরে গমন করিলেন; সেইহেতু আমরাও গমন করি। (এই বলিয়া পরিভ্রমণপূর্বক)

শ্রীরাধা আমার মুখের প্রতি অসংখ্য কটাক্ষবিলাস বর্ষণ করিতেছিলেন এবং তৎকালে অতিশয় কোন প্রসঙ্গের বৈচিত্র্যহেতু তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল! তৎকালে সহসা দেবীকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া আম্রবৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন; অহো! এমত অবস্থায়ও তিনি এখনও আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন।। ৬৬।। (এই বলিয়া সকলের প্রস্থান।) এইরূপে

ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে চিত্রদর্শন নামক নবম অঙ্ক।। ৯।।

(তদনন্তর যুবতীদ্বয়ের প্রবেশ)

তুলসী — সখি মালতি! কোন মঙ্গলবার্তা কি তোমার কর্ণপথে উপস্থিত হইয়াছে?

মালতী — সখি তুলসি! তাহা কিরূপ?

তুলসী — ভাগবতী পৌর্ণমাসী পরিবারবর্গের সহিত গোষ্ঠেশ্বরকে লইয়া সৌরাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছেন।

মাধবী (আনন্দসহকারে) — সখি! আমি মাধবী-চতুঃশালে যাইয়া এই শুভসংবাদ শ্রীরাধাকে নিবেদন করিব।

তুলসী — সরলে! শ্রীরাধা এখন মাধবী-চতুঃশালে নাই।

মালতী — তাহা হইলে তিনি কোথায়?

তুলসী — যেখানে চিত্রদর্শনের দিনে দেবী তাঁহার কোল চিত্রদর্শন পূর্বক পরিহাস করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছেন।

মালতী — সেই পরিহাস কিরূপ?

তুলসী — মুগ্ধে হে ভগিনি! আমার মনে হয়, শুকপক্ষিগণ দাড়িম্ব ভ্রমে তোমার স্তনদেশে ও বিম্বফল ভ্রমে ওষ্ঠদেশে এই ক্ষত উৎপাদন করিয়াছে! আর ময়ূরগণ সর্প ভ্রমে তোমার গলদেশের এই মরকতমণির

অনাবৃত প্রদীপ যেরূপ গৃহের অন্ধকার নাশ করিতে
সমর্থ হয়না, সেইরূপ ইনিও আমার হৃদয়ের মালিন্য
দূর করিতে সমর্থা হইতেছেন না ॥ ৩ ॥

মধুমঙ্গল — হে বয়স্য! উচ্চস্বরে কথা বলিবেনা;
কারণ, দেবীর পরিজনগণ এস্থলে সর্ব্বত্র বিচরণ
করিতেছে।

কৃষ্ণ — সখে কৌস্তুভ! তোমার প্রকাশ দর্শন করিয়াই
দাসীগণ এস্থলে আমার উপস্থিতি অনুমান করিবে;
সেইহেতু এখন মৃদুভাব ধারণ কর।

(নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা — দেব! দেবী আমাকে পাঠাইয়াছেন।

কৃষ্ণ — নববৃন্দে! কী হেতু?

নববৃন্দা — শুকপক্ষিরাজের নিমিত্ত।

কৃষ্ণ — সখে! শুকরাজকে প্রদান কর।

(মধুমঙ্গল নববৃন্দার হস্তে শুকপক্ষীর দণ্ডটি
অর্পণ করিলেন।)

কৃষ্ণ (উৎকণ্ঠার সহিত) — সখি নববৃন্দে!

৪। যাঁহার সুরম্য শরীর সৌরভ-সম্পৃক্ত,
যিনি অন্তঃপুরে সত্রাজিতের কন্যারূপে পরিচিতা

এবং যাঁহার গণ্ডদেশ রত্নময় কুণ্ডলযুগলের দীপ্তিদ্বারা পরিব্যাপ্ত, হায়! আমার মন অদ্য সেই শ্রীরাধিকে (পাঠ—হায় অপেক্ষা অধিকা সেই প্রিয়াকে) গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে ॥৪॥

নববৃন্দা — দেব! এ বিষয় দুর্লভ বলিয়াই মনে হইতেছে; কারণ, আপনি স্বয়ংই বারংবার বঞ্চনা করিয়া দেবীকে এমনই চাতুরী-বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন যে, অদ্য তিনি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিয়া সতত আমাকে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছেন।

মধুমঙ্গল — কী আশ্চর্য! বাস্তবিকই এই কৌস্তুভ অতিশয় চঞ্চল; যেহেতু নির্বেদ সত্ত্বেও এই আমাদের উপরিভাগকে উজ্জ্বল করিতেছে।

কৃষ্ণ — সখে! ইহা কৌস্তুভের কিরণমালা নহে; সেইহেতু উহাকে তিরস্কার করার প্রয়োজন নাই।

নববৃন্দা — আর্য মধুমঙ্গল! সত্যভামার শিঙ্গালিনী নাম্নী সেই সখীই স্যমন্তক মণির সহিত এদিকে আসিতেছেন।

(শিঙ্গালার প্রবেশ)

শিঙ্গালা (শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জাসহকারে) — দেব!

প্রভু মন্ত্রাজীৎ ভেদানিকা সভার নিকটে এই মনি-
রাজটি প্রেরণ করিয়াছেন (এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের
হস্তে মনিটি অর্পণ করিলেন)।

কৃষ্ণ (মনিটি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক আনন্দের সহিত) —
প্রিয়তমার পরিবারের উপযুক্ত এই মনিটির সংসর্গহেতু
তাঁহার সংসর্গের লাভ করিলাম।

মধুমঙ্গল — তাহা কিরূপ?

কৃষ্ণ — আমি যুবতীজনোচিত বেশ-নৈপুণ্যে
বিভূষিত হইয়া মনির সহিত পিঙ্গলার অনুসরণ
করিব এবং দেবীকর্ত্তৃক অন্তঃপুরে প্রবেশে অনুজ্ঞাত হইয়া রাত্রিকালে
সেই সুলোচনার সহিত বিহার করিব ॥ ৩॥

নববৃন্দা — বাস্তবিকই এরূপ উপায় অন্যের দুর্জ্ঞেয়।

কৃষ্ণ — নববৃন্দে! সন্ধ্যাকাল নিকটবর্ত্তী; সেইহেতু তুমি
অন্তঃপুরে গমন কর; আমরা এস্থলে নির্জ্জনে
নারীবেশ রচনা করি। (এই বলিয়া মধুমঙ্গলের ও
পিঙ্গলার সহিত প্রস্থান।)

নববৃন্দা (পরিভ্রমণ করিয়া) — এই যে সত্যভামাদেবী
দক্ষিণ পার্শ্বে শোভিতা হইয়া দেবী সপরিবারে
মনিমন্দিরে উপবেশনপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন।

(অনন্তর পূর্বোক্তরূপে চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী (পরিহাস ও মৃদুহাস্যসহকারে) — সখি মত্তে! আমাকর্তৃক অন্তঃপুরে অতিশয় যত্নসহকারে লালিতা হইয়াও তুমি হরিণীর ন্যায় বনমালার সহবাস-সুখের (বনমালার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে অবস্থান-জনিত সুখের, হরিণীপক্ষে — বনরাজির সহিত বাস করিবার সুখের) স্মরণ করিয়াই উদ্বিগ্না হইতেছ কেন?

রাধা (অতিপ্রায়সহকারে হাস্য করিয়া) — দেবি! সর্বসুখে পরিপূর্ণ এই অন্তঃপুরে আর আমার বনমালার অভিলাষে প্রয়োজন কী?

নববৃন্দা (নিকটে যাইয়া) — দেবি! আপনি পূর্বে যাহার কথা শুনিয়াছেন, ইহা কামরূপ হইতে আনীত এই সেই শুকরাজ।

চন্দ্রাবলী (আনন্দসহকারে) — আমি অতিশয় সন্তুষ্টা হইলাম; যেহেতু ইহার আকৃতি সুন্দর।

নববৃন্দা — দেবি! স্মৃতিশাস্ত্রের সূক্তি ধারণ করায় ইহার প্রকৃতিও সুন্দর।

চন্দ্রাবলী — কঞ্চুকিন্! সুপক্ক দাড়িম্বফল দ্বারা এই শুকরাজের সন্তোষ বিধান কর।

কঞ্চুকী — দেবি! আপনি যেরূপ আদেশ করেন। (এই বলিয়া শুকপক্ষীর সহিত প্রস্থান)।

(৮)

(পুনরায় নেপথ্যে "বিলাসমনুসূতো মানিনী" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোক্ত শ্লোক শ্রুত হইল)।

চন্দ্রাবলী — মাধবি! তুমি শুনিয়াছ ত?

মাধবী — কেবল শুনি নাই, দেখিয়াছিও।

চন্দ্রাবলী — প্রিয় সখি! সত্য যদি অন্তঃপুরে বাস করে, তাহা হইলে আর আমার সুখের বা মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? সেই হেতু ইহাকে কোনও উপায়ে কুটিলরাজের গৃহে পাঠাইয়া দিব ॥৭॥

মাধবী — ভর্তৃদারিকা উত্তম চিন্তাই করিয়াছেন।

চন্দ্রাবলী — অহো! বঞ্চনবিদ্যার কী নৈপুণ্য! যেহেতু মাধবীর তাদৃশত্ব সত্ত্বেও আমরা বঞ্চিত হইয়াছি; সেই হেতু এস, এখন সুবর্ণমন্দিরে গমন করি।

(এই বলিয়া প্রস্থান।)

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের ও পরিজনসহ শ্রীরাধার প্রবেশ)

কৃষ্ণ (আনন্দসহকারে) প্রিয়ে সুন্দরি! তুমি অদ্য চঞ্চল চকোরযুগলেরও চমৎকারজনক নয়নযুগল কিঞ্চিৎ উত্তোলন কর এবং সুধাকরের মাধুর্যরাশিরও পরাভবে নিপুণা মৃদুহাস্যসুধা কিঞ্চিৎ বর্ষণ কর ॥৮॥

সুখলাভ হইতে পারে ? তারারাশি পরিবেষ্টিত চন্দ্রের পুঞ্জ দ্বারা আকাশমণ্ডল আলোকিত হইলেও বৃষভানু-জাত শ্রী অর্থাৎ বৃষরাশিস্থিত সূর্য্যের দীপ্তি ব্যতীত তাহার স্বচ্ছতা সম্পাদিত হয়না (সেইরূপ তারাসদৃশী সখীগণ পরিবৃতা চন্দ্রাবলীদ্বারা আমার হৃদয় আক্রান্ত হইলেও বৃষভানুসুতারূপিণী লক্ষ্মীর অভাবে তাহার মালিন্য দূর হয়না) ॥১০॥

নববৃন্দা — সুন্দরি! এই বাক্যভঙ্গী যথার্থ; ইহাতে কোনরূপ ন্যূনতা নাই।

কৃষ্ণ — প্রিয়ে! তোমার মুখ দর্শনকালে ইহার উপমান-রূপে কোন বস্তুই আর হৃদয়ে উদিত হয়না।

যেহেতু —

১১। হে চণ্ডি! পদ্ম তোমার চরণযুগলের ক্রোড়দেশেও অবস্থান করিবার যোগ্যতা ধারণ করেনা! আর, মণিময় দর্পণ তোমার অঙ্গুষ্ঠনখেরও তুল্য হইতে সমর্থ নহে! এইরূপ, উজ্জ্বলকলা-বিভূষিতা পরিপূর্ণা চন্দ্রাবলী ~~ও~~ তোমার মুখমণ্ডলের পার্শ্বভাগেরও সাক্ষাৎ নির্মঞ্ছন হইতে পারে যোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হয়না ॥১১॥

(মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী — মাধবি! তুমি শুনিলে ত?

মাধবী — নিশ্চয়ই।

কৃষ্ণ (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) — দেখ, দেখ, দেবী অদূরে উপস্থিত হইয়াছেন। (সকলেই সসম্ভ্রম-সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন)।

চন্দ্রাবলী (নিকটে যাইয়া) — স্বামি সত্যভামে! পিতা সত্রাজিৎ তোমার নিকটে যে মণীন্দ্রটি পাঠাইয়াছেন, তাহা দেখিতে আসিয়াছি।

(নববৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে মণিটি গ্রহণ করিয়া দেখাইলেন।) =

চন্দ্রাবলী — আমি শুনিয়াছি, এই মণীন্দ্র ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনকালে আবির্ভূত হইয়াছে।

মধুমঙ্গল — দেবি! তাহা সত্য।

চন্দ্রাবলী — সেই সমুদ্রমন্থনকালে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

নববৃন্দা — দেবি! তাহা কিরূপ?

চন্দ্রাবলী — দানবগণ ধন্বন্তরির হস্ত হইতে ~~[illegible]~~ বলপূর্ব্বক সুধাভাণ্ড গ্রহণ করিলে

ভগবান এক অপূর্ব রূপ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'মোহিনী' বলিয়া বিখ্যাত।

কৃষ্ণ (স্বগত) — দেবী নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন; যেহেতু এই অকস্মাৎ বা অসময়ে মোহিনীর প্রস্তাব করিতেছেন।

চন্দ্রাবলী — সেই মূর্তিটির নাম যথার্থই হইয়াছে; যেহেতু যোগীশ্বর শঙ্কর পর্যন্ত তাঁহাদ্বারা সম্পূর্ণরূপে মোহিত হইয়াছিলেন! সে স্থলে আমাদের আর কথা কী?

সকলে (স্বগত) — (শ্রীকৃষ্ণের) এই দুরূহ বেশধারণ কীরূপে দেবীর জ্ঞানগোচর হইল?

চন্দ্রাবলী (মৃদুহাস্যসহকারে) — সখি সত্যভামে! এরূপ কোন উপায় আছে কি, যাহাতে আমরাও সেই মূর্তি দর্শন করিতে পারি?

(শ্রীরাধা ঔৎসুক্যের সহিত ভ্রুভঙ্গীসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন।)

কৃষ্ণ (স্বগত) — আমা সাক্ষাৎভাবে এরূপ অবস্থায় পাতিত হওয়ায় আমার ছদ্মবেশ চাতুরী বস্তুতঃই সম্পূর্ণরূপে বিফল হইল। (প্রকাশ্যে) দেবি! আমি তুমি আমাকে চিনিতে পার কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই এইরূপ বেশ ধারণ করিয়াছি॥

চন্দ্রাবলী (হৃদিস্থ কৌতুক প্রকাশপূর্ব্বক) — হায়, হায়! ইনি যে আর্য্যপুত্রই বটে। (এই বলিয়া মস্তক অবনত করিলেন।)

মধুমঙ্গল — আমাদের দেবী তোমাকে চিনিতে পারিয়া ভয় লাভ করিলেন; সেই হেতু তাঁহার নিকটে আর নিজেকে কখনও চতুর মনে করিও না।

মাধবী — আর্য্য মধুমঙ্গল! আপনার এই বাক্য কালসর্পদষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বজ্রপ্রহারতুল্য।

চন্দ্রাবলী — মুগ্ধে মাধবি! তুমি এই মহোৎসবেও খেদ প্রকাশ করিতেছ কেন? পরন্তু এই দুর্লভ সৌন্দর্য্যসুধা পান কর।

রাধা (স্বগত) — হায়, হায়! আমি পরাধীনতার পরাকাষ্ঠা ভোগ করিলাম!

চন্দ্রাবলী — দেব! মনিদর্শনের হীনতের কথা এই মন্দভাগ্যাকে আপনার নিকটে অপরাধী করিয়াছে!

কৃষ্ণ — দেবি! তুমি যথেচ্ছ তিরস্কার কর, পরন্তু তোমার করুণাই একমাত্র অবলম্বন।

(নেপথ্যে) 'সখি! যাহা জানিবার শুনিয়াছ ত'?

মধুমঙ্গল — কুক্কুরীর হস্তস্থিত শুকপক্ষীই একরূপ পাঠ করিতেছে।

কৃষ্ণ (স্বগত) — মেধাবী শুকপক্ষীই এইরূপ বিড়ম্বনা ঘটাইয়াছে।

(পুনরায় নেপথ্যে) 'হে সখি সত্য! যদি অন্তঃপুরে বাস করে' ইত্যাদি।

রাধা (নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক খেদের সহিত স্বগত) — সাধু রে শুক! সাধু, সাধু; আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম! সম্প্রতি দুর্লভ অভীষ্ট বস্তুর প্রদানই বিষয়ে অনুকূল কালিন্দীর উত্তম তীর্থে প্রবেশপূর্বক সত্বর নিজেকে সপত্নীগণের নিকটে উপহার প্রদান করিব।

(এই বলিয়া বৃন্দার ও ললিতার সহিত প্রস্থান।)

চন্দ্রাবলী — দেব! একটি বিষয় নিবেদন করিব।

কৃষ্ণ — দেবি! যথেচ্ছরূপে আদেশ কর।

চন্দ্রাবলী — দেব! এখানে আপনার বিলাসসুখের ব্যাঘাত করিয়া আমি অতিশয় অপরাধী হইয়াছি; সেই হেতু করুণাপূর্বক আদেশ করুন, যাহাতে আমি গোষ্ঠেশ্বরের গোষ্ঠে যাইয়া সেখানে বাস করিয়া আপনাকে সুখী করি।

১২।। (নেপথ্যে) গোষ্ঠাধিপতি নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্বক আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া বন্ধুগণের সমভিব্যাহারে স্বর্ণময় শকটের উপরিস্থিত পর্য্যঙ্কে আরোহণ করিয়া সন্তোষের সহিত সত্বর দ্বারকাপুরীর দ্বারপথে প্রবেশ করিতেছেন; আর, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পৌর্ণমাসী ও বামপার্শ্বে যশোদা বিরাজ করিতেছেন ॥১২॥

কৃষ্ণ (আনন্দের সহিত) — সখে! দেবীর এই শুভ চিন্তার প্রভাবেই গোষ্ঠপতি সপরিবারে এস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন; সেইহেতু এস, সেস্থলে গমন করি। (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান।)

চন্দ্রাবলী — যথাসময়েই আমার বান্ধবগণের সমাগম সংঘটিত হইল।

১৩।। (নেপথ্যে) পৌর্ণমাসীর পথ নির্দেশানুসারে ব্রজেশ্বরী পরিজনপরিবৃতা হইয়া রোহিণীর মন্দিরে গমন করিয়াছেন ॥১৩॥

মাধবী — ইহা মুখ্য সৌভাগ্যই বটে; যেহেতু আর্য্যা রোহিণী ঠাকুরানী আপনাদের দুঃখের কথা পূর্ব হইতেই শ্রবণ করিয়াছেন।

চন্দ্রাবলী — সেই হেতু এ সময়ই যাইয়া ভক্তমনমানসের বন্দনা করি। (পরিক্রমণ পূর্বক) এই যে রাজরানী রোহিণী-দেবীর অন্তঃপুর।

১৪।

(নেপথ্যে) অহো! সম্প্রতি গোপরাজ মহিষী যশোদা নয়ন ও স্তনযুগল হইতে বিগলিত পয়ঃপ্রবাহ (যথাক্রমে অশ্রুজল ও স্তনদুগ্ধ) দ্বারা প্রীতির সহিত নিজ তনয়কে অভিষিক্ত করিতেছেন! ১৪॥

চন্দ্রাবলী — আর্যপুত্র এখন গোকুলেশ্বরীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; সেই হেতু আর কিছু কাল এস্থানেই অপেক্ষা করি।

(তদনন্তর পূর্বের নির্দেশানুসারে যশোদার, পৌর্ণমাসীর, রোহিণীর ও মুখরা প্রভৃতির প্রবেশ)

যশোদা (শ্রীকৃষ্ণের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে)— বৎস! তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ; যেহেতু দীর্ঘকাল আমাকে দর্শন কর নাই।

কৃষ্ণ (বাষ্পপূর্ণ নয়নে) — মাতঃ! আমি বস্তুতঃই লজ্জিত, আপনি এরূপ বলিয়া আমাকে আরও লজ্জা দান করিতেছেন কেন?

মুখরা — দেবি! শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মাণ্ডকোটির অধিপতি,— ইহা তোমার মুখ হইতে শ্রবণ করিলেও

আমার নিকটে ইনি গোপগণের নাগর রূপেই প্রতিভাত
হইতেছেন।
কৃষ্ণ (মৃদুহাস্য করিয়া) — 'আর্যে! মুখরে! আপনি
মনোমত কথাই বলিয়াছেন; সুতরাং শুভ চিন্তা করুন,
যাহাতে পুনরায় সেইরূপ মঙ্গল ভাজন হইতে পারি।
পৌর্ণমাসী — অহো! দীর্ঘকাল পরে ~~আজ~~ আমার
সৌভাগ্যের বীজসমূহ অঙ্কুরিত হইল; যেহেতু
অদ্য যশোদার ক্রোড়ে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন
করিলাম।
কৃষ্ণ — মাতঃ! আমা কর্তৃক পূর্বে সংবর্দ্ধিত সেই
পশুপক্ষিগণ সেখানে আপনাদের সুখ ~~আনন্দ~~ বিস্তার
করিতেছে ত?
পৌর্ণমাসী — মুকুন্দ! 'দুঃখ' ইহাই বলা উচিত ছিল,
'সুখ' বলিলে কেন?
যশোদা (সংস্কৃত ভাষায়) যে হরিণীশিশুটি ~~[illegible]~~
মাতৃবিয়োগে কাতর হইয়া পড়িলে তুমি ভাণ্ডদ্বারা
কপিলার দুগ্ধ লইয়া গিয়া ~~[illegible]~~ তাহাকে পুষ্ট করিয়াছিলে,
সম্প্রতি সে তোমাকে না দেখিয়া কাতরভাবে
চতুর্দিকে মুক্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া ব্রজবাসিগণের

ঘর্ম ময়ূরকে গীতি প্রদান পূর্ব্বক শার্দ্দূলের ন্যায়
দুঃসহ লীলা প্রকাশ করিতেছে ॥১৫॥
পৌর্ণমাসী — হে কংসনিসূদন! যে সকল ময়ূর পূর্ব্বে
তোমাকে মস্তকের ভূষণের নিমিত্ত
স্নিগ্ধ পুচ্ছরাজি উপহার প্রদান করিয়াছিল, অদ্য সেই
ময়ূরগণকে দেখিয়া কোন্ ব্রজবাসীর প্রেম উপস্থিত
না হইতেছে? তাহারা অদ্যাপি সমুদিত নবীন
জলধরকে তোমার বিগ্রহ মনে করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে
নৃত্য বিস্তার করিয়া থাকে ॥১৬॥
কৃষ্ণ (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) — ভগবতি! আমার সেই
বয়স্যগণ কুশলে আছে ত?
পৌর্ণমাসী — তাহারা তোমার দর্শনের উৎকণ্ঠায়
ব্রজরাজের সহিত মর্মাহিতভাবে আসীন রহিয়াছে;
সেইহেতু সত্বর যাইয়া তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর।
কৃষ্ণ — পূজনীয়গণ যাহা আদেশ করেন। (এই বলিয়া
পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বগত) মাতৃদেবীর বন্দনার নিমিত্ত
ললিতার ও রাধার এস্থানে উপস্থিত হওয়া উচিত।
(এই বলিয়া প্রস্থান।)
চন্দ্রাবলী — সম্প্রতি ব্রজেশ্বরীর নিকটে উপস্থিত হইবার
এই অবসর হইয়াছে। (এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন।)॥

পৌর্ণমাসী (হর্ষসহকারে) — গোষ্ঠেশ্বরি! তোমার সম্মুখে এই চন্দ্রাবলী। ~~[illegible]~~ (অতঃপর চন্দ্রাবলী নিকটে যাইয়া বাহুমৃণাল দ্বারা ব্রজেশ্বরীকে জড়াইয়া ধরিলেন।)

যশোদা (স্নেহসহকারে তাহাকে উত্তোলন করিয়া) — বৎসে! ভাগ্যক্রমে তোমাকে পুনরায় দেখিলাম। (এই বলিয়া কণ্ঠে আলিঙ্গন করিলেন।)

চন্দ্রাবলী (যশোদাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে) — মাতঃ! ইহা অপেক্ষা আপনার আর অধিক করুণার বিলাস কী হইতে পারে? যেহেতু আপনি আমাকে নিজ-পাদস্পর্শের সৌভাগ্যভাগিনী করিয়াছেন!

যশোদা — বৎসে! আমাদের সেই গোকুলে অবস্থানের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ?

চন্দ্রাবলী — মাতঃ! যেস্থানে কোটি কোটি মাতার ন্যায় স্নেহশীলা আপনি বাস করেন, সেস্থানে অবস্থানের যে শান্তি, তাহা কোন পামরীও বিস্মৃত হইতে পারে না।

মুখরা (চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গনপূর্বক) — হা বাছে! দীর্ঘকাল যাবৎ এক তোমাকেই দেখিতেছি না। (এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।)

যশোদা (কাতরভাবে) — হায় ধাত্রি! তুমি কেন শোক-পুরীর দ্বার উদ্ঘাটনের কুঞ্চিকাস্বরূপ (চাবীকাটি) 'রাধা' এই অক্ষরযুগল আবিষ্কার করিলে?

চন্দ্রাবলী — হায় ভগিনি! মন্দভাগিনী আমি অন্ধা হইয়াছি; যেহেতু একবারও তোমাকে দেখিতে পাই নাই!

রোহিণী — হায়! ত্রিলোকসুন্দরি বৎসে! তুমি কোথায় গেলে?

পৌর্ণমাসী — হায়! আমি বজ্রতুল্য কঠোর চিত্তা; যেহেতু অদ্যাপি জীবন ধারণ করিতেছি!

রোহিণী (ধৈর্যসহকারে) — প্রিয়সখি যশোদে! চন্দ্রাবলী অতিশয় সন্তাপ বোধ করিতেছে; সেইহেতু শোক পরিত্যাগপূর্বক উহাকে আশ্বস্তা কর।

যশোদা (চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গনপূর্বক) — বৎসে! দুঃখিতা হইও না; যেহেতু এ বিষয়ের কোন প্রতিকার নাই।

(অনন্তর পৃথক পৃথকভাবে কঞ্চুকীকে অনুসরণ করিয়া ললিতার ও পদ্মার প্রবেশ)

শ্রীশ্রী ললিতমাধব-নাটকের

JAI HIND EXERCISE BOOK

বঙ্গানুবাদ

ছয় খাতার মধ্যে

খাতা নং ৬

(সম্পূর্ণ)

Out of Six Khātas

Khata NO VI (Ended Complete)

64

(দশম অঙ্ক (Contd.)

পদ্মা (বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত) — এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী কে? মনে হয়, যেন ইঁহাকে পূর্ব্বে কোথায়ও দেখিয়াছি! (নিকটে যাইয়া অশ্রুসিক্ত-লোচনে) সখি! তোমাকে দেখিয়া প্রিয়সখী ললিতার স্মরণহেতু আমি প্রেমে ঘূর্ণিতা হইতেছি।

ললিতা (গদ্গদ কণ্ঠে) — সখি! তুমি কি পদ্মা?

পদ্মা (আবেগভরে) — অহো! এ যে ললিতা! (এই বলিয়া বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন।)

ললিতা (দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে) — প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী তোমাকর্ত্তৃক বিমুক্তা হইলেন কেন?

পদ্মা — সখি! আমি মন্দভাগিনী।

কঞ্চুকী — ভগবতী রোহিণীর এই মন্দির; অতএব ঠাকুরাণীদ্বয় এস্থানে প্রবেশ করুন।

উভয়ে — নিশ্চয়ই রাজরাণীকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে এস্থানে আনয়ন করা হইয়াছে।

রোহিণী — ভগবতি! ইনি কে, যিনি নিজেকে ললিতা বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছেন?

পৌর্ণমাসী (ব্যগ্রভাবে) — ওগো! দেখুন, যে রাধিকার সেই প্রাণসখী!

(সকলে দ্রুত অগ্রসর হইলেন।)

ললিতা — হায়! এখন যে গোকুলেশ্বরী প্রভৃতি গোষ্ঠের সকল বান্ধববৃন্দই উপস্থিত হইয়াছেন! (এই বলিয়া সকলের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন।)

(সকলে ক্রন্দন সহকারে ললিতাকে উত্থাপনপূর্বক কণ্ঠে ধারণ করিলেন।)

চন্দ্রাবলী — হায়! সখি ললিতে! তুমি জীবিত আছ? (এই বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন।)

ললিতা (হর্ষ ও আশ্চর্য সহকারে) — এ যে প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী! (আলিঙ্গনপূর্বক) গোকুলের বন্ধুবর্গের মধ্যে যে তোমার এই মিলন, ইহা অমৃতসমুদ্রে দিব্য চিন্তামণিই লাভ!

চন্দ্রাবলী — ললিতে! তোমাকেই সেই ভগিনীরূপে পাইলাম।

ললিতা — হায়! সখি রাধে! সম্প্রতি তোমার দর্শনই দুর্লভ হইল! ([illegible]কে আলিঙ্গনপূর্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।)

পদ্মা (চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গনপূর্বক) — হায়! প্রিয়সখি! সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে আজ দেখিলাম!

পৌর্ণমাসী — দেখ, রুক্মিণীর মূর্তি পদ্মাকে আলিঙ্গন করিয়া যেন বাষ্পধারাদ্বারা বিগলিত হইতেছে, বলিয়া দেখা যাইতেছে।

ললিতা (বিস্ময়ের সহিত) — ভগবতি! প্রিয়সখী চন্দ্রাবলীই কি রুক্মিণী নামে খ্যাত হইতেছেন?

পৌর্ণমাসী — হাঁ, সম্প্রতি বটে।

ললিতা — তবে সূর্য্যকর্তৃক প্রদত্তা সত্যভামা নাম্নী নবীনা কুমারী যেমন ইঁহারই দুঃখের কারণ, সেইরূপ এরূপ প্রচার হইল কেন?

পৌর্ণমাসী — বৎসে চন্দ্রাবলি! বলদেবের জননীর মুখ হইতে আমরাও তোমার মনঃপীড়ার কথা শুনিয়াছি; সেইহেতু এখন আর কোন চিন্তা করিও না।

যশোদা — বৎসে! সম্প্রতি তুমিই রাধার স্থানীয়া, সেইহেতু এখন আমাদের সম্মুখে তোমার চিন্তা কি?

চন্দ্রাবলী — সখি ললিতে! শ্রবণ কর। (সংস্কৃত ভাষায়) —

হায়! যাহা আমার প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়তম হইবার উপযুক্ত, সেই সৌন্দর্য্যের আলোক ক্ষণমাত্রও আমার নয়ন গোচর হইল না! পক্ষান্তরে যে আমার দুঃখের পীড়াবলিই প্রদানে সুনিপুণা, সেই ব্যক্তিই এস্থানে আমার ঘনিষ্ঠ সহবাসিনীরূপে অবস্থান করিয়াছিল ॥১৭॥

(ব্যগ্রভাবে বকুলার প্রবেশ)

বকুলা — দেবি! আমি পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিলেও সত্যা
ভীষণ সর্পসঙ্কুল কালিয়হ্রদে গমন করিতেছে!
পৌর্ণমাসী — পদ্মিনীর হৃদয়ের পীড়াদায়ক শীতকালীন
বায়ুরাশি সৌভাগ্যক্রমে সর্পগণের মুখগহ্বরে লয়-
প্রাপ্ত হইল।
বকুলা — আমি দেখিলাম, নববৃন্দার নিকট হইতে
ইহা জানিতে পারিয়া প্রভু ব্যাকুলভাবে সত্যার অনুসরণ
করিতেছেন।
সকলে — আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই; সকলেই
এখন সেই সর্পের আবাসস্থানে গমন করিব।
(এই বলিয়া স্খলিত ভাবে সকলের প্রস্থান)
(তদনন্তর পিঙ্গলা কর্তৃক অভ্যর্থিতা হইয়া রাধার প্রবেশ)
রাধা (সংস্কৃত ভাষায়) ১৮। সর্ব প্রকারে পরাধীন ভীরু শতঃ
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম আমার আনন্দজনক হয়না; আবার
তদ্রূপ সঙ্গমেও বিরহের ভয় রহিয়াছে; এমতাবস্থায়
অদ্য আমার মরণই একমাত্র গতি বলিয়া স্থির করিলাম ॥৮॥
পিঙ্গলা — ভর্তৃদারিকে! এরূপ সাহস তোমার পক্ষে সঙ্গত
নহে।
রাধা (অবজ্ঞার সহিত) ১৯। হে সখি! শ্যামল উজ্জ্বল
ভুজঙ্গমণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ, ঘনতরঙ্গভঙ্গীযুক্ত

এই কালিন্দী হ্রদ দীর্ঘকাল পরে আমার নয়নের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে ॥১৯॥

(এই বলিয়া বামনেত্র স্পন্দনের ভাণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

২০। আমার বামনয়ন রূপ দীন উর্ননাভ সর্বত্র পরিস্ফুরিত (স্পন্দনযুক্ত, পক্ষে গতিশীল) হইয়া প্রানরূপ মক্ষিকার বন্ধনের নিমিত্ত আশারূপ জাল বিস্তার করিতেছে ॥২০॥

পিঙ্গলা — ইহা আসন্ন মঙ্গলের সূচক; সেইহেতু মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন।

রাধা — দুষ্টরূপিনী এই বানরীর আশ্বাসে আমার বিশ্বাস নাই (এই বলিয়া জলে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।)

(অনন্তর নববৃন্দার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

২১। কৃষ্ণ — হে কঠিন চিত্তে! চির বিরহপ্রসু আমার প্রান-পক্ষীর যাহা আশ্রয় হইয়াছিল, ঘনচ্ছায়াযুক্তা (লতাপক্ষে—ছায়া অনাতপ, মূর্ত্তি পক্ষে—কান্তি) ও সৌরভ-সম্পন্না সেই ক্ষীনা দেহলতাকে তুমি সদাই সর্পের

বিষকণ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছ! হায়! তুমি আমার
প্রতি যেহেতু করুণার লেশমাত্রও প্রকাশ করিলে না? হায়!!
(এই বলিয়া হ্রদে পতিত হইবার চেষ্টা করিলেন।)
নন্দদূতা – দেব! এই মণিরাজ সর্বপ্রকার অনিষ্টনাশক।
(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মণিবন্ধে মণিটি বন্ধন করিলেন।)
রাধা – হা ধিক্, হা ধিক্! এই মন্দভাগিনীকে
সর্পগণও কেন দংশন করিতেছে না? (এই বলিয়া
সর্পগণের নিকটে অগ্রসর হইলেন।) =
কৃষ্ণ (ব্যস্তভাবে নিকটে যাইয়া) – মহাসাহসিনি!
তুমি একি অসঙ্গত কার্য করিতেছ? (এই বলিয়া
পশ্চাৎ দিক্ হইতে নিজের দুই বাহু দ্বারা শ্রীরাধার কণ্ঠ বেষ্টন (অর্থাৎ আলিঙ্গন) করিলেন।) =
রাধা (লোকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শুনিতে পান নাই এইরূপ
ভাব দেখাইয়া আনন্দ সহকারে) – সৌভাগ্যক্রমে
দুইটি সর্প আমাকে বেষ্টন করিল। (মর্মসুখবোধ
প্রকাশ করিয়া) সময়ানুসারে অনিষ্টকারী
সকল বস্তুই যে প্রিয় হয়, ইহা সঙ্গত; যেহেতু
সর্পের স্পর্শও আমাকে সুখী করিতেছে!
(এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) –
২২। অনুকূল দৈববশতঃ আমি অভিলষিত কৃষ্ণভুজঙ্গকে
লাভ করিলাম;

সেইহেতু আমার যাতনা-রাশি চিরকালের নিমিত্ত বিদায় হইল। (সেবক - অনুকূল দেবই আজ আমাকে শ্রীকৃষ্ণের ও কণ্ঠালিঙ্গন লাভ করাইলেন) ॥২২॥

নববৃন্দা - সৌভাগ্যক্রমে ইঁহার শ্রীকৃষ্ণের বাহুসম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছে।

রাধা (নয়ন ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া) কী আশ্চর্য! এই সর্পটির মস্তক মণির দীপ্তিদ্বারা বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইলেও সে আমাকে দংশন করিতেছে না!

নববৃন্দা ২৩। হে সুভগে! নির্মল মলয়জের (ভুজ পক্ষে— চন্দন প্রলেপের, ভুজঙ্গ পক্ষে মলয় বায়ুর) উপভোগবিষয়ে অভ্যস্ত, চক্রযুক্ত ও মণিধারী শ্রীকৃষ্ণ বাহুর ও কৃষ্ণভুজঙ্গের কোনরূপ পার্থক্য বোধ হয়না ॥২৩॥

কৃষ্ণ ২৪। সুন্দরি! তোমার এই দেহ পরম মাধুর্যরাশি-দ্বারা লক্ষ্মীরও ত্রাস সঞ্চার করে; আর, তুমি এই অপূর্ব দেহকে পরিত্যাগ করিয়া অনর্থকই এই জগতের নয়নসমূহকে বিফল করিতে উদ্যতা হইয়াছ কেন? ॥২৪॥

রাধা (গ্রীবা বক্র করিয়া অবলোকন পূর্বক) - হা ধিক্, হা ধিক্! আমি হতা হইয়াও পুনরায় সম্পূর্ণরূপে

২৩

নিহত হইলাম! যেহেতু এই (অভাগার) (ক্ষুদ্র ব্যক্তির) নিমিত্ত প্রভু ~~জন্য~~ ত্রিলোকের সুখদায়ক নিজ-দেহকে এই কালিয়হ্রদে নিক্ষেপ করিয়াছেন! =

কৃষ্ণ (তীরে উপস্থিত হইয়া রাধার হস্তে মণি বন্ধন করিতে করিতে তিরস্কার ও মৃদুহাস্য সহকারে) —

হে নির্দয়ে! তুমি অনুরাগবশতঃ স্বয়ং সর্পগণের বিষদন্তসমূহের সংসর্গে উপস্থিত হইয়া ভোগ-নিরত আমাকে সকল কামনা হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইলে কেন? সহচরি! ~~চলো এখন ভোগ, মার্গী বীনভবন~~ সেই হেতু ~~চলো এখন~~ এস, ~~চলো~~ মার্গবীনভবনে গমন করি।

(এই বলিয়া পিঙ্গলার সহিত উভয়ের প্রস্থান।)

(অনন্তর ক্রন্দনাকুলা যশোদার ও ~~এবং~~ তাঁহার পশ্চাতে সোন দাসী প্রভৃতির প্রবেশ)

যশোদা — হায়, হায়! সেই কালিয় একবার হতাশভাবে এস্থান হইতে চলিয়া যাইয়াও আমার ন্যায় মন্দভাগিনীর নিমিত্ত ~~জন্য~~ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

নববৃন্দা (স্বগত) — শ্রীরাধার পরাধীনতারূপ বাধা দূর করিবার নিমিত্ত ~~জন্য~~ আমি যে এই চাতুরীর উদ্ভাবন করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছে। (প্রকাশ্যে) হে পরম সুন্দরীগণ! আপনারা আশ্বস্ত হউন,

দুঃখ পরিত্যাগ করুন; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে উদ্ধার করিয়া তীরে উপস্থিত হইয়াছেন।

সকলে (গদ গদ কণ্ঠে) — বেশ হইয়াছে, ভাল হইয়াছে, ভাল হইয়াছে। (এই বলিয়া সকলে ধৈর্য অবলম্বন করিলেন।) ইতি ।।

(নেপথ্যে) চন্দ্রচূড় পশুপতি পার্বতীকে বামভাগে লইয়া ও ত্রিলোকগুরু পদ্মযোনিকে অগ্রে করিয়া বৃষরাজের উপরে আরোহণ পূর্বক, সাত্বত-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এই সম্মুখভাগে মথুর পুর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ।।২৮।।

নববৃন্দা — দেখুন, দেখুন, গিরিজার প্রাণপ্রিয় শ্রীশম্ভুর আনন্দ বিধানের নিমিত্ত এই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে গমন করিতেছেন।

(সকলে দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।)

পৌর্ণমাসী — নববৃন্দে! তোমার প্রাণসখী সত্যা কোথায়?

নববৃন্দা — সম্মুখস্থ বাসন্তী-মণ্ডপে।

পৌর্ণমাসী — শ্রীকৃষ্ণের অগোচরেই সত্যাকে সত্বর কুণ্ডিনপুরে পাঠাইয়া দিতেছি।

মুখরা — আমি যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসি।

(এই বলিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।)

(ললিতার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা — সখি! অদূরে কাঁহারা বাক্যালাপ করিতেছেন?

ললিতা — দেবী রুক্মিনীর কুটুম্বগণ মিলিত হইয়া তোমার সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতেছেন!

রাধা — হায়! আমার পক্ষে মরণও দুর্লভ! (এই বলিয়া মুখ আচ্ছাদনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন।)

(মুখরা দূর হইতে দেখিয়া আশ্চর্যসহকারে প্রত্যাবর্তন করিলেন।)

পৌর্ণমাসী — মুখরে! তুমি ফিরিয়া আসিলে কেন?

মুখরা — ভগবতি! আমি কোন বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিয়াও শঙ্কা করিতেছি!

পৌর্ণমাসী — মুখরে! শঙ্কার কারণ নাই; নিশ্চিন্তভাবে বল।

মুখরা (অশ্রুপূর্ন নেত্রে গদ্গদ কণ্ঠে কানে কানে) — এইরূপ।

পৌর্ণমাসী (তিরস্কারপূর্বক) — প্রলাপিনি! এরূপ কথা বলিও না; তোমার সেইরূপ ভাগ্য কোথায়?

যশোদা — ভগবতি! ইনি কী বলিতেছেন?

পৌর্ণমাসী — গোকুলেশ্বরি! তাহা অতিশয় অসম্ভব কথা।

(সুমেরা পুনরায় পৌর্ণমাসীর কর্ণে মুখ লগ্ন করিলেন।)

পৌর্ণমাসী — সুচে! আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, মহারত্নই তোমার এই ভ্রম জন্মাইয়াছে।

সুমেরা — নাতিনি ললিতে! তুমি আসিয়া দেখ।

(ললিতা পৌর্ণমাসীর মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন।)

পৌর্ণমাসী — সকলেই যাইব, তাহাতে দোষ কি?

(সকলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।)

পৌর্ণমাসী (ললিতা ও সুমেরার উভয়ের সহিত কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন করিয়া ঔৎসুক্যের সহিত) — যদিও ইহার সকল অঙ্গ দৃষ্টি গোচর হইতেছে না, তথাপি এই বরাঙ্গী আমার হৃদয়ে করুনার উদ্রেক করিয়া এক চমৎকারের সঞ্চার করিতেছেন।

ললিতা (নিকটে যাইয়া গদগদ কণ্ঠে) — আয়ি কৃশোদরি! তুমি রোদন করিতেছ কেন?

রাধা (মুখ হইতে বস্ত্রাঞ্চল অপসারন করিয়া চিৎকার করিতে করিতে) — হায়, হায়! এইযে প্রিয়সখী ললিতা! এই যে বাৎসল্যমূর্ত্তি ভগবতী! এই যে আর্য্যা সুমেরা! (এই বলিয়া আনন্দে ঘূর্ণিত হইয়া ভূমিতে পতিতা হইলেন।)

(ললিতা বিচিত্রভাবে অস্ফুট শব্দ করিয়া রাধাকে আলিঙ্গন
পূর্ব্বক আনন্দজনিত মূর্চ্ছার প্রকাশ করিলেন।)

পৌর্ণমাসী — হায়! হায়! এ যে আমার বৎসা সেই
শ্রীরাধাই এস্থলে রহিয়াছেন!

মুখরা — হায়! নাতিনি! পুনরায় তোমাকে লাভ করিলাম!
(এই বলিয়া উন্মাদ ভাব প্রকাশ করিলেন।)

যশোদা (রোহিণীর সহিত দৌড়াইয়া গিয়া গদ্গদকণ্ঠে) —
হায় বৎসে! তুমি জীবিতা আছ? (মুখচুম্বন করিলেন।)

চন্দ্রাবলী (অতিশয় কম্পিত ভাবে) — ইনি কি তবে আমার
ভগিনী শ্রীরাধিকা? (এই বলিয়া স্খলিত ভাবে
শ্রীরাধার কণ্ঠ ধারণ করিলেন।)

পৌর্ণমাসী — কী আশ্চর্য্য! মরুপ্রদেশে প্রবল
পিপাসাতুর ব্যক্তিগণের নিমিত্ত এ যে সুমিষ্ট পানীয়-
প্রনালী স্বয়ংই আবির্ভূত হইল!

রাধা (সকলের চরণবন্দনা করিয়া উৎকণ্ঠাসহকারে) —
আমার ভগিনী চন্দ্রাবলী কুশলে আছে ত?

চন্দ্রাবলী (প্রগাঢ় ভাবে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) — ভগিনি!
এই সেই দুষ্টা হতভাগিনী চন্দ্রাবলী! (এই বলিয়া
রোদন করিতে লাগিলেন।)

রাধা (আনন্দ ও ব্যগ্রতার সহিত পদদ্বয়ে পতিতা হইয়া) — হা ধিক্, হা ধিক্!
দৈবই আমাকে এইরূপ বিড়ম্বনা দান করিয়াছে।

বিধি আমাকে এরূপ বিড়ম্বনা প্রদান করিয়াছে।

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ (সানন্দে)- দীর্ঘকাল পরে অদ্য নিজেকে গোকুল-বাসীর ন্যায় মনে করিয়া আনন্দে মুগ্ধ হইয়াছি।

যশোদা (কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া)- বৎস! সৌভাগ্যক্রমে তুমি বন্ধুর সহিত কুশলে সমুদ্র হইতে নির্গত হইতে পারিয়াছ।

নববৃন্দা- গোকুলেশ্বরি! এই সম্মিলন মায়াময়।

(সকলেই মৃদুহাস্য করিতে লাগিলেন।)

ললিতা- সখি রাধে! বিশাখা কোথায়?

নববৃন্দা- ঐ দেখ, স্বীয় নির্ঝর হইতে উঠিয়া বিশাখা আনন্দসহকারে এদিকে আসিতেছেন।

(সকলে প্রত্যুদ্গমনপূর্বক বিশাখাকে আলিঙ্গন করিলেন। বিশাখাও গুরুবর্গের পাদবন্দনা করিয়া শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিলেন।)

ললিতা- হায় সখি বিশাখে! পুনর্বার যে তোমাকে দেখিতে পাইলাম, ইহা বড়ই আশ্চর্য!

(এই বলিয়া পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।)

চন্দ্রাবলী (পৌর্ণমাসীর প্রতি)- ভগবতি! ভগিনী শ্রীরাধার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত আপনি আমার কথানুসারে আর্য্যপুত্রের নিকটে প্রার্থনা করুন।

পৌর্ণমাসী — বৎসে! তুমি অনুকূলা রমণীগণের শীর্ষস্থানীয়া; সেই হেতু শ্রবণ কর —

শ্লো। হে দেবি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শ্রীরাধাকে সমর্পণ করিলে তোমার এই দেবনলোচিত সৎখ্যাতি চিরকাল জগতে প্রকট থাকিবে; আর, ইঁহাদের উভয়ের পরিণয়ক্রিয়া পারে প্রেমসৌভাগ্যসূচক ঘণ্টাধ্বনিরূপে রত্নধারার অভিষেক জগতের প্রীতিবর্দ্ধন করিবে ॥ ২৭॥

চন্দ্রাবলী (আনন্দসহকারে) — আর্য্যে! আমারও এইরূপ অভিলাষ; সেই হেতু গোকুলেশ্বরীর সহিত তাহা সম্পাদন করুন।

(পৌর্ণমাসী যশোদার নিকট জ্ঞাপন করিলেন।)

যশোদা — বৎস! বৎসা চন্দ্রাবলী কোন্ বিষয়ে প্রার্থনা করিতেছে?

কৃষ্ণ — মাতঃ! আদেশ করুন, ইঁহার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ করিব?

যশোদা — [illegible]

কৃষ্ণ — মাতঃ! আপনি যেরূপ আদেশ করেন।
(এই বলিয়া নিকটে যাইয়া জনান্তিকে) — দেবি!
এই গুরুতর মহাভার আমার পক্ষে দুর্বহ; সেইহেতু
ইহা ছাড়া অন্য কোন আদেশ কর।
চন্দ্রাবলী (প্রণয়যুক্ত ঈর্ষ্যা সহকারে) — যেহেতু
সুযোগ (লক্ষ-বান) লাভ করিয়াছেন,
সেইহেতু আমাকে এরূপ ভাবে বিদ্ধ করা সঙ্গতই
হইতেছে! (এই বলিয়া রাধাকে হস্তে ধারণ করিয়া) —
হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমার ভগিনী এই শ্রীরাধাকে
আপনি আমাদের অপেক্ষাও অধিক প্রেম সহকারে
সমাদর করিবেন। (এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে
প্রদান করিলেন।) ॥
কৃষ্ণ (নীচস্বরে) — দেবি! তোমার প্রসাদকে কে
সম্মান না করে? (এই বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন।) ॥
(নেপথ্যে) ইহা যাজ বিজ্ঞ) ভল্লুকপ্রবর জাম্ববানের
নিকট হইতে বার্তা অবগত হইয়া এবং গোবর্দ্ধন
গিরিবর কর্তৃক বামহস্তে ধৃত হইয়া, সেই বতক পর্বতের
নির্দেশানুযায়ী পথ অবলম্বনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের
নগরীমধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৮ ॥

পৌর্ণমাসী — দেখ, দেখ —

২৯। বসুদেব বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া বলদেবের হস্ত ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব উৎসব-বেদীমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ; আর, যদুকুলের ললনাগণদ্বারা সেবিত দেবী দেবকী ও রেবতী-দেবীকে সদয় ভাবে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেছেন ॥ ২৯॥

নববৃন্দা — দেখুন, দেখুন —

৩০। শ্যামলা উৎকণ্ঠিতা হইয়া স্বীয় হস্তযুগলদ্বারা ভদ্রার দক্ষিণ হস্ত ও শৈব্যার বামহস্ত ধারণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন ॥৩০॥

নেপথ্যে ৩১। দেবী চন্দ্রাবলী স্বয়ং সন্তুষ্টা হইয়া শ্রীরাধার বিবাহ-বিধানের অনুমতি দ্বারা পিতার সেই পণ বিনাশ করিলে, কর্ম্মকুশল গরুড় শতাধিক ষোড়শ সহস্র কুমারীকে লইয়া মৃদুহাস্যসহকারে উৎসববেদীতে আগমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

যশোদা — অহো! এককালে সকল দিকে দৈবের অনুগ্রহ!

পৌর্ণমাসী — দেখ, দেখ, — ও
৩১। শ্রীদাম কর্তৃক দাক্ষিণ দিক্ এবং সুবল কর্তৃক বামাদিক্ হইতে সুশোভিত ও পরমানন্দে-সমৃদ্ধ হইয়া শ্রীনন্দমহারাজ সম্মুখভাগে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৩২॥

(পূর্ব নির্দেশানুসারে শ্রীনন্দমহারাজের প্রবেশ)

নন্দ — ভগবতি ! আমার চিরবাঞ্ছিত মনোরথের পূরণহেতু কৃতার্থ হইলাম ! (এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন) =

(চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধা পৌর্ণমাসীকে মধ্যে রাখিয়া গোপরাজকে প্রনাম করিলেন।)

নন্দ — হে বৎসা-দ্বয় ! তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া হইয়া সৌভাগ্যবতী হও।

পৌর্ণমাসী — ৩৩। এই (বশিষ্ঠমুনি-পত্নী) অরুন্ধতী দেবী নিখিল সতীগণের সহিত পথ নিরোধ অর্থাৎ আচ্ছাদন করিয়া এবং অখণ্ডিত-পাতিব্রত্যশালিনী এই (অগস্ত্যমুনি-পত্নী) লোপামুদ্রা দেবী ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩॥

নববৃন্দা — ৩৪। ঐ দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র শচীকে, কুবের ঋদ্ধিকে, যম ধূমোর্ণাকে, বরুন গৌরীকে,

সূর্য্য সংজ্ঞাকে, বায়ু শিবাকে, অগ্নি স্বাহাকে
ও চন্দ্র রোহিণীকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকায় উপস্থিত
হইয়াছেন ॥৩৪॥
(নেপথ্যে) ঐ সৈরিন্ধ্রী (কুব্জা) সুগন্ধ বিবিধ
অঙ্গরাগসমূহ প্রস্তুত করিতেছে; ঐ সম্মুখে
সুদামা হৃষ্টচিত্তে প্রচুর মাল্য রচনা করিতেছে;
আর, তন্তুবায় উৎকৃষ্ট বস্ত্রসমূহের নানাপ্রকার
কান্তি বিধান করিতেছে; এইরূপে পরিপূর্ণ
আনন্দবশতঃ বিহ্বল চিত্ত পরিজনগণের দ্বারা
পরিব্যাপ্ত হইয়া এই দ্বারকাপুরী অত্যন্ত
উল্লাস প্রকাশ করিতেছে ॥৩৫॥
ললিতা — বিশাখে! পুনরায় উভয়ের সঙ্গমমহোৎসব
দর্শন করিয়া তুমি অতিশয় কৃতার্থা হইলে।
পৌর্ণমাসী — হে যশোদা-নন্দন! অভিষেকের
সকল উপকরণই এস্থলে উপনীত হইয়াছে;
সেই হেতু প্রথমতঃ শ্রীরাধার সহিত ও তৎপশ্চাৎ
ক্রমশঃ কুমারীগণের সহিত বিবাহ-বেদী
অলঙ্কৃত করুন।
কৃষ্ণ (সকলকে অভিনন্দিত করিয়া জনান্তিকে) — প্রাণেশ্বরি
রাধে! প্রার্থনা কর, ইহার পর তোমার আর কী প্রিয় কার্য্য
সম্পাদন করিব?

রাধা (আনন্দের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) —

অথ স্বভাবমধুর প্রেমের সংস্পর্শবশতঃ রমণীয়া
সেই সখীগণ আসিয়া পুনরায় মিলিত হইয়াছেন;
এই ভগিনী চন্দ্রাবলীও পরিচিতা হইয়া সমাগতা
হইয়াছেন; স্বয়ং গোষ্ঠেশ্বরীও আগমন
করিয়াছেন; আর, বৃন্দাবনের নিকুঞ্জগৃহে
তোমার সেই আনন্দময় মঞ্চও সংঘটিত হইয়াছে!
অতএব এস্থলে আমার সম্বন্ধে ~~আর কি~~
তোমার ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আর
কোন কার্য অবশিষ্ট আছে? ॥৩৬॥

তথাপি ইহা হউক —

অথ হে গোকুল-পতে! যে সকল স্থিরচিত্ত ব্যক্তি
দীর্ঘকাল যাবৎ তোমার প্রতি আশামাত্র ধারণ
করিয়া মাধুর্যপূর্ণ এই মধুপুরে বাস করিবেন,
কিশোর-বয়স্ক তুমি সুবল প্রভৃতির সখ্যভাব
ধারণ করিয়া অবশ্যই তাঁহাদের নয়ন-গোচর
হইবে ॥৩৭॥

অথ আরও হে নাথ! তোমার লীলাচিহ্নসমূহের
সৌরভসঞ্চারকারী বনরাজিদ্বারা পরিব্যাপ্তা.

(অর্থাৎ গোকুল)

মধুরীরাশিদ্বারা সমাচ্ছন্না মথুরানাম্নী যে
ধন্যা ভূমি বিরাজমানা রহিয়াছে, তন্মধ্যে চঞ্চল
গোপীভাবে মুগ্ধচিত্তা আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত
হইয়া তুমি বদনমণ্ডলের উল্লাস-
জনক মুরলী-বিলাস ধারণ কর।। ৩৩।।

কৃষ্ণ — প্রিয়ে! তাহাই হউক।

রাধা — তাহা কীরূপে সম্ভব হইবে?

(শ্রীকৃষ্ণ স্খলিতভাবে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত
করিতে লাগিলেন — গাত্র বস্ত্রাবরণ ব্যতীতই [illegible] দেহে)

(অকস্মাৎ গার্গীর সহিত একানংশার প্রবেশ)

একানংশা — সখি রাধে! এ বিষয়ে কোন সংশয় করিও না;
যেহেতু তোমরা এখনও সেই শ্রীগোকুলেই অবস্থান
করিতেছ; কিন্তু আমিই কালযাপনের নিমিত্ত
অন্য ভাবের বিস্তার করিয়াছিলাম; সেই হেতু এবিষয়টি
যথার্থরূপে অনুভব কর। আর, এই শ্রীকৃষ্ণও সেই
গোকুলেই বিরাজ করিতেছেন, ইহা নিশ্চয় কর।

গার্গী (স্বগত) — আমি পিতার মুখে যাহা শুনিয়া-
ছিলাম, তাহা সফল হইল।

(শ্রীরাধা সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিহ্বল ভাব
প্রকাশ করিতে লাগিলেন।)

সখী — সখি! আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও।
(শ্রীরাধা আশ্বস্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বক্র দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।)

কৃষ্ণ — প্রিয়ে! তোমার আর কোন প্রিয় কার্য্য করিব?

রাধা (মৃদুহাস্য করিয়া) — আমরা বহিরঙ্গ লোকের অলক্ষ্যে নিজ-নিজ-স্বরূপে শ্রীগোকুলেরও শোভাবর্দ্ধন করিব।

কৃষ্ণ — প্রিয়ে! তাহাই হউক; এখন এস, তোমার ভগিনী চন্দ্রাবলীর প্রার্থনা সফল করি।
(এই বলিয়া সকলের দ্বারা পরিবৃত হইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রস্থান।)
(এইরূপে সকলের প্রস্থান।)

ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে পূর্ণমনোরথনামক
দশম অঙ্ক।

~~ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণ স্বাতন্ত্র্যনিবন্ধন এই নাটকে সমুচিত~~

মন্মথ-মন্মথ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বাতন্ত্র্যহেতু এই নাটকে নিজ সমুচিত উদাত্ত নায়কভাব প্রকাশ না করিয়া লীলাহেতু ললিতনায়কের ভাব অবলম্বন করিয়াছেন ॥১॥

হে ধীরগণ! আপনারা চতুঃষষ্টি কলায় যথোচিত লক্ষণ ও অলঙ্কারের সন্নিবেশে সমৃদ্ধ গান্ধর্ব-বিদ্যার আশ্রয় এই ললিতমাধবের (তন্নামক নাটকের) সেবা করুন। পক্ষান্তরে — চতুঃষষ্টি কলায়, দ্রাঘিষ্ঠলক্ষণে ও কৌস্তুভাদি ভূষণে বিভূষিত গান্ধর্বার (শ্রীরাধার) সহিত বিরাজমান ললিত-নায়কত্ব-ভাবাপন্ন শ্রীমাধবের সেবা করুন ॥২॥

চতুর্দশ শত ঊনষষ্টি শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে চতুর্থী তিথিতে রবিবারে শ্রীহরিকে প্রনামপূর্বক আমি ভদ্রবনে এই নাটকীয় প্রবন্ধ সমাপন করিলাম ॥৩॥

হে মনীষিগণ! আমি তটস্থ-ভাবাপন্ন হইয়াও এই সুগভীর রসপ্রবাহের সর্ববিষয়ে যে অনধিকার-চর্চা করিয়াছি, তাহা আপনারা ক্ষমা করুন। পক্ষান্তরে — আমি এই গভীর রসস্রোতের তীরে অবস্থান করিয়াও তন্মধ্যে যে জল নিক্ষেপ করিয়াছি, আপনারা তাহা ক্ষমা করুন ॥৪॥

ইতি শ্রীললিতমাধবনামক নাটক সমাপ্ত।